CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 18 December, 2023 ■ আগরতলা ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং ■ ১ পৌষ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আগামী ৩১ ডিসেম্বর ডিজিটাল ত্রিপুরা হিসাবে ঘোষণা হচ্ছে ঃ তথ্য প্রযুক্তিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেছেন, আগামী একত্রিশ ডিসেম্বর ডিজিটাল ত্রিপুরা হিসেবে ঘোষণা হতে চলেছে। তারপর থেকে রাজ্যের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে কাগজবিহীন কাজ হবে ন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঘোষণা অনুযায়ী ডিজিটাল ইন্ডিয়া তথা ডিজিটাল ত্রিপুরা গড়ে তোলার জন্য বিজ্ঞানের অবদান রয়েছে। উদয়পুর রমেশ স্কুলে আয়োজিত দুই দিনব্যাপী গোমতী জেলাভিত্তিক বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করে তিনি আজ একথা বলেন। বিজ্ঞান প্রদর্শনী এবং একদিনের বিজ্ঞান সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি দেবল দেবরায়, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান শীতলচন্দ্র মজুমদার , বৈজ্ঞানিক নারায়ণ চৌধুরী ও গোমতী জেলা শিক্ষা আধিকারিক ঝুমা দেব। সভাপতিত্ব করেন আয়োজক স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী। জেলার ৪৭ টি স্কুল থেকে ৬৭টি বিজ্ঞান ভিত্তিক মডেল ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা উপস্থাপন করেছে ।

বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার ভ্রাম্যমান গাড়ি আজ উদয়পুর পুর পরিষদের ব্রহ্মবাড়ী এবং মহাদেব বাড়ি এলাকায় পৌঁছুলে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় গাড়িটিকে স্বাগত জানান। সেখানে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি দেবল দেব রায়, উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান শীতল চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ। সেখানে কৃষি দপ্তর থেকে নানা রকম কৃষি সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় কৃষকদের হাতে ন প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় রান্নার গ্যাস সামগ্রী সিলিন্ডার সুবিধাভোগীদের হাতে তুলে দেন উপস্থিত অতিথিগণ।

অর্থ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় আজ উদয়পুর লেক সিটি শপিং কমপ্লেক্সে ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদয়পুর মহকুমা কমিটির অফিসের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। মন্ত্রী অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত মেগা রক্তদান শিবিরেরও উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান শীতল চন্দ্র মজুমদার , গোমতী জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি দেবল দেবরায় , ডেপুটি ড্রাগিস্ট কন্টোলার লাইসেন্সিং অথরিটির চেয়ারম্যান কাঞ্চন সিনহা প্রমুখ।

সংসদে নিরাপত্তা ভঙ্গকারীদের পোড়া মোবাইল উদ্ধার করল পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : সংসদের হামলার ঘটনায় ললিত ঝাঁ-সহ সকল অভিযুক্তদের মোবাইল ফোন উদ্ধার। রবিবার রাজস্থান থেকে অভিযুক্তদের ফোনের সকল যন্ত্রাংশ উদ্ধার করেছে দিল্লি পুলিশ। তবে, সবকটি ফোনই সম্পূর্ণ পোড়া অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ অবশ্য মনে করছে, সেগুলি থেকে এই মামলার সঙ্গে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ধার করা যেতে পারে।

ললিতই মোবাইলগুলি পুড়িয়ে নষ্ট করেছেন বলে দাবি। গত বুধবার এই ঘটনা ঘটেছিল। ওই দিন বাকি অভিযুক্তদের সঙ্গেই সংসদ চত্বরে হাজির হয়েছিলেন ললিত ঝাঁ। তাঁকেই এই ঘটনার মূল পরিকল্পনাকারী বলে মনে করা হচ্ছে। হামলার আগে, তিনি সকল অভিযুক্তর মোবাইল ফোন নিয়ে নিয়েছিলেন। হামলার পর, তিনি সেগুলি নিয়ে বাসে করে দিল্লি থেকে রাজস্থানে পালিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে ভগৎ সিং ফ্যান ক্লাব ফেসবুক পেজের এক বন্ধুর সঙ্গে ফোনে কথাও বলেছিলেন ললিত। তারপরই, প্রমাণ লোপাটের জন্য নিজের-সহ সকল অভিযুক্তর ফোন পুড়িয়ে দিয়েছিল ললিত, এমনটাই দাবি দিল্লি পুলিশের। এদিন সেই পোড়া যন্ত্রাংশগুলিই উদ্ধার করল দিল্লি পুলিশের একটি দল।

উল্লেখযোগ্য হল, শনিবার দিল্লি পুলিশ রাজস্থানের নাগৌর থেকে মহেশ কুমাওয়াত নামে একজনকে গ্রেফতারের পরদিনই পোড়া মোবাইলগুলি উদ্ধার হল। পুলিশেরই একাংশের আবার সন্দেহ মহেশের সঙ্গে গত দুবছর ধরে অভিযুক্তদের যোগাযোগ ছিল এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপাট করতে মোবাইল পোড়ানোয় সাহায্য করেছিলেন। বিশেষ বিচারক হরদীপ কৌর ৩২ বছরের মহেশকে পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

তদন্তে জানা গিয়েছে, ললিত ঝা প্রথমে চার অভিযুক্তের মোবাইল পুড়িয়েছিলেন। দিল্লিতে আসার আগে নিজের ফোনটাও পুড়িয়ে দেন। সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ললিত ধারাবাহিকভাবে পুলিশকে বিভ্রান্ত করতে নানারকম কথা বলছেন।

তদন্তকারী দল মোবাইল কোম্পানি এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের কাছে চিঠি দিয়ে অভিযুক্তদের তথ্য দিতে বলেছে। অভিযুক্তরা পুলিশকে জানিয়েছেন, গায়ে অগ্নিনির্বাপক জেল মেখে আত্মহত্যার নাটক করার পরিকল্পনা ছিল প্রথমে। যাতে বিষয়টি আরও নাটকীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু, পরে সেই পরিকল্পনা বাতিল করে সংসদে ঝাঁপ দিয়ে ধোঁয়া-রং ছড়ানোর ছক কষা হয়।

বিকশিত সংকল্প যাত্রা অনুষ্ঠানে প্রতিমা

রাজ্যে সাড়ে ৪ লাখের উপর আবাস যোজনার ঘর প্রদান করা হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প, উজ্জলা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, মুদ্রা লোন, কৃষক সম্মান নিধি সহ বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে আরও সচেতনতা বাড়ানো এবং প্রান্তিক অংশের মানুষের এই সুবিধাগুলো পৌঁছে দেওয়া।আজ সিপাহিজলা জেলার বিশালগড় আর ডি ব্লকের বাইদ্যারদীঘীতে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা অনুষ্ঠানের একথা বলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক।

তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াতে একমাত্র লক্ষ্য।

তাঁর কথায়, ভ্রাম্যমাণ আ ই সি ভ্যান তথা মোদী গ্যারান্টির গাড়ি মানুষের সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দিতে গ্রামে গ্রামে যাচ্ছে।

তিনি আরও বলেন,ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত মোট সাড়ে ৪ লাখের উপর প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর প্রদান করা হয়েছে।

ছিনতাই কান্ডে পুলিশের জালে আরও এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ ডিসেম্বর।। বাণিজ্যের পাচার এর অন্যতম মাধ্যম স্মার্টফোন ত্রিপুরা হয়ে বাংলাদেশে প্রতিদিনই পাচার হচ্ছে কোটি কোটি টাকার মোবাইল ফোন আর এই মোবাইল ফোনকে জড়িয়ে বৃদ্ধি হচ্ছে ছিনতাইবাদের দৌরাত্ম্য। গত শনিবার সদরের শ্রীনগর থানার অন্তর্গত বজেন্দ্র কলোনি এলাকায় সোনামুড়া এলাকার তাজুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তি আগরতলা থেকে উনার ইকো গাড়িতে করে আগরতলা থেকে শ্রীনগর থানা এলাকার বজেন্দ্র কলোনি হয়ে সোনামুড়ার উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে উনার গাড়ি আটকে দুষ্কৃতিকারীরা তাজুল ইসলাম সহ উনার এক বন্ধুকে মারধর করে এবং গাড়ি ভাঙচুর করে ১৮ কার্টুন দামি মোবাইল ফোন ছিনতাই করে নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে তাজুল ইসলাম ওনার বন্ধুকে নিয়ে কোনরকম ভাবে গাড়ি সহ শ্রীনগর থানায় এসে আশ্রয় নেয় এবং দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে লিখিত আকারে থানায় মামলা দায়ের করে। পরে শ্রীনগর থানার পুলিশ একটি ছিনতায়ের মামলা হাতে নিয়ে শনিবার থেকেই তদন্তের নামে। এই ছিনতাই কাণ্ডের ঘটনায় শ্রীনগর থানার পুলিশের তদন্তে বেশ কয়েকজনের নাম উঠে আসে। রবিবার উক্ত ঘটনার মূল অভিযুক্ত হিসাবে চিহ্নিত করে বিশালগড় থানার অন্তর্গত জাঙ্গালিয়া এলাকার মৃণাল হোসেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সামাজিক অবক্ষয় !

জন্মদাত্রীকে নির্যাতনের অভিযোগ শিক্ষক দম্পতির বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ ডিসেম্বর।। সমাজের মেরুদন্ড এক শিক্ষকের নেক্কারজনক কৃতকর্মে কলঙ্কিত সভ্য সমাজ। এবার নিজ জন্মদাত্রী বৃদ্ধ মায়ের উপর নির্যাতনের অভিযোগ উঠল এক শিক্ষক ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে। সেই সঙ্গে নির্যাতিত ওই বৃদ্ধ মা সংবাদ মাধ্যমের সামনে আশ্রয় চাইলেন বৃদ্ধাশ্রমে। ওই গুণধর শিক্ষকের নাম চন্দন ভৌমিক। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন রাজনগরের ধর্মনগর গ্রামে।

সংবাদে প্রকাশ, দীর্ঘ মাস ধরেই বাসনা ভৌমিক নামের আশি উর্ধ বয়সের এক বৃদ্ধ মহিলাকে তার পুত্র পেশায় শিক্ষক চন্দন ভৌমিক ও তার স্ত্রী অপু ভৌমিক মিলে বেধড়কভাবে মারধর সহ শারীরিক ভাবে ব্যাপক নির্যাতন চালাচ্ছিল।

দীর্ঘদিন ধরেই এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পেরে শেষে বাধ্য হয়ে রবিবার দিন এলাকার সচেতন জনগণ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে এই ঘটনার প্রতিবাদে সামিল হয়। রবিবার এলাকার মানুষজন সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে শিক্ষক চন্দন ভৌমিক এবং তার স্ত্রীকে বৃদ্ধ মায়ের উপর এই ধরনের নির্যাতন করতে বাধা দেওয়ায় এলাকাবাসীদের সঙ্গেও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যতা শুরু করে ওই শিক্ষক ও উনার স্ত্রী। অন্যদিকে তেলিয়ামুড়ার স্থানীয় সাংবাদিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে ওই নির্যাতিত বৃদ্ধ মা এই নির্যাতন সহ্য না করতে পেরে সংবাদ মাধ্যমের সামনে বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় চাইলেন। পরবর্তীতে এই ঘটনার খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশকে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ এবং এলাকাবাসীর সহ ওই বৃদ্ধ মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ এর পর শিক্ষক চন্দন ভৌমিকের স্ত্রী অপু ভৌমিককে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ আটক করে নিয়ে আসে তেলিয়ামুড়া থানায়।

এলাকার লোকজন জানায়, চন্দন বাবু নাকি তেলিয়ামুড়ার আনন্দমার্গ স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। আর শিক্ষক হল সমাজের মেরুদন্ড। আর এই শিক্ষক কর্তৃক নিজ জন্মযাত্রী মাকে নির্যাতনের ঘটনায় গোটা এলাকার জুড়ে ছি ছি রব উঠেছে। সেই সঙ্গে এলাকার লোকজন চাইছে ঐ শিক্ষক সহ উনার স্ত্রীর উপযুক্ত শাস্তি।।

রবিবার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। ছবি- নিজস্ব।

জিবি'র সুপার স্পেশালিটি ব্লক হওয়ায়

বহিঃরাজ্যে রেফারের প্রবণতা কমেছে ঃ ডা. ত্রিবেদী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। জিবিতে বেশ কয়েকটি সুপার স্পেশালিটি ব্লক ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে। রাজ্যের জনগণ এর সুবিধা ভোগ করছেন। সুপার স্পেশালিটি ব্লক গড়ে তোলায় বহির রাজ্যে রেফার করার প্রবণতা অনেকটাই কমে গেছে। এ ধরনের প্রবণতা শূন্যের কোটায় নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে। জিবি হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, কার্ডিওলজি (হার্ট) বিভাগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হচ্ছেন ডা. অনিন্দ্য সুন্দর ত্রিবেদী

এবং ডা. রাকেশ দাস।গত ছয় মাসে এই বিভাগে সাড়ে আট হাজার রোগী চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন।গত ছয় মাসে এই বিভাগে ৩০০ জন রোগীর অ্যাঞ্জিওপ্লান্টি করা হয়েছে।প্রায় ১৫০ জন রোগীর পেসমেকার বসানো হয়েছে।গত ছয় মাসে মাত্র ৪ জন রোগীকে রেফার করা হয়েছে। এই বিভাগে নতুন ক্যাথ প্রয়োজন।যা এখনও গড়ে তোলা হয়নি।নিউরো সার্জারি (ওপেন সার্জারি) এই বিভাগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হচ্ছেন ডা. এস রেড্ডী এবং ডা. দেবদত্ত সাহা।গত ছয় মাসে এই বিভাগে প্রায় ৩০০০ রোগীকে বহিঃবিভাগে এবং প্রায় ৪০০ রোগীকে অন্ত:বিভাগে চিকিৎসা করা হয়েছে।সপ্তাহে গড়ে ৪০০ জন রোগী পরিষেবা গ্রহণ করেছেন।

গত ছয়মাসে ২৯০ টি সফল সার্জারি করা হয়েছে।ছয় মাসে মাত্র ৪ জন রোগীকে রেফার করা হয়েছে। এই চারজনকেও রেফা করতে হতো না, যদি নিউরোসার্জারি বিভাগে গামা ছুরি অ্যাডোস্কোপি পিটুইটারি সার্জারির সুবিধা বা পরিকাঠামো থাকতো।শুধু তাই নয়, এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটিতে আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামেরও ঘাটতি রয়েছে।ইউরোলজি বিভাগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হচ্ছেন ডা. মুকুট দেবনাথ।গত ছয় মাসে প্রায় ২০০০ রোগীর চিকিৎসা হয়েছে।সপ্তাহে প্রায় ৯০ জন চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন।ছয়মাসে রেফার হয়েছেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৭০ ◻ সংখ্যা ৭২ ◻ ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং◻ ১ পৌষ ◻সোমবার ◻১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সন্ত্রাসবাদ বরদাস্ত নয়

সন্ত্রাসবাদ ও অস্ত্র চোরাচালান সংক্রান্ত বিষয় নিয়া কঠোর অনুবাদ গ্রহণ করিয়াছে ভারত। এই বিষয়ে রাষ্ট্র সঙ্গে সরব হইয়াছে ভারত সরকার। রাষ্ট্রসঙ্ঘে আয়োজিত সভায় ভারতের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে সন্ত্রাসবাদ ও চোরা চালান সংক্রান্ত বিষয়ে ভারত কোন ধরনের সমঝোতা করিবে না। অফুরন্ত এইসব বিষয়ে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর। ভারতের এই কঠুর অবস্থানে রীতিমতো প্রশ্নচিহনে দাঁড়িয়ে আছে সন্ত্রাসবাদ ও অস্ত্র চোরাচালান বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত দেশ গুলি।বিশ্বজুড়িয়া বাড়িতেছে অস্ত্রপাচার। এই পাচারকারীদের থেকেই অস্ত্র সংগ্রহ করিতেছে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলো। ফলে বাড়িতেছে নাশকতার ঘটনা। এনিয়ে রাষ্ট্রসংঘে সরব হইল ভারত। দিল্লির প্রতিনিধির সাফ বার্তা, সন্ত্রাসবাদ বরদাস্ত করা হইবে না। সকলকে এর বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে। বিশ্লেষকদের ধারণা, পরোক্ষে কানাডা ও পাকিস্তানকেই একহাত দিয়াছে ভারত।

রাষ্ট্রসংঘেরর নিরাপত্তা পরিষদে একটি বিতর্কসভার আয়োজন করা হয়। যেখানে উঠিয়া আসে সন্ত্রাসবাদের প্রসঙ্গ। যাহা নিয়া রাষ্ট্রসংঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি রুচিরা কম্বোজ বলেন, "বিশ্বজুড়িয়া অস্ত্রপাচার বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সুযোগটাই কাজে লাগাইতেছে সন্ত্রাসীরা। এটা খুবই উদ্বেগের বিষয়। পরিষদের উচিত কোনও ধরনের সন্ত্রাসবাদ বরদাস্ত না করা। ছোট ও স্বল্প ওজনের অস্ত্রশস্ত্রের অপব্যবহার রুখিতে পদক্ষেপ করা দরকার।কম্বোজ আরও বলেন, "ভারত কয়েক দশক ধরিয়া আন্তঃ সীমান্ত সন্ত্রাসবাদের শিকার হইয়াছে। আমরা জানি এটা কতটা ভয়ংকর। সীমান্তে ছড়াইতেছে বেআইনি অস্ত্রপাচারের জাল। আমাদের সীমান্তেও অস্ত্রের চোরাচালান হইতেছে।। এমনকী এখন ড্রোনেরও ব্যবহার করা হইতেছে। এই সমস্ত কাজকারবার কোনও রাষ্ট্রের মদত ছাড়া সম্ভব নয়। পরোক্ষে কানাডা ও পাকিস্তানকেই একহাত দিয়াছে ভারত। সম্প্রতি খলিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর খুনের ঘটনায় চরমে পৌঁছিয়াছে কানাডা-ভারত সংঘাত। দিল্লির অভিযোগ কানাডা থেকে ভারতবিরোধী কার্যকলাপ চালাইতেছে খলিস্তানিরা।

অন্যদিকে, জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বাতিলের পর থেকেই উত্তেজনা তৈরির চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে পাকিস্তান। ভারতে জঙ্গি অনুপ্রবেশ করাইয়া নাশকতার চেষ্টা করা হইতেছে। আর এক্ষেত্রে কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে মদত দেওয়ার পাশাপাশি পাঞ্জাবের খালিস্তান জঙ্গিদেরও নানাভাবে সাহায্য করিতেছে। গত জুন মাসে ড্রোনের মাধ্যমে পাঞ্জাবের মাটিতে অস্ত্র ফেলিয়াছিল পাকিস্তান। এসব ঘটনায় রীতিমত উদ্বিগ্ন ভারত। এই উদ্বেগের অবসান ঘটাইতেই ভারত অস্ত্র চোরাচালান ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিয়াছে।

সুরাট বিমানবন্দরে নতুন টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : গুজরাটের সুরাট বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার এই অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে ছিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল। টার্মিনাল ভবনের পিক আওয়ারে ১২০০ অভ্যন্তরীণ যাত্রী এবং ৬০০ আন্তর্জাতিক যাত্রী বহন করতে সক্ষম। পিক আওয়ারে ধারণক্ষমতা তিন হাজারে উন্নীত করার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও বার্ষিক হ্যান্ডলিং ক্ষমতা ৫৫ লাখ যাত্রীতে উন্নীত হবে।

এই টার্মিনাল বিল্ডিং একদিক থেকে সুরাট শহরের প্রবেশদ্বার। তাই স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে মাথায় রেখে এটির নকশা করা হয়েছে। এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে এখানে যাত্রীরা অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয় সংস্কৃতির প্রতিফলন দেখতে পাবেন। অত্যাধুনিক টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের সম্মুখভাগটি এমনভাবে নকশা করা হয়েছে যাতে যাত্রীরা সুরাট শহরের "রান্ডার" এলাকার পুরানো বাড়িগুলির সমৃদ্ধ এবং ঐতিহ্যবাহী কাঠের কাজ দেখতে পারবেন। বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল বিল্ডিং ডবল ইনসুলেটেড ছাদ সহ তাপ অপচয়ের জন্য ডাবল গ্লেজিং ইউনিট, বৃষ্টির জল সংগ্রহ এছাড়াও আরও অনেক ব্যবস্থায় সুসজ্জিত রয়েছে।

চলচ্চিত্রাভিনেতা জয়ন্ত দাসের প্রয়াণে শোকাহত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সহ বহুজন

গুয়াহাটি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসমিয়া চলচ্চিত্রাভিনেতা তথা পরিচালক জয়ন্ত দাসের অকাল প্রয়াণে শোকাহত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল সহ বহুজন। অভিনেতা দাসের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ সাংস্কৃতিক জগত, রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক ক্ষেত্র। জয়ন্ত দাসের অকালমৃত্যুতে মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছাড়াও সারা অসম ছাত্র সংস্থার উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য্য সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও বেসরকারি সংগঠনের পদাধিকারী এবং অনুরাগীরা গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা সামাজিক মাধ্যমে প্রয়াত শিল্পীর প্রতি গভীর শোক ব্যক্ত করে লিখেছেন, 'অভিনেতা জয়ন্ত দাস মহাশয়ের অকাল বিয়োগে মর্মাহত হয়েছি। অসমীয়া চলচ্চিত্র, ধারাবাহিক, আকাশবাণীর নাটক প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্দান্ত অভিনয় করে অসমবাসীর হৃদয়ে বিশেষ আসন দখলকারী দাসের প্রয়াণে রাজ্যের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের পাশাপাশি সমাজজীবনে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।'

অন্যদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল লিখেছেন, 'বিভিন্ন চরিত্রে অনবদ্য অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের মনে ছাপ রেখে গেছেন জয়ন্ত দাস। বিশিষ্ট অভিনেতা জয়ন্ত দাসের পরলোকপ্রাপ্তির খবর পেয়ে অত্যন্ত শোকাহত হয়েছি। প্রায় চার দশকজুড়ে অভিনয় করে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তা চিরসবুজ হয়ে থাকবে।' এভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং সংগঠন জনপ্রিয় অভিনেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। উল্লেখ্য, শনিবার রাত ৮.৪১ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন বিশিষ্ট অভিনেতা জয়ন্ত দাস। রাতেই বহুজনের উপস্থিতিতে নবগ্রহ শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। প্রয়াত দাসের মুখাগ্নি করেছেন তাঁর মেয়ে।

নগাঁওয়ের রহায় সড়ক দুর্ঘটনা, হতাহত দুই

নগাঁও (অসম), ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : নগাঁও জেলার অন্তর্গত রহায় সংঘটিত এক ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেছেন জনৈক স্কুটার আরোহী। একই ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন আরিফ নামের একজন। নিহতকে রহার বাসিন্দা মহম্মদ ইজাজ আনসারি বলে শনাক্ত করা হয়েছে। জানা গেছে, রহার নতুন চারিআলির কাছে ভয়ংকর এই সড়ক দুর্ঘটনাটি শনিবার রাতে সংঘটিত হয়েছে। এএস ০২ এএইচ ৬৬৮৭ নম্বরে একটি স্কুটার এবং নগাঁওগামী এএস ০২ একে ৫২৯০ নম্বরের বলেনো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে

১৯৭১ এর ২২ শে নভেম্বরের যে ঘটনা নিয়ে তৈরি হয় বলিউড সিনেমা

অমিতাভ ভট্টশালী

দমদম বিমানবন্দর, ২২শে নভেম্বর, ১৯৭১। ঘড়িতে তখন দুপুর ২টা ৩৭ মিনিট। হঠাৎ মাইকে ঘোষণা হল 'স্ক্র্যাম্বেল, স্ক্র্যাম্বেল'। বিমানবাহিনীর পাইলট মাত্রই জানেন এই ঘোষণার অর্থ, তক্ষুনি দৌড়তে হবে নিজের বিমানের দিকে, উড়তে হবে আকাশে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই নিজেদের ন্যাট যুদ্ধবিমান নিয়ে আকাশে উড়েছিলেন ফ্লাইয়িং অফিসার ডোনাল্ড লাজারুস আর ফ্লাইয়িং অফিসার সুনীথ সুয়ারেস। আরও দুটি ন্যাট বিমান নিয়ে একই সঙ্গে আকাশে উড়েছিলেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রয় মেসি আর এম এ গণপতি।

মেদিনীপুরের কলাইকুণ্ডা বিমান ঘাঁটি থেকে তাদের ২২ স্কোয়াড্রনকে আগেই নিয়ে আসা হয়েছিল দমদমে। ভারত-পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে বেনাপোলের কাছে কপোতাক্ষ নদীর ধারে বয়রার আকাশে পৌঁছতে নয় মিনিট লেগেছিল চারটি বিমানের।

ভারতের আকাশ সীমায় সে সময়ে ঢুকে পড়েছিল পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর তিনটি স্যাবার যুদ্ধ বিমানের। তিনটি পাকিস্তানি বিমানকেই ধ্বংস করে ভারতীয় বাহিনী। সেই যুদ্ধ বিখ্যাত হয়ে আছে 'বয়রার আকাশ যুদ্ধ' নামে।

সেই যুদ্ধের বর্ণনা বিবিসিকে দিয়েছেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন হিসাবে ভারতীয় বিমান বাহিনী থেকে স্বেচ্ছা অবসর নেওয়া তখনকার ফ্লাইয়িং অফিসার ডোনাল্ড লাজারুস, যিনি ডন লাজারুস হিসাবেই সতীর্থদের কাছে বেশি পরিচিত। তবে তার আগের কয়েক দিনের ঘটনা প্রথমে শোনাবো।

গরীবপুরের যুদ্ধ--- বয়রার আকাশে যখন ভারতীয় আর পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর যুদ্ধ চলছে, নীচে, ওই অঞ্চলেই, পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তের ভেতরে এক অখ্যাত গ্রাম গরীবপুরে তার আগের ২৪ ঘণ্টা ধরে ভয়াবহ লড়াই চলেছিল পাকিস্তানি আর ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে।

সেই লড়াই 'গরীবপুরের যুদ্ধ' নামে চিহ্নিত হয়ে আছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে। অধ্যাপক মুনতাসির মামুন সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধ কোষে লেখা হয়েছে "যশোর সেনানিবাস থেকে ১১ কিলোমিটার এবং ভারত সীমান্ত থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত অখ্যাত গ্রাম গরীবপুর।"

"গরীবপুরে ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর পাকবাহিনী মিত্রবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানের ওপর আক্রমণ করলে উভয় পক্ষের মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়," লেখা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ কোষে। ওই যুদ্ধে রাশিয়ায় তৈরি পিটি-৭৬ ট্যাঙ্ক স্কোয়াড্রনের নেতৃত্ব প্রধান মেজর দলজিৎ সিং নারাং যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হওয়ার পরেই বাহিনীর দায়িত্ব বর্তায় সেইসময়ে ক্যাপ্টেন বলরাম সিং মেহতার ওপরে। সম্মুখ সমরে পাকিস্তানী স্কোয়াড্রনের ১৪টি ট্যাঙ্কের সবগুলি ধ্বংস করে ভারতীয় বাহিনী। পাকিস্তানী বাহিনীর বহু সৈন্যও নিহত ও আহত হন, আর ভারতীয় বাহিনীর ১৯ জন নিহত, ৪৪ জন আহত হন ও দুটি ট্যাঙ্ক সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়, লেখা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ কোষে।

এই গরীবপুরের যুদ্ধের সত্য ঘটনার ভিত্তিতেই তৈরি হয়েছে সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া বলিউডের ছবি 'পিপ্পা'। সিনেমাটির কাহিনী নেওয়া হয়েছে গরীবপুর যুদ্ধে অংশ নেওয়া ট্যাঙ্ক বাহিনীর অধিনায়ক, সেই সময়ে ক্যাপ্টেন, পরবর্তীতে ব্রিগেডিয়ার, বলরাম সিং মেহতার বই 'দ্য বার্ণিং চ্যাফিস' থেকে। যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত এম টুয়েন্টি ফোর চ্যাফিস ট্যাঙ্ক সেই সময়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ব্যবহার করত। ওই সিনেমাতেই সুর বদল করে ব্যবহৃত হয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জনপ্রিয় গান 'কারার ওই লৌহ কপাট'।

যশোর পর্যন্ত রাস্তা সাফ রাখার পরিকল্পনা সেই প্রথম ভারতীয় সেনা বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা অতিক্রম করে যুদ্ধ করে।

৭১-এর যুদ্ধে ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করার তখনও ১১ দিন বাকি। যদি পুরোপুরি যুদ্ধেই যেতে হয়, তার প্রস্তুতি হিসাবে যশোর পর্যন্ত রাস্তা পাকিস্তানি বাহিনীর দখল মুক্ত করে রাখা দরকার ছিল ভারতীয় বাহিনীর। সেই দায়িত্ব পড়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১৪ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট আর পিটি-সেভেন্টি সিক্স ট্যাঙ্ক সহ ৪৫ ক্যাভালরির 'সি' স্কোয়াড্রনের ওপরে। ওই অঞ্চলটি ছিল মুক্তিবাহিনীর আট নম্বর সাব সেক্টরের এলাকা। মাঝে মাঝেই সীমানা অতিক্রম করে পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকে চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে আবার ভারতে ফিরে আসতেন মুক্তিযোদ্ধারা।

অন্যদিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ৯ ইনফ্যান্টি ডিভিশনের দায়িত্ব ছিল এই সেক্টর রক্ষা করার, আর যশোর রক্ষার জন্য রাখা ছিল তাদের ১০৭ ইনফ্যান্টি ব্রিগেড। 'পিপ্পা'

সিনেমার কাহিনী যার বইয়ের ওপরে ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে, সেই অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার বলরাম সিং মেহতা ছাড়াও গরীবপুরের যুদ্ধ নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা করেছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল বিজয় যশওয়ন্ত গিধ। মনোহর পার্রিকর ইনস্টিটিউট ফর ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যানালিসিস প্রকাশিত '১৯৭১ ইণ্ডিয়া --- পাকিস্তান ওয়ার, ফিফটি ইয়ার্স লেটার' গ্রন্থে কর্ণেল গিধের ওই প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। কর্ণেল গিধ লিখছেন, "আক্রমণ করার একদিন আগে ১৯-২০শে নভেম্বর রাতে ১৪ পাঞ্জাবের একটি দলকে সীমান্ত পেরিয়ে রেকি করতে পাঠানো হয়।

এখানে ১৪ নম্বর পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কথা বলা হয়েছে। "১৪ পাঞ্জাব ২০শে নভেম্বর সকাল সাতটায় এগোতে শুরু করে," লিখেছেন কর্ণেল গিধ।

শুরুতেই নৌকাডুবি— পরিকল্পনা মতো ২০শে নভেম্বর সকাল সাতটাতেই ১৪ পাঞ্জাব রওনা হয় গরীবপুরের উদ্দেশ্যে। তবে মাঝে কপোতাক্ষ নদ পেরতে হবে বাহিনীকে। সেনা কারিগরী বিভাগ ৪০ মিটার লম্বা একটা সেতু বানাচ্ছিল বটে, কিন্তু বাহিনী নদীর তীরে পৌঁছে যাওয়ায় সিদ্ধান্ত হয় যে, এখন মোটরবোটে করে পার করিয়ে দেওয়া হবে সৈন্যদের।

সেনা কারিগরী বিভাগের একটি ১৬ আসনের মোটরবোট আর একটা 'ক্লাস-৫ র্যাফ' ছিল যেটিতে সর্বাধিক ২০ জন চড়তে পারেন। কর্ণেল বিজয় যশওয়ন্ত গিধ লিখছেন, "প্রথম দলটি ৯.৩০ মিনিট নাগাদ রওনা হয় কপোতাক্ষ নদ পেরনোর উদ্দেশ্যে।" তাদের সঙ্গে 'মিডিয়াম মেশিন গান' ছিল। নৌকাটিতে ১৬ জন সেনা সদস্য চেপেছিলেন। নদীর অপর পাড়ে যেখানে থামার কথা ছিল মোটরবোটটির, সেখানে থামাতে পারেন নি চালক।

"হঠাৎ করে একটা ইউ-টার্ন নেন চালক আর নৌকাটি উল্টে গিয়ে ডুবে যায়। আগাছা ভর্তি জলের মধ্যে উল্টে যাওয়া নৌকাটির নীচেই আটকে পড়েন সেনা সদস্যরা। সাঁতার কেটে বাঁচার চেষ্টা করছিলেন সবাই। দুই ডুবুরি সঙ্গে সঙ্গেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু মাত্র সাতজনকে উদ্ধার করা গিয়েছিল, নয়জন ডুবে যান," লিখেছেন কর্ণেল গিধ।

গরীবপুরে ভারতীয় সেনা--- বাহিনীর বাকি সদস্যরা মুষড়ে পড়েছিলেন শুরুতেই এরকম একটা দুর্ঘটনার ফলে। তবে ধীরে ধীরে সাবধানতা অবলম্বন করে সবাইকে সন্ধ্যার মধ্যেই নদী পার করিয়ে দেওয়া হয়।

রাতের মধ্যেই ১৪টি পিটি-সেভেন্টি সিক্স ট্যাঙ্ক সহ ৪৫ ক্যাভালরির 'সি' স্কোয়াড্রন আর ১৪ পাঞ্জাবের পদাতিক সেনা গরীবপুর পৌঁছিয়ে যায়। একেবারে শেষে বাহিনীর সেকেণ্ড-ইন কমাণ্ড মেজর ইন্দরজিৎ সিং রাত ১০টা ৩০ মিনিট নাগাদ পৌঁছন।

"মাঝ রাত নাগাদ মেজর ডিএস নারাং তার ট্যাঙ্কগুলিকে জায়গা মতো সাজিয়ে নিয়েছিলেন। আলফা কোম্পানি (পদাতিক বাহিনীর) যে জায়গায় অবস্থান নিয়েছিল, সেখানে ট্যাঙ্ক বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ক্যাপ্টেন তেজিন্দর সিং সিধু। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থান নিয়েছিল ক্যাপ্টেন বিএস মেহতার ট্যাঙ্ক বহর, যেখানে ডেল্টা কোম্পানি মোতায়েন করা হয়েছিল"

ওই যুদ্ধে মেজর নারাংয়ের মৃত্যু হয় আর তারপরে ক্যাপ্টেন বিএস মেহতাই গরীবপুর যুদ্ধে ট্যাঙ্ক বাহিনীর নেতৃত্ব দেন আর তিনিই হলেন 'পিপ্পা' সিনেমার অন্যতম কাহিনীকার, অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার বলরাম সিং মেহতা। পরের দিন, ২১শে নভেম্বর, খুব ভোর থেকে হামলার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল ভারতীয় বাহিনী।

পাক বাহিনীর কাছে খবর চলে যায় লড়াইয়ের শেষে যুদ্ধ বন্দী হিসাবে ভারতীয় বাহিনীর হাতে আটক হওয়া পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার হায়াৎ খানকে যখন জেরা করা হয়, তখন জানা যায় যে তাদের কাছে খবর গিয়েছিল যে এক কোম্পানি ভারতীয় বাহিনী পিতম্বরপুর রোডে অবস্থান নিয়েছে। কিন্তু গরীবপুরে যে একটা গোটা ভারতীয় ব্যাটালিয়ন ঢুকে গেছে, সেটা তিনি আন্দাজ করতে পারেন নি। যে ভারতীয় বাহিনীর তিনি খবর পেয়েছিলেন, সেটা আসলে ছিল মেজর এনজিএস বৈঁসের নেতৃত্বাধীন 'চার্লি কোম্পানি'।

ব্রিগেডিয়ার খান তার পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে চ্যাফিস ট্যাঙ্ক সহ '৩ ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট আর্মার্ড স্কোয়াড্রন'-কে পাঠিয়েছিলেন ভারতীয় বাহিনীকে দক্ষিণ আর দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে ঘিরে ফেলতে, যাতে তারা ভারতীয় সীমান্তের দিকে পালিয়ে না যেতে পারে। জেরায় এও জানিয়েছিলেন তিনি যে জাতিসংঘকে এটা দেখাতে চেয়েছিলেন ব্রিগেডিয়ার খান যে যুদ্ধ শুরু না হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের সীমানার ভেতরে ভারতীয় বাহিনী ঢুকে পড়েছে।

আগে, অন্যত্রও এই প্রচেষ্টা চালিয়েছে পাকিস্তানী বাহিনী।

কলকাতায় যে আট নম্বর থিয়েটার রোডের বাড়িতে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার কাজ চালাতো, সেখানে নিয়মিত যাতায়াত ছিল আনন্দবাজার পত্রিকার অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিক সুখরঞ্জন দাশগুপ্তর। তিনি বিবিসিকে বলেছিলেন যে ওই ভবনের ঠিক উল্টো দিকের একটি হোটেলে পাকিস্তানী সামরিক গুপ্তচর বাহিনী আইএসআইয়ের এক এজেন্ট হোটেলের আবাসিক হিসাবে ঘর নিয়েছিলেন।

'পাক-বাহিনী অগ্রসর হচ্ছে'--- ভারতীয় বাহিনীর সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড মেজর ইন্দরজিৎ সিংয়ের আশঙ্কা ছিল যে পাকিস্তানী বাহিনী কোনওভাবে তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে আগাম হামলা চালাতে পারে।

কর্ণেল গিধকে তিনি এক সাক্ষাতকারে জানিয়েছিলেন, "এমএমজি (মিডিয়াম মেশিন গান) অফিসার ক্যাপ্টেন জিএস গিল আর ৬ ফিল্ড রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন পিপি চতুর্বেদীকে উত্তর দিকে সিংহঝুলি-উত্তর জগন্নাথপুর অঞ্চলে পাঠানো হয়েছিল যাতে যশোর-চৌগাছা রাস্তা দিয়ে শত্রুপক্ষ আসছে কী না, তার ওপরে নজর রাখা যায়।"

রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ নজরদার দল দেখতে পায় যে পাকিস্তানী বাহিনী অগ্রসর হচ্ছে। যশোরের দিক থেকে আসা ট্যাঙ্ক বহরের গর্জন শুনতে পেয়েই তারা খবর পাঠায় সদর দপ্তরে।

যদিও ওয়্যারলেসে কথা বলা নিষেধ ছিল, তবুও ক্যাপ্টেন গিল ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে রেডিও সেটে পাঞ্জাবি ভাষায় খবর দেন, "স্যার, ইখে দুশমন দে বহোত ট্যাঙ্কস তে ইনফ্যান্টি একাত্থে হো রহে নে", অর্থাৎ, স্যার, এখানে শত্রুপক্ষের প্রচুর ট্যাঙ্ক আর পদাতিক বাহিনী এগিয়ে আসছে দেখতে পাচ্ছি। নির্দেশ মতো তারপর তার ওয়্যারলেস আবারও নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিল।

অবিশ্বাস্য ট্যাঙ্ক যুদ্ধ গরীবপুরে ২১শে নভেম্বরের সেই ভোরে কুয়াশা পড়েছিল। তারমধ্যেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর চারটি কোম্পানি বিভিন্ন দিকে নিজেদের অবস্থান নিয়েছিল। পাকিস্তানী বাহিনী শুধুমাত্র 'চার্লি কোম্পানি'-র অবস্থানের খবর পেয়েছিল।

কিন্তু আরও যে তিনটি দলে ভাগ হয়ে রয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যরা আর তাদের সঙ্গে রয়েছে ট্যাঙ্ক বাহিনী, সেটা তারা আঁচ করতে পারে নি। চারটি দলের অন্যতম ডেল্টা কোম্পানির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ক্যাপ্টেন বলবীর সিং।

দিনের আলো তখন সবে ফুটতে শুরু করেছে। সেদিনের কথা মনে করে তিনি জানিয়েছেন, "৪৫ ক্যাভালরির 'সি' কোম্পানির ট্যাঙ্কগুলোতে সওয়ার হয়ে আমরা এগোতে থাকি। গরীবপুর গ্রামের বাইরে পর্যন্ত কোনও শত্রু সেনার মুখোমুখি হতে হয় নি।

"নিজেদের অবস্থান ঠিক করে নেওয়ার জন্য দিনের আলোয় মিনিট পনেরো সময় পেয়েছিলাম আমরা। শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্কগুলো দ্রুত বেগে ধেয়ে আসছিল আমাদের দিকে। আমরা যে ওখানে অবস্থান নিয়েছি, এটা না বুঝেই ট্যাঙ্কগুলো এগিয়ে আসছিল। সামনের দিকের দুটো ট্যাঙ্ক তো আমাদের ২৫ মিটারের মধ্যে চলে এসেছিল। তখন তারা আমাদের দেখতে পায়। ট্যাঙ্কের নলগুলো আমাদের দিকে ঘোরাতে শুরু করে তারা," জানাচ্ছেন ক্যাপ্টেন বলবীর সিং। তিনি বলছেন, "ট্যাঙ্কে-ট্যাঙ্কে যুদ্ধ চোখের সামনে দেখা এক অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা। তারা ট্যাঙ্কের নল আমাদের দিকে ঘোরাতে শুরু করেছিল, কিন্তু তার আগেই আমাদের ট্যাঙ্ক থেকে গোলাবর্ষণ শুরু হয়। শত্রুপক্ষের সেনারা ট্যাঙ্ক থেকে লাফ দিয়ে বেরতে চেষ্টা করলেই আমরা আঘাত করছিলাম। যারা মারা গিয়েছিল, তাদের মধ্যে ছিলেন শত্রুপক্ষের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট ভাট।' "পেছনে যে ট্যাঙ্কগুলো আসছিল, তাদের রুখে দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন বিএস মেহতা আর ক্যাপ্টেন তেজিন্দার সিধু। কয়েক মিনিটের মধ্যে শত্রুপক্ষের সব ট্যাঙ্কগুলিতে আগুন লেগে গিয়েছিল," স্মৃতিচারণ করেছেন ক্যাপ্টেন বলবীর সিং। ওই লড়াইয়ের মাঝেই নিজের ট্যাঙ্কগুলোকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন মেজর ডিএস নারাং। পাকিস্তানি চ্যাফি ট্যাঙ্কগুলো তখন একেবারে কাছে চলে এসেছে। দুটো পাকিস্তানি চ্যাফি ট্যাঙ্ককে উড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি নিজেই। কিন্তু তার গুলি লাগে। যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হন ট্যাঙ্ক বহরের প্রধান মেজর নারাং।

সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ক্যাপ্টেন বিএস মেহতা ট্যাঙ্ক বহরের নেতৃত্ব নিজের হাতে নিয়ে নেন।

এই কথা নিজেই লিখেছেন 'পিপ্পা' সিনেমার অন্যতম কাহিনীকার ব্রিগেডিয়ার মেহতা।

ফতিমাকে উর্দুতে লেখা চিঠি— 'শত্রুপক্ষ' ততক্ষণে পিছু হঠতে শুরু করেছে। মেজর ইন্দরজিৎ সিং একটা গাছের পেছনে এক পাকিস্তানি জুনিয়র কমিশন্ড অফিসারকে দেখতে পান।

"তাকে আমাদের কাছে নিয়ে আসা হয়। আমাদের ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে জানান যে তিনি মৃত। কিছুক্ষণ পরে ওই অফিসার চোখ খুলে তাকালেন, চারদিকে দেখলেন, তারপরে সত্যিই তিনি মারা গেলেন। আমরা তাকে তল্লাশি করে উর্দুতে লেখা একটা চিঠি খুঁজে পেলাম, " বলছেন মেজর ইন্দরজিৎ সিং। স্ত্রীকে লেখা ওই চিঠিতে লেখা ছিল, "ফতিমা, আমরা তো নিজের দেশে ফিরতে পারলে তবেই ঈদ পালন করতে পারব। আগে তো বাঙালীরা মারছিল, এখন তো হিন্দুস্তানি সেনাবাহিনীও আমাদের আক্রমণ করছে।" অধ্যাপক মুনতাসির মামুন সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধ কোষে হিসাব দেওয়া হয়েছে সম্মুখ সমরে পাকিস্তানী স্কোয়াড্রনের ১৪টি ট্যাঙ্কের সবগুলি ধ্বংস করে ভারতীয় বাহিনী। পাকিস্তানী বাহিনীর বহু সৈন্যও নিহত ও আহত হন, আর ভারতীয় বাহিনীর ১৯ জন নিহত, ৪৪ জন আহত হন ও দুটি ট্যাঙ্ক সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়

বয়রার আকাশ যুদ্ধ— পাকিস্তানী বাহিনী সেদিন পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু পরের দিন, ২২শে নভেম্বর সকালে তিনটে এফ-এইট্টি সিক্স স্যাবর যুদ্ধবিমান হাজির হয় গরীবপুরের আকাশে। বোমাবর্ষণ করতে থাকে ভারতীয় স্থল সেনা আর ট্যাঙ্ক বহরের ওপরে। একটা ভারতীয় পিটি-সেভেন্টি সিক্স ট্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও কিছু ভারতীয় সৈন্য আহত হন। এরপরে দুপুর পৌনে তিনটে নাগাদ আরও তিনটে পাকিস্তানী বিমান সেখানে হাজির হয়। এগুলির মোকাবেলা করতেই দমদম বিমানবন্দর থেকে চারটি ন্যাট বিমান নিয়ে রওনা হয়েছিলেন ফ্লাইয়িং অফিসার ডন লাজারুস ও তার সতীর্থরা।

বিবিসিকে তিনি বলেছেন, "আমরা ন্যাট নিয়ে ওদের একটা বিমানের পিছু নিয়েছিলাম। প্রায় দেড়শো গজ দূর থেকে ফায়ার করি। অল্পই গুলি চালিয়েছিলাম। আমার নল থেকে মাত্র ১২টা গুলি চলেছিল, তখনই স্যাবর বিমানটাতে আগুন ধরে যায়। আমি রেডিওতে চিৎকার করে বলেছিলাম 'আই গট হিম, আই গট হিম'। আমার ওড়ার পথেই স্যাবরটিতে বিস্ফোরণ হয় এতটাই কাছে বিস্ফোরণ হয়েছিল যে ওই বিমানটার কিছু টুকরো আমার ন্যাট বিমানে এস লাগে।"

নীচে,ভারতীয় এলাকায় সেসময়ে বাহিনী নিয়ে হাজির ছিলেন ক্যাপ্টেন এইচএস পানাগ। বিবিসিকে তিনি বলেছেন, "একবার তো মনে হচ্ছিল যে পাকিস্তানী বিমান বাহিনী আমাদের থামানোর জন্য তার পুরো স্কোয়াড্রন মোতায়েন করে দিল নাকি। কিন্তু তারপরে চারটি যুদ্ধবিমান একেকটি স্যাবের বিমানের পিছু নিল। আমি জিপে করে যাচ্ছিলাম। জিপ থামিয়ে ওই আকাশ যুদ্ধ দেখছিলাম।"

তিনি দেখতে পান যে দুটি স্যাবর ভেঙ্গে পড়ছে আর দুটি প্যারাসুট নিয়ে বৈমানিকরা ঝাঁপ দিয়েছেন। ক্যাপ্টেন পানাগ স্মৃতিচারণ করে বলেন, 'আমাদের সৈন্যরা বাঙ্কার থেকে বেরিয়ে প্যারাসুটের দিকে দৌড়ে যায়। আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমাদের সৈন্যরা পাকিস্তানী পাইলটদের মারধর করতে পারে। প্রথমে আমি আমার জিপটি নিয়ে সেদিকে ধেয়ে যাই, একসময়ে জিপ থেকে নেমে দৌড়তে থাকি। আমি যখন ৫০ গজ দূরে ছিলাম, তখন দেখলাম আমাদের সৈন্যরা পাইলটকে নামিয়ে রাইফেলের বাট দিয়ে মারছে। আমি চিৎকার করে তাদের থামতে বললাম। আমি একজন পাইলটের শরীরের ওপরে শুয়ে পড়ে তাকে মার খাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করি।"

ভবিষ্যতের পাক বিমান বাহিনী প্রধান যুদ্ধবন্দী যে দু'জন পাকিস্তানী পাইলট সেদিন ধরা পড়েছিলেন, তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল ফ্লাইয়িং অফিসার পারভেজ মেহদী কুরেশি। ৭১-এর যুদ্ধে মি. কুরেশিই প্রথম যুদ্ধবন্দী হয়েছিলেন। কলকাতায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান কার্যালয় ফোর্ট উইলিয়াম হয়ে পরবর্তী দেড় বছর গোয়ালিয়রে যুদ্ধবন্দী হিসাবে কাটাতে হয় তাকে। তার বন্দী হওয়ার ছবি আর সংবাদ ভারতের পত্রপত্রিকায় বড় করে ছাপা হয়েছিল। সেই বৈমানিক মি. কুরেশিকে অনেক বছর পরে একটি চিঠি লিখেছিলেন ভারতীয় বিমান বাহিনী থেকে অবসর নেওয়া গ্রুপ ক্যাপ্টেন ডন লাজারুস। সেই চিঠিটা অবশ্য লেখা হয়েছিল পাকিস্তানী বিমান বাহিনীর সদ্য নিযুক্ত প্রধানের উদ্দেশ্যে।

মুক্তিযুদ্ধের অনেক বছর পরে, ১৯৯৬ সালে পারভেজ মেহদী কুরেশি, বয়রার যুদ্ধে বন্দী হওয়া সেই পাকিস্তানী পাইলট পাকিস্তানী বিমান বাহিনীর প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন। মি. লাজারুস তার চিঠিতে লিখেছিলেন, "আপনার হয়তো মনে নেই, কিন্তু আপনার সঙ্গে আগে একবার আমার দেখা হয়েছিল, আকাশ পথে।"

ওই চিঠির উত্তর আশা করেননি মি. লাজারুস। তবে মি. কুরেশির এক স্টাফ অফিসার চিঠি প্রাপ্তি স্বীকার করেছিলেন। তবে মি. লাজারুসের বিস্মিত হওয়ার আরও কিছু বাকি ছিল।

স্বয়ং পাকিস্তানী বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল পারভেজ মেহদী কুরেশি নিজে সই করা একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন সেই ডন লাজারুসকে, যিনি ১৯৭১এর ২২শে নভেম্বর তার বিমান ধ্বংস করেছিলেন, যুদ্ধবন্দী হতে হয়েছিল মি. কুরেশিকে।

যুদ্ধ ঘোষণার আগেই সীমানা অতিক্রম? গরীবপুর আর বয়রার যুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কিন্তু ২২শে নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের সীমানার ভেতরে ঢুকে যে যুদ্ধে জিতেছিল মিত্রবাহিনী, তার ইতিহাস মূলত ভারতীয় সামরিক ইতিহাসকারদের লেখাতেই বিশদে পাওয়া যায়। মুক্তিযুদ্ধ কোষেও এর উল্লেখ আছে, তবে খুব বড় করে নয়। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধ কোষের সম্পাদক অধ্যাপক মুনতাসির মামুন বিবিসিকে বলছিলেন, "তেসরা ডিসেম্বরের আগে অনেক কিছুই হয়েছে বেসরকারিভাবে। সহায়তা হিসাবে তেসরা ডিসেম্বরের আগে সীমান্ত হয়তো অতিক্রম করেছে ভারতীয় বাহিনী, সেটা লুকনোর কিছু নেই। অনানুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র সরবরাহ করা, প্রশিক্ষণ দেওয়া, সহায়তাকারী হিসাবে মুক্তিবাহিনীর পাশে থাকা, সবই করেছে ভারতীয় বাহিনী।

"কিন্তু আসল লড়াইটি মুক্তিবাহিনীই লড়েছিল নয় মাস ধরে। সেটাকে অনেকেই ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বলে তুলে ধরতে চেষ্টা করেন, যা রাজনৈতিক ইতিহাসে সঠিক শব্দচয়ন নয়," বলছিলেন অধ্যাপক মুনতাসির মামুন।

"মৃত্যুর প্রহর গুনছে শৈশব"
প্রবন্ধটি আনন্দবাজার অনলাইন থেকে গৃহীত

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশ বহিরাগত শক্তিকে ভয় পাওয়ার মতো অবস্থায় নেই: ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এম জে আকবর

মনির হোসেন,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৭।। ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এম জে আকবর রবিবার বলেছেন, জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে যারা বাংলাদেশকে ভয় দেখাচ্ছে তারা ভুলে যাচ্ছে- বাংলাদেশ এখন ভীতু দেশ নয়। নির্বাচনের আগে যে সব নিষেধাজ্ঞা বা অন্যান্য পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, সে বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ভয় দেখালেই যে আমি (বাংলাদেশ) ভয় পাব, তা ভাবা ঠিক হবে না।

বিশিষ্ট এই লেখক-সাংবাদিক ও পরবর্তীতে রাজনীতিবিদ বলেন, বাংলাদেশের প্রতি কিছু মনোযোগের কারণ হলো দেশটির প্রাসঙ্গিকতা। ভারতের এই সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ সম্ভাবনাময় দেশে পরিণত হয়েছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, বাংলাদেশ এশিয়ার উদীয়মান শক্তি। এম জে আকবর বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্বৈরাচার থেকে "জাতির দ্বিতীয় মুক্তির নেতা ও বিজয়ী" হিসেবে সম্মানিত করা এবং তা উদযাপন করা উচিৎ। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বাংলাদেশ এখন আর বহিরাগত শক্তিকে ভয় পাওয়ার মতো অবস্থায় নেই। বিষয়টি এখন আর কাজ করে না। ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে "৫২ বছরে বাংলাদেশের অর্জন এবং আগামী দশকগুলোতে এ অঞ্চল ও বাইরে এর অবস্থান" শীর্ষক এক আলোচনা সভায় মূল বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, বাংলাদেশ এখন আর তলাবিহীন ঝুড়ি নয় বরং সম্ভাবনাময় দেশ। মোমেন বাংলাদেশ অর্জিত উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার কথা তুলে ধরে বলেন, বাংলাদেশ গণতন্ত্র অনুসরণ করছে। পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন এবং ফরেন সার্ভিস একাডেমির রেক্টর মাশফি বিনতে শামস অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। আকবর বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে শুধু উন্নয়নের দিকেই নয়, আধুনিকতার দিকে নিয়ে গেছেন, যার ৪টি মাত্রা রয়েছে। তিনি চারটি মাত্রাতেই কাজ করেছেন। সাবেক এই প্রতিমন্ত্রী বলেন, গণতন্ত্র ও সকল বিশ্বাসের স্বাধীনতা ছাড়া কোনো দেশই আধুনিক জাতি হতে পারে না। প্রতিটি বিশ্বাসের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হলো অন্তর্ভুক্ত জাতীয়তাবাদ। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী কাগজে-কলমের অধিকারকে বাস্তবতায় পরিণত করেছেন। তিনি লিঙ্গ সমতা ও দারিদ্র্য বিমোচনে তার প্রচেষ্টার কথাও তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন,বিষয়টি সমালোচনামূলক। দারিদ্র্য দূরীকরণ ছাড়া আধুনিক জাতি হতে পারবেন না।

আকবর বলেন,বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিয়ে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এ কারণেই জনগণ তাকে বার বার নির্বাচিত করেছে। তিনি গণতন্ত্রের চ্যালেঞ্জের কথাও তুলে ধরেন এবং স্থিতিশীলতা নষ্ট করার চেষ্টাকারী শক্তির কথাও উল্লেখ করেন। আকবর বলেন, স্বাধীনতা বাংলাদেশের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি, বরং বাংলাদেশ তা অর্জন করেছে।

ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন,তাদের দুই প্রধানমন্ত্রীর প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানানো উচিৎ। যা সমগ্র বিশ্বের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হতে পারে। আকবর বলেন, বাংলাদেশের উচিৎ নিজের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিজের পক্ষ নেওয়া।

দিল্লিতে মেট্রোর ধাক্কায় মহিলার মৃত্যুকে ঘিরে বিক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : দিল্লিতে মেট্রোর ধাক্কায় মহিলার মৃত্যুকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় মৃতার পরিবার-পরিজন। দিল্লির একটি মেট্রো স্টেশনের গেটে শাড়ি আটকে এক মহিলার মৃত্যুর ঘটনায় পরিবার ও আত্মীয়দের মধ্যে চরম ক্ষোভ রয়েছে। রবিবার মৃতার পরিবার মৃতদেহ নিয়ে দিল্লির নাংলোই রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। মৃতার পরিবারের অভিযোগ মহিলার মৃত্যুর জন্য দায়ী দিল্লির মেট্রো পরিষেবা। নির্যাতিতার পরিবার এই ঘটনায় উপযুক্ত বিচার চায়। এই মহিলার স্বামীর আগেই মৃত্যু হয়েছে। মহিলার দুটো ছোট শিশু রয়েছে। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার বিকেলে ইন্দ্রলোক মেট্রো স্টেশন থেকে গাজিয়াবাদের দিকে যাওয়া মেট্রো ট্রেনের গেটে মৃত মহিলার শাড়ি আটকে বিপত্তির সৃষ্টি হয়। মৃতার নাম রীনা (৩৫)। ছেলেকে নিয়ে মেট্রো স্টেশনে আসেন রীনা। তিনি মিরাট যাওয়ার উদ্দেশে মেট্রো স্টেশনে এসেছিলেন। তাই তিনি গাজিয়াবাদ যাওয়ার ট্রেনে উঠেন। কিন্তু মহিলা ট্রেনে উঠে পড়ার পর দেখেন তাঁর ছেলে প্লাটফর্মেই রয়ে গিয়েছে। ছেলের কাছে ফেরার জন্য ট্রেন থেকে নামার সময় তাঁর শাড়ি মেট্রোর গেটে আটকে যায়। ঠিক তখনই মেট্রো ট্রেন স্টার্ট দেয় এবং ওনাকে টেনে নিয়ে যায়। এরফলে মহিলার মৃত্যু হয়।

ডাঃ হেডগেওয়ারের স্বপ্ন ছিল একটি উন্নত ও সংগঠিত ভারত: রামদত্ত চক্রধর

ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান'-এ সম্মানিত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পন্ডিত বিজয়শঙ্কর মেহতা

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : "আত্ম-বিস্মৃত হিন্দু সমাজের আত্ম-উপলব্ধি করা এবং জাতীয়তাবাদের চেতনায় একটি সংগঠন গড়ে তোলা ডাঃ হেডগেওয়ারের সবচেয়ে বড় অবদান। ভারত যখন শক্তিশালী হবে তখনই বিশ্ব উপকৃত হবে এবং এটি তখনই হতে পারে যখন হিন্দুরা সংগঠিত হবে। ডাঃ হেডগেওয়ারের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বপ্ন ছিল, একটি সংগঠিত ও স্বনির্ভর ভারতের সৃষ্টি। তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সমাজকে জাগানোর অপরিসীম শক্তি রয়েছে।"

শ্রী বড়বাজার কুমার সভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে রবিবার কলকাতার জি. ডি. বিড়লা সভাগৃহে আয়োজিত ৩৪তম ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান ২০২৩ অনুষ্ঠানে একথা বলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সহ-সরকার্যবাহ রামদত্ত চক্রধর।

'জীবন ব্যবস্থাপনা' গুরু পন্ডিত বিজয়শঙ্কর মেহতা অনুষ্ঠানে ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান-২০২৩-এ সম্মানিত হন। পণ্ডিত মেহতাকে সম্মান স্বরূপ ১ লক্ষ টাকার চেক এবং একটি মানপত্র দেওয়া হয়।

প্রধান বক্তা চক্রধর ডাঃ হেডগেওয়ারের জীবনের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের জীবন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তিনি বলেন, পাঁচটি মন্ত্র যেমন পরিবার ব্যবস্থা, সামাজিক সম্প্রীতি, পরিবেশবান্ধব জীবন, স্বদেশীর প্রচলন এবং নাগরিক শিষ্টাচার ইত্যাদি ভারতকে সমৃদ্ধ করতে সহায়ক হবে।

সংবর্ধিত হওয়ার পরে, পণ্ডিত বিজয়শঙ্কর মেহতা কুমারসভা পুস্তকালয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বলেন, ভারতকে ডাঃ হেডগেওয়ারের সবচেয়ে বড় উপহার 'জাতীয়তা' শব্দটি। তিনি সমাজে প্রচলিত চারটি অসামঞ্জস্য যেমন, দেশের প্রতি দুর্নীতি, সমাজের প্রতি অপরাধ, ব্যবস্থার প্রতি কর্মহীনতা এবং পরিবারের প্রতি উদাসীনতাকে বর্তমান সমস্যার মূল বলে উল্লেখ করেন।

প্রধান অতিথি ও শিল্পপতি সজন কুমার বনসাল বলেন, শুধুমাত্র সংঘের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা কলকাতা পিঞ্জরাপোল সোসাইটি, বনবন্ধু পরিষদের মত অনেক প্রতিষ্ঠান সফলভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছি।

আচার্য রাকেশ কুমার পান্ডে, তাঁর সভাপতির ভাষণে, ডক্টর হেডগেওয়ারের স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতের অবস্থা ও দিক নির্দেশনা দিয়ে বলেন, হিন্দুত্ব হল জাতির মূল আত্মা। তিনি হনুমানজিকে নির্ভীকতা এবং সর্বদা প্রচেষ্টার অনুপ্রেরণা হিসাবে বর্ণনা করেন।

কুমারসভা পুস্তকালয়ের চেয়ারম্যান মহাবীর বাজাজ তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন, ডাঃ হেডগেওয়ার একজন ব্যক্তি নয়, একটি ধারণা। এদিনের অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন ডাঃ তারা দুগড়। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কুমার সভার সহ-সভাপতি ভগীরথ চন্ডক। শুরুতে শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী বাংলা গান 'রাষ্ট্রমন্ত্রে জাগাইলো দেশে...' পরিবেশন করেন। মহাবীর প্রসাদ রাওয়াত, নন্দকুমার লাধা, অরুণ প্রকাশ মাল্লাওয়াত, অজেন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, অজয় চৌবে, মোহনলাল পারীক, সত্যপ্রকাশ রায়, সঞ্জয় মন্ডল এবং রাজেশ আগরওয়াল 'লালা'। "অতিথিদের ফুলের মালা ও উত্তরীয় পরিয়ে স্বাগত জানান।

যোগেশরাজ উপাধ্যায়ের বৈদিক মন্ত্রের পাশাপাশি, মঞ্চে সিনিয়র আরএসএস প্রচারক গুরুশরণ এবং বংশীধর শর্মাও উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে আচার্য রাকেশ পান্ডের লেখা কালানুক্রমের উপর একটি ছোট বইও প্রকাশ করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়ন্তরায় চৌধুরী, প্রশান্ত ভট্ট, ব্রহ্মানন্দ বঙ্গ, রাধেশ্যাম বাজাজ, তেজ বাহাদুর সিং, মহাবীর প্রসাদ মানকাসিয়া, বাস্তুমিত্র শিবনারায়ণ মুন্দ্ধরা, গোবিন্দ সারদা, বুলাকিদাস মিমানি, দয়াশঙ্কর মিশ্র।

কলকাতা ও হাওড়ার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ফতেহাবাদ : পঞ্জাবি পঞ্চায়েতি ধর্মশালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন পঞ্চায়েত মন্ত্রীর

ফতেহাবাদ, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : পঞ্জাব রাজ্যের উন্নয়ন ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবেন্দ্র সিং বাবলি রবিবার তোহানায় পাঞ্জাবি পঞ্চায়েতি ধর্মশালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সমাজের মানুষকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, ধর্মশালা নির্মাণ সামাজিক কাজে উপকারী হবে। ধর্মশালা নির্মাণের জন্য তিনি ৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন।

পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবেন্দ্র সিং বাবলি সমাবেশের ভাষণে বলেন, 'সবকা সাথ-সবকা বিকাশ' নীতির অধীনে প্রতিটি এলাকায় সম্মানের সঙ্গে উন্নয়নমূলক কাজ করা হচ্ছে। এলাকার উন্নয়ন কাজ ও জনগণের সেবা করার জন্য নিঃস্বার্থভাবে রাজনীতিতে এসেছি বলেও এদিন মন্তব্য করেন পঞ্জাবের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবেন্দ্র সিং বাবলি। তিনি জানান, সকলের সহযোগিতা ও সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সামাজিক উন্নয়নের কাজ অব্যাহত থাকবে। পরিবর্তনের চিন্তা নিয়ে আমরা এগিয়ে গিয়েছিলাম, সেই পরিবর্তনের ফল আসতে শুরু করেছে।

এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান নরেশ বনসাল, অধ্যক্ষ রাজেন্দ্র ভাটিয়া, উপাধ্যক্ষ রাজীব খুরানা, হংসরাজ নাগপাল, কাউন্সিলর সীমা ভাটিয়া, কাউন্সিলর সুইটি ভাটিয়া, কাউন্সিলর জনি মেহতা, কাউন্সিলর পবন খোবরা, কাউন্সিলর সতীশ পুরি, কাউন্সিলর সুরেশ শেঠি সহ প্রমুখ।

নদিয়া সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে মৃত ২ বাংলাদেশি

নদিয়া, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জে বিএসএফের গুলিতে দুই বাংলাদেশি পাচারকারীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। তবে মৃতদের পরিচয় মেলেনি বলেই খবর।

রবিবার বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে বারোটা নাগাদ বাংলাদেশ থেকে দুই পাচারকারী নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ এলাকার অন্তর্গত ৮২ নম্বর খুঁটির কাছে কাঁটাতার কেটে ভারতে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। সীমান্তে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানরা দেখা মাত্র তাদের বাধা দেয়। অভিযোগ, বিএসএফের কথায় কোনও কর্ণপাত না করেই মৃতরা এদেশে প্রবেশের চেষ্টা করে। সেই সময়ই বাধ্য হয়ে বিএসএফ জওয়ানরা গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুইজনের। তাদের নাম সাজেদুর রহমান ও মইনুউদ্দিন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশের পক্ষ থেকে দুই পাচারকারীর দেহ নিয়ে যাওয়া হয় কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা দুই পাচারকারীকে মৃত ঘোষণা করে। এর পর দেহ দুটি নিয়ে যাওয়া হয় কৃষ্ণগঞ্জ থানায়। এদিন ময়নাতদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পাঠান হবে বলে পুলিশ প্রশাসন সূত্রে খবর।

বিশ্বের তৃতীয় মহাশক্তি হতে চলেছে ভারত : জগদীপ ধনখড়

লখনউ, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিশ্বের তৃতীয় মহাশক্তি হতে চলেছে ভারত, রবিবার এই মন্তব্য করেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। রবিবার লখনউয়ের রাজাজিপুরমে আয়োজিত অটল স্বাস্থ্য মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জগদীপ ধনখড় একথা বলেন।

রবিবার লখনউয়ের রাজাজিপুরমে আয়োজিত অটল স্বাস্থ্য মেলার উদ্বোধন করেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জগদীপ ধনখড় বলেন, ভারত বিশ্বের তৃতীয় মহাশক্তি হতে চলেছে। আজ যদি অটলজী বেঁচে থাকতেন, তিনি দেখতেন যে ভারত বিশ্বের পঞ্চম অর্থনীতিযুক্ত দেশে পরিণত হয়েছে। আজ বিশ্ব আমাদের শক্তির স্বীকৃতি দিচ্ছে। আগামী পাঁচ বছরে আমরা জাপান ও জার্মানিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবো। এই অনুষ্ঠানে উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল, উপমুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক, লখনউয়ের মেয়র সুষমা খার্কওয়াল এবং রাজ্যসভার সদস্য সুধাংশু ত্রিবেদী সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

উপরাষ্ট্রপতি আরও জানান, তিনি অটলজিকে খুব মিস করেন। অটলজি তাঁর নীতিতে অটল ছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি যখন কেন্দ্রে মন্ত্রী ছিলাম, ইউরোপীয় পার্লামেন্টে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম।

আমি ১৫ দিনের জন্য অটলজির সঙ্গ পেয়েছি'। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নারী সংরক্ষণ বিল পাশ করে নারীদের ন্যায়বিচার দিতে কাজ করেছেন। এই পদক্ষেপে বিস্মিত বিশ্ব। এবার লোকসভা ও বিধানসভায় এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব পাবেন মহিলারা। এটি একটি বিশাল বিপ্লবী পদক্ষেপ। এই সংরক্ষণ সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতীক বলেও এদিন উল্লেখ করেন উপরাষ্ট্রপতি।

ধনখড় আরও জানান, স্বাস্থ্যই আজকের শাসন ব্যবস্থার অগ্রাধিকার। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। আজ মানুষ এর গুরুত্ব বুঝতে পারছে। আমাদের সুস্থ থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনাদের যতই মেধাই থাকুক না কেন, আপনি সুস্থ না থাকলে কিছুই করতে পারবেন না। সুস্থ জীবনই জীবন।

সুখী হতে চাইলে সুস্থ থাকুন। আয়ুষ্মান ভারত, প্রতিটি বাড়িতে টয়লেটের ধারণা আমাদের স্বাস্থ্যের সঙ্গে জড়িত। ভারতের মতো বিশাল দেশে কি প্রতিটি ঘরে আগে টয়লেট ছিল? অটলজির স্বপ্ন আজ পূরণ হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী মায়াঙ্কেশ্বর শরণ সিং, প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী ডাঃ দীনেশ শর্মা সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সরকার পরিবর্তনের কারণে নকশালরা আতঙ্কে, নকশাল সমস্যা শীঘ্রই শেষ হবে : ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী

রায়পুর, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : সরকার পরিবর্তনের কারণে নকশালরা আতঙ্কে, নকশাল সমস্যা শীঘ্রই শেষ হবে, বলে রবিবার মন্তব্য করেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেব সাঁই। মুখ্যমন্ত্রী সুকমা জেলার নকশাল হামলার তীব্র নিন্দা করে শহীদ সৈনিক সুধাকর রেড্ডিকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি রবিবার শহীদ সৈনিকের পরিবারের সদস্যদের সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানান, সেনাদের আত্মত্যাগ বৃথা যাবে না। সাম্প্রতিক সরকার পরিবর্তনের পর নকশালরা আতঙ্কে রয়েছে বলেও তিনি এদিন উল্লেখ করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় আমাদের সরকার নকশাল সমস্যার সম্পূর্ণ অবসান ঘটাবে। এই ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী রবিবার তাঁর বাসভবনে মুখ্য সচিব, ডিজিপি এবং অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে একটি জরুরি বৈঠক করেন। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বৈঠকে আধিকারিকদের নকশালদের বিরুদ্ধে দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। নকশালদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানটি ডিজিপির নিজেই পর্যবেক্ষণ করা উচিত বলেও ছত্তিশগড়ের নতুন মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেব সাঁই জানান।

সুকমা জেলায় নকশালদের হামলায় এক জওয়ানের আত্মত্যাগের পর মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কার্যালয়ে মুখ্য সচিব, ডিজিপি এবং ঊর্ধতন আধিকারিকদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন। এই বৈঠকে গোয়েন্দা বিভাগের ঊর্ধতন আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী কাশীতে বিকাশ ভারত সংকল্প যাত্রার উপর ভিত্তি করে প্রদর্শনীতে অংশ নেন

বারাণসী, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার কাশীতে বিকাশ ভারত সংকল্প যাত্রার উপর ভিত্তি করে আয়োজিত প্রদর্শনীতে অংশ নেন। তিনি এদিন তাঁর সংসদীয় এলাকা বারাণসীর নাদেসরের ছোট কাটিং মেমোরিয়াল কমপ্লেক্সে শহরাঞ্চলের বিকাশ ভারত সংকল্প যাত্রার উপর ভিত্তি করে প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন।

এরপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী স্বয়মনিধি, আয়ুষ্মান ভারত, প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ যোজনা ইত্যাদির সুবিধাভোগীরা এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন। প্রদর্শনীতে শিক্ষার্থী ও সুবিধাভোগীদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় প্রধানমন্ত্রীকে এদিন উচ্ছ্বসিত দেখাচ্ছিল। তিনি বিভিন্ন প্রকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত সুবিধাভোগীদের অভিজ্ঞতা এবং তাঁদের জীবনের পরিবর্তন সম্পর্কে নানা কথা শোনেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার পর উপকারভোগীদের উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছে। বিকাশ ভারত সংকল্প যাত্রায় বিভিন্ন প্রকল্পের স্টল বসানো হয়েছে। এখান থেকে প্রধানমন্ত্রী নমো ঘাটে আয়োজিত কাশী তামিল সঙ্গম অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন এবং জনগণের সঙ্গে কথা বলবেন।

প্রধানমন্ত্রী রবিবার রাত্রি যাপন করবেন বারেকা গেস্ট হাউসে। প্রধানমন্ত্রী ১৮ ডিসেম্বর সকাল ১০.৪৫ মিনিটে হেলিকপ্টার করে ওমরাহতে অবস্থিত স্বরভেদ মহামন্দিরে যাবেন। সেই মন্দির উদ্বোধনের পর মন্দির পরিদর্শনও করবেন মোদী। আগামীকাল দুপুর ১টার দিকে সেবাপুরী বারকি গ্রামে বিকাশ ভারত সংকল্প যাত্রায় অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী। এখানেও তিনি খেলোয়াড় এবং বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সঙ্গে কথা বলে একটি জনসভায় ভাষণ দেবেন।

শ্রীনগরে পুলিশ সদস্যের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত ধৃত তিন

শ্রীনগর, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : শ্রীনগরের বেমিনা এলাকায় পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রও উদ্ধার করা হয়েছে। রবিবার শ্রীনগরে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীরের পুলিশের প্রধান আরআর সোয়াইন।

আরআর সোয়াইন জানিয়েছেন, তিনজন এই হামলায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। এরা পাকিস্তান-ভিত্তিক হ্যান্ডলারের নির্দেশে এই কাজ করেছে বলে ধৃতরা জানিয়েছে। তিনি আরও জানান, গত ৯ ডিসেম্বর বেমিনার হামদানিয়া কলোনি এলাকায় মোহাম্মদ হাফিজ চক নামে এক পুলিশ সদস্যকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় সন্ত্রাসবাদীরা। হামলায় চক আহত হয়, এরপর তাঁকে নিকটবর্তী এসকেআইএমএস বেমিনায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে তাঁকে বাদামিবাগের আর্মি বেস হাসপাতালে রেফার করা হয়।

তিনি বলেন, তদন্ত করে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সন্দেহভাজন কয়েকজনকে আটক করা হয় এবং ক্রমাগত জিজ্ঞাসাবাদের পর তারা ওই হামলায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে। তিনি বলেন, ধৃতরা হল, ইমতিয়াজ আহমেদ খান্দে, দানিশ আহমেদ মালা এবং মেহনান খান। তিনি বলেন, ইমতিয়াজ আহমেদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে একটি তুর্কি তৈরি ক্যানিক টিপি, পিস্তল, ১টি ম্যাগাজিন সহ বহু নিষিদ্ধ বস্তু।

কোচবিহারে কলেজছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

কোচবিহার, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : কোচবিহার শহর সংলগ্ন গুড়িয়াহাটি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শিক্ষকপল্লি এলাকায় এক কলেজছাত্রের রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল। রবিবার সকালে একটি ভাড়াবাড়ি থেকে ওই যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম অভিজিৎ বর্মন (২২)। সে কোচবিহার কলেজের তৃতীয় সেমিস্টারের ছাত্র। প্রায় তিন মাস থেকে ওই এলাকার একটি বাড়িতে ভাড়া থাকত অভিজিৎ। তার বাড়ি দিনহাটার শালমারায়। এদিন তার ঘরের দরজা বন্ধ দেখে সন্দেহ হয় বাড়ির বাকি সদস্যদের। এরপর পুলিশে খবর দেওয়া হয়। কোতোয়ালি থানার পুলিশ এসে দরজা ভেঙে অভিজিতের দেহ উদ্ধার করে। অভিজিৎ কেন এধরনের ঘটনা ঘটাল, তা বুঝে

রামপুরহাটে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত আরপিএফ কর্মী

রামপুরহাট, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : রেলের সম্পত্তি পাহারা দিতে শক্তিগড় থেকে রামপুরহাট গিয়েছিলেন আরপিএফ জওয়ান। এরপর মালগাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল ওই আরপিএফ জওয়ানের। রবিবার ভোরে রামপুরহাট শাখার মুরারই-চাতরার মাঝে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

মৃত কনস্টেবলের নাম রবিউল হক। তিনি ক্যানসারে আক্রান্ত। প্রথমে তাঁর পোস্টিং ছিল হাওড়ায়। কিন্তু চিকিৎসার সুবিধার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করে তিনি বাড়ির কাছে শক্তিগড়ে পোস্টিং নেন। নতুন লাইনে ওভেরহেড তার লাগানোর কাজ চলছে রামপুরহাট শাখায়। রেলের তার পাহারা দিতে বিভিন্ন পোস্টের কর্মীদের সেখানে পাঠানো হয়। রবিউলও গিয়েছিলেন পাহারা দিতে। শনিবার রাতে রামপুরহাট পোস্টে পাহারার কাজ করছিলেন। রবিবার ভোর পাঁচটা নাগাদ লাইন ধরে টহল দিচ্ছিলেন। এমন সময় মালগাড়ি এসে পড়ে। কিন্তু ঘন কুয়াশা থাকায় তিনি মালগাড়িটি দেখতে পাননি। মালগাড়ির ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

রবিবার সকালে এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর রেলকর্মীরা বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের প্রশ্ন, ক্যানসার রোগীকে কেন তার পাহারার কাজে পাঠানো হল? পূর্ব রেলের আইজি পরমশিব জানান, প্রাথমিকভাবে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর রিপোর্ট পেয়ে পূর্ণাঙ্গ ক্ষতিপূরণ ও পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়া হবে বলে জানান তিনি। কাজে গিয়ে আরপিএফ কর্মীর এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে পরিবারের পাশাপাশি সহকর্মীরাও শোকাহত।

ভুন্তারে চরসসহ গ্রেফতার এক

কুল্লু, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : চরস চোরাচালানের অভিযোগে রবিবার এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে ভুন্তার থানার পুলিশ। ধৃতকে আদালতে হাজির করে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবো হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশের একটি দল যখন রুয়াড়ুর কাছে টহল দিচ্ছিল তখন পাচারের ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। এসময় এক ব্যক্তি পুলিশেকে দেখে আত্মগোপনের চেষ্টা শুরু করেন। ওই ব্যক্তির কাছে কিছু সন্দেহজনক বস্তু রয়েছে বলে সন্দেহ পুলিশের। ওই ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। তল্লাশিকালে তার কাছ থেকে এক কেজি ১৬ গ্রাম চরস উদ্ধার করা হয়। পুলিশ চরসের বাজায়াপ্ত করে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে।

কনভয় থামিয়ে অ্যাম্বুলেন্সকে রাস্তা ছাড়লেন প্রধানমন্ত্রী, প্রশংসা সামাজিক মাধ্যমে

বারাণসী, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : কাশী সফরে আসার পথে কনভয় থামিয়ে অ্যাম্বুলেন্সকে রাস্তা ছাড়লেন প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই ভিডিও ভাইরাল হওয়ার সাথে সাথে সামাজিক মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা নেতিজেনদের।

রবিবার দুদিনের কাশী সফরে আসছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বাবাপুরের লাল বাহাদুর শাস্ত্রী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর কনভয় নাদেসারে ছোট কাটিং স্মৃতিসৌধের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কনভয় শহরে পৌঁছানো মাত্রই পেছন থেকে একটি অ্যাম্বুলেন্স আসতে দেখে প্রধানমন্ত্রী সংবেদনশীলতা দেখিয়ে তার কনভয় থামান। এরপর অ্যাম্বুলেন্সকে পথ দেওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীর কনভয় চলে যায়।

এই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার সাথে সাথে লোকেরা প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করে।

এরপর ঢোল বাজিয়ে ও গোলাপের পাপড়ি বর্ষণ করে মানুষ তাকে স্বাগত জানাতে থাকে।

শ্রী গুরু তেগ বাহাদুরকে তাঁর মৃত্যুদিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : শ্রী গুরু তেগ বাহাদুরকে তাঁর মৃত্যুদিবসে রবিবার শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ পোস্ট করে গুরু তেগ বাহাদুরকে তাঁর মৃত্যু দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন।

মোদী পোস্টে লিখেছেন, 'স্বাধীনতা এবং মানবিক মর্যাদার জন্য শ্রী গুরু তেগ বাহাদুর জির অতুলনীয় আত্মত্যাগ মানবতাকে সততা এবং সহানুভূতির সঙ্গে বাঁচতে অনুপ্রাণিত করে। আজ আমরা সাহস ও শক্তির প্রতীক শ্রী গুরু তেগ বাহাদুর জিকে তাঁর মৃতবার্ষিকীতে স্মরণ করছি। স্বাধীনতা ও মানবিক মর্যাদার জন্য তাঁর অতুলনীয় আত্মত্যাগ আজও অনুরণিত হয়। তাঁর মানবিতা আমাদের সততা ও সহানুভূতির সঙ্গে বাঁচতে অনুপ্রাণিত করে। ঐক্য এবং ধার্মিকতার উপর জোর দিয়ে তাঁর শিক্ষা আমাদের ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির অন্বেষণে পথ প্রশস্ত করে।'

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বাসি মাংস দিয়ে নতুন কী কী পদ বানাতে পারেন?

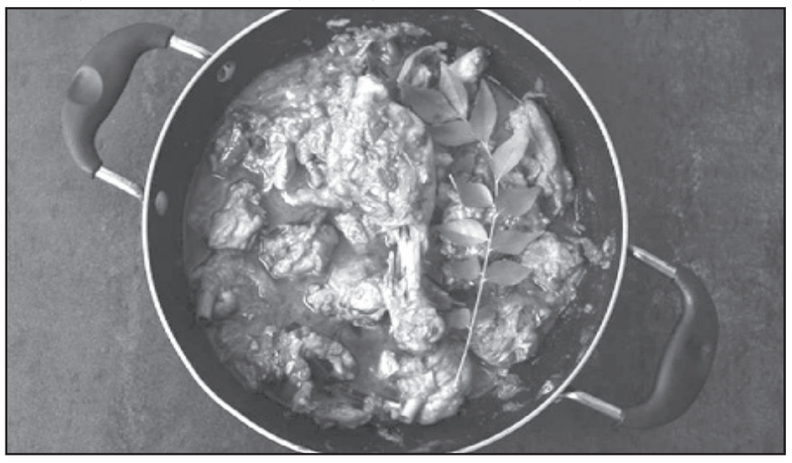

বাসি খাবার যত কম খাওয়া যায়, ততই ভাল। কিন্তু না চাইতেও অনেক সময়ে খাবার বেঁচে যায়। ইদানীং ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয়ে আবার পরিমাণে কম খান অনেকে। ফলে বাড়িতে যা রান্না হয়, অনেক সময় তা অধিকাংশই বেঁচে যায়। বাসি খাবার শরীরের জন্য স্বাস্থ্যকর নয় ঠিকই, তবে আগের রাতে রান্না করা মাংস যদি বেঁচে যায়, তা হলে ফেলে না দিয়ে বরং বানিয়ে নিতে পারেন নতুন কোনও পদ।

বাসি মাংস দিয়ে নতুন কী কী পদ বানাতে পারেন?

চিকেন স্যান্ডউইচ

কড়াইয়ে সামান্য তেল দিয়ে ঝোলমাখানো মাংসের টুকরোগুলি খুন্তি দিয়ে নেড়ে ভর্তার মতো করে নিন। তার পর স্লাইস পাউরুটি সেঁকে নিয়ে মাঝে চিকেনের এই পুর ভরে দিন। পাতলা করে কেটে শসা, টোম্যাটোও দিতে পারেন। চাইলে চিজ দিতে পারেন। তবে না দিলেও অসুবিধা নেই। এমনিই ভাল লাগবে।

চিকেন পরোটা

আগের রাতের বাসি চিকেন দিয়েই সকালের সুস্বাদু জলখাবার হতে পারে। মাংসের টুকরোগুলি ছিঁড়ে ময়দার সঙ্গে মেখে নিন। চাইলে ময়দা মাখার সময়ে জোয়ান ছিঁটিয়ে দিতে পারেন। খাওয়ার সময়ে মুখে পড়লে ভাল লাগবে। গোল করে বেলে ভেজে নিন। আচারের সঙ্গে বেশ খেতে লাগবে।

চিকেন নুডলস

একঘেয়ে স্বাদের নুডলসের বদলে চিকেন দিয়ে একটু অন্য রকম কিছু বানিয়ে নিতে পারেন। পেঁয়াজ কুচি, রসুন, সবুজ লঙ্কা আর মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিয়ে হালকা করে ভেজে নিন। তার পর সেদ্ধ করা নুডলস দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিলেই তৈরি সুস্বাদু জলখাবার।

চিকেন পোলাও

গোবিন্দভোগ চাল, দারচিনি, লবঙ্গ, কাজু-কিশমিশ কমবেশি সকলের হেঁশেলেই থাকে। বেঁচে যাওয়া মাংস দিয়ে চটজলদি বানিয়ে নিতে পারেন পোলাও। একটু ঘি ছড়িয়ে দিলেই অনবদ্য স্বাদ হবে।

চিকেন রোল

বর্ষায় মোগলাই, রোল খেতে মন চায়। তবে দোকান থেকে কিনে খাওয়ার চেয়ে বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারেন। বাসি মাংস ফেলে না দিয়ে তা দিয়েই সুস্বাদু রোল বানিয়ে নিন। শিশুকে টিফিনেও দিতে পারেন। খুশি হবে।

ডাল-চিংড়ির চচ্চড়ি

রোজের খাবারে ডাল না থাকলে মুখ ভার হয়ে যায় অনেকের। কেউ কেউ খাবারের শুরুর পাতে ডাল খেলেও অনেকেই আবার ডাল খান একেবারে শেষপাতে। তবে রোজকার পাতলা ডাল-ভাতের বদলে যদি বানানো যায় ডালের চচ্চড়ি, তা হলে কেমন হয়? চচ্চড়ি তো সব্জির বা মাছের হয় বলে শুনেছেন। কিন্তু ডালের চচ্চড়ি, সে আবার হয় নাকি!

আলবাত হয়। আর ডালের সঙ্গে যদি ঘটে চিংড়ির মেলবন্ধন, তা হলে তো কথাই নেই। চটজলদি বানিয়ে ফেলুন ডাল-চিংড়ির চচ্চড়ি। ডালের এই রেসিপি কেবল ভাতের সঙ্গেই নয়, রুটি কিংবা পরোটার সঙ্গেও জমবে ভালই। স্বাদ বদল করতে বাড়িতে বানিয়ে ফেলুন এই সহজ পদ। সামান্য কয়েকটি উপকরণ দিয়েই বানিয়ে ফেলা যায় এই পদটি।

উপকরণ: ডাল-চিংড়ির চচ্চড়ি। মুসুরির ডাল: ২৫০ গ্রাম কুচো চিংড়ি: ২০০ গ্রাম পেঁয়াজ কুচি: ৬ টেবিল চামচ আদা-রসুন বাটা: ২ টেবিল চামচ টম্যাটো কুচি: ৬ টেবিল চামচ কাঁচা লঙ্কা: ৪টি হলুদ গুঁড়ো: ১ চামচ লঙ্কা গুঁড়ো: ১ চামচ ধনে গুঁড়ো: ২ চামচ শুকনো লঙ্কা: ২টি গোটা গরম মশলা: ৫ গ্রাম গরম মশলার গুঁড়ো: ১ চা চামচ সর্ষের তেল: ৩ টেবিল চামচ নুন-চিনি: স্বাদ মতো ঘি: ১ চামচ

প্রণালী: কড়াইয়ে সর্ষের তেল গরম করে চিংড়িগুলি ভেজে তুলে নিন। সেই তেলেই গোটা গরমমশলা ও শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ কুচি, আদা-রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা ও টম্যাটো দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। মশলার কাঁচা গন্ধ চলে গেলে তাতে সব রকম গুঁড়ো মশলা দিয়ে আরও কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করুন। মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে ভেজে রাখা চিংড়িগুলি মিশিয়ে দিন। তার পর ভিজিয়ে রাখা ডাল দিয়ে ভাল করে নাড়াচাড়া করুন। স্বাদ মতো নুন-চিনি দিন। এ বার সামান্য জল দিয়ে কড়াই ঢেকে দিন। মিনিট পনেরো পর ঢাকা খুলে দেখুন। ডাল ঘন হয়ে এলে গরম মশলা গুঁড়ো আর ঘি ছড়িয়ে গ্যাসের আঁচ বন্ধ করে দিন। গরম ভাত কিংবা রুটির সঙ্গে পরিবেশন করুন ডাল-চিংড়ির চচ্চড়ি।

আগের দিনের রেখে দেওয়া রুটি ফেলে না দিয়ে খেয়ে নেবেন কেন

মধ্যবিত্ত বাড়িতে একটা সময়ে সকালের জলখাবারে বাসি রুটি আর দুধ-চা খাওয়ার চল ছিল। কিন্তু এখন তো খাবার ধরনও বদলে গিয়েছে। তাই বাসি রুটির নাম শুনলে নাক কুঁচকে ফেলে তরুণ প্রজন্ম। কিন্তু জানেন কি, বাসি রুটি খেলে শরীরের ক্ষতি হওয়ার কোনও আশঙ্কা তো নেই-ই, বরং নিয়মিত বাসি রুটি খেলে ভাল থাকবে স্বাস্থ্য।

এমনকি টাটকা রুটির চেয়েও বাসি রুটি অনেক বেশি উপকারী। বিশেষ করে যাঁরা দুধ-রুটি খেতে ভালবাসেন, তাঁরা অবশ্যই দুধ দিয়ে খান বাসি রুটি!

১) রক্তচাপ এবং শর্করা নিয়ন্ত্রণে

আপনার কি উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা রয়েছে? এই সমস্যা এখন প্রায় প্রতিটি ঘরেই। দুধের সঙ্গে বাসি রুটি খেলে নিয়ন্ত্রণে থাকবে এই অসুখ। অন্য দিকে ডায়াবিটিসের জন্যও উপকারী বাসি রুটি। কারণ বাসি রুটি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে।

২) পেটফাঁপার সমস্যায়

বদহজম কিংবা পেটের সমস্যায় জেরবার? দুধ দিয়ে খান বাসি রুটি। কারণ বাসি রুটিতে থাকা ফাইবার হজমশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। এমনকি নিয়মিত কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগলেও বাসি রুটি হতে পারে তার সহজ সমাধান।

৩) ওজন ঝরাতে

সহজে রোগা হওয়ার নানা উপায় তো রয়েছেই। তবে বাসি রুটির ক্যালোরি টাটকা রুটির চেয়ে কম। অবিশ্বাস্য হলেও এ কথা সত্যি। তাই যাঁরা সহজে ওজন ঝরাতে চাইছেন, তাঁরা বাসি রুটি খেয়ে দেখতেই পারেন।

মেদ ঝরানো থেকে আর্থাইটিসের ব্যথা কমানো, কী ভাবে ঘি খেলে মিলবে উপকার?

গরম ভাতের সঙ্গে এক চামচ ঘিয়ের মেলবন্ধনে অপূর্ব স্বাদ তৈরি হয়। তবে ঘি যে শুধু স্বাদে এবং গন্ধে অতুলনীয়, তা নয়। ঘিয়ের স্বাস্থ্যগুণও বিপুল। ঘিয়ে রয়েছে সুস্থ থাকার মন্ত্র। অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, ভিটামিন, মিনারেলস সমৃদ্ধ ঘি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে, শরীরের প্রতিটি পেশি শক্তিশালী করে, বাড়তি মেদ ঝরায়, হাড় মজবুত করে, শরীরের প্রতিটি কোষ সচল রাখে।

এক চামচ ঘি কিন্তু জীবন বদলে দিতে পারে। সুস্থ থাকতে তাই ঘি হতে পারে অন্যতম ভরসা।

বিরিয়ানি, পোলাও, নিরামিষ নানা তরকারির অন্যতম উপকরণ হল ঘি। মাঝেমাঝেই এই ধরনের খাবার রেস্তরাঁ অথবা বাড়িতে খাওয়া হয়ই। তবে তার মানে এই নয় যে, ঘি দিয়ে রান্না করা খাবার খেলেই সুস্থ থাকা সম্ভব। ঘি শুধু খেলেই হবে না। খেতে হবে নিয়ম মেনে। তবেই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে। আর্থাইটিসের ব্যথা কমবে। দূরে থাকবে রোগবালাই। কী ভাবে ঘি খেলে তবেই মিলবে উপকার? ঘি খেতে হবে খালি পেটে। তবে সবচেয়ে বেশি উপকার পাওয়া যাবে। খালি পেটে ঘি খেলে ঠিক কী কী উপকার পাওয়া যায়?

১) হজম ক্ষমতা শক্তিশালী করতে ঘি উপকারী। ঘিয়ে থাকা বাইটিরিক অ্যাসিড হজমক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। ফলে ঘি খেলে হজমের সমস্যা হয়, এ কথা মোটেই ঠিক নয়। বরং হজমক্ষমতা উন্নত করতে ঘিয়ের জুড়ি মেলা ভার।

২) শরীরের বাড়তি মেদ ঝরাতে ঘিয়ের জুড়ি মেলা ভার। ঘি ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। ওজন হাতের মুঠোয় রাখতে ঘি সত্যিই উপকারী। ঘি মেদ গলাতে সাহায্য করে।

৩) দৃষ্টিশক্তি ভাল রাখতেও ঘি বেশ উপকারী। চোখ জ্বালা, চোখ থেকে জল পড়ার মতো সমস্যা থেকে বাঁচতে ঘি হতে পারে অন্যতম উপকরণ।

৪) পেশি এবং হাড় মজবুত করে ঘি। রোজ এক চামচ করে ঘি খাওয়ার অভ্যাস থাকলেও বার্ধক্যে হাঁটু ব্যথা, পায়ে ব্যথা নিয়ে ভাবতে হবে না।

পাকা পেঁপে কেটে রাখলেই নষ্ট হয়ে যায়? দীর্ঘ ক্ষণ ভাল রাখবেন কোন উপায়ে?

স্বাস্থ্য এবং ত্বকের একসঙ্গে যত্ন নেওয়া কঠিন। তবে নিয়ম করে যদি পেঁপে খাওয়া যায়, তা হলে এই কাজটি অনেক সহজ হয়ে যায়। রোজের ডায়েটে পেঁপে রাখার কথা বলেন পুষ্টিবিদেরাও। পেঁপেতে রয়েছে নানা পুষ্টিগুণ। বিশেষ করে পাকা পেঁপে খাওয়ার অভ্যাস সত্যিই ভীষণ কার্যকরী। অনেকেই অন্যান্য ফলের সঙ্গে টিফিনে পেঁপে নিয়ে যান।

সকালে তাড়াহুড়ো এড়াতে রাতেই ফল কেটে রাখেন। তবে সে ক্ষেত্রে পেঁপে দীর্ঘ ক্ষণ টাটকা রাখতে কয়েকটি নিয়ম মেনে চলা জরুরি।

ফ্রিজে রাখুন

পেঁপে দীর্ঘ ক্ষণ টাটকা রাখতে হলে ফ্রিজে রাখতে পারেন। পেঁপেগুলি টিস্যু পেপারে মুড়িয়ে কৌটোতে ভরে ফ্রিজে তুলে রাখুন। খাওয়ার অনেক ক্ষণ আগে বার করে নেবেন না। মিনিট দশেক আগে বাইরে রাখলেই হবে। তা হলে পেঁপে নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় নেই।

খবরের কাগজ জড়িয়ে রাখুন

যতটুকু খাবেন সেটুকু কেটে নিয়ে বাকি অংশটি খবরের কাগজে মুড়িয়ে ফ্রিজে তুলে রাখুন। খবরের কাগজে মুড়িয়ে রাখলে ২-৩ দিন পর্যন্ত ভাল থাকবে পেঁপে। কাঁচা এবং পাকা দু'রকম পেঁপের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য।

বায়ুনিরোধী কৌটোতে রাখুন

পেঁপে অনেক ক্ষণ টাটকা এবং সতেজ রাখতে চাইলে বায়ুনিরোধী কোনও কৌটোতে ভরে ডিপ ফ্রিজে রাখুন। যে কৌটোতে পেঁপে রাখছেন সেটি পরিষ্কার হওয়া জরুরি। তবে পেঁপে খাওয়ার আগে ফ্রিজ থেকে বার করে ঠান্ডা ছাড়িয়ে নিন। পেঁপে এমনিতেই ঠান্ডা। তার উপর সরাসরি ফ্রিজের পেঁপে খেলে সর্দি-কাশির ঝুঁকি থেকে যায়।

খোসা-সহ রাখুন

পেঁপে টাটকা রাখতে চাইলে খোসা-সহ রাখুন। খোসাসমেত রাখলে ফল সহজে নষ্ট হয় না। টুকরো করে রাখলেও খোসা-সহ রাখুন। খাওয়ার আগে খোসা ছাড়িয়ে নিন।

ক্ষতিগ্রস্ত চুল কি আবার আগের মতো ঝলমল করে উঠতে পারে

গত বছর পুজোর আগে কায়দা করে চুল সোজা করিয়েছিলেন। মাস দুয়েক চুল বেশ ভাল ছিল। চুলের জেল্লা, মসৃণ ভাব সকলের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই সময়ে। কিন্তু কিছু দিন পর থেকেই শুরু হল সমস্যা। কোনও কারণ ছাড়াই মুঠো মুঠো চুল হাতে উঠে আসছে। নামী-দামি তেল মেখে, বিভিন্ন ''ট্রিটমেন্ট'' করিয়েও কোনও লাভ হচ্ছে না। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, তাপ দিয়ে চুলের প্রোটিনের বন্ড এক বার নষ্ট হয়ে গেলে তা কোনও ভাবেই আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। এর পর থেকেই চুলের যাবতীয় ক্ষয়ক্ষতির শুরু হয়।

চুলে অতিরিক্ত তাপ লেগে ডগা ফেটে যেতে পারে। চুলেরও নিজস্ব চক্র আছে। সেই চক্রের একেবারে শেষ পর্যায়ে থাকা চুলের উপর কায়দা করলে ক্ষতির আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি। কারণ, অতিরিক্ত তাপে চুলের স্থিতিস্থাপকতা বা "ইলাস্টিসিটি" নষ্ট হয়। চুলের গোড়া আলগা হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় অনেকেরই মনে হতে পারে চুলের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে কী করা যেতে পারে? চুল নিয়ে গবেষণা করেন জ্যামিন লিম। তাঁর মতে, শুধু কায়দা করলেই যে চুলের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, তা নয়। চুল শুকোতে নিয়মিত ব্লো ড্রাই করলেও কিন্তু একই ভাবে চুলের ক্ষতি হতে পারে। চুলের প্রতিটি স্ট্র্যান্ড কেরাটিন নামক একটি প্রোটিন দিয়ে তৈরি। স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখে আলফা হেলিক্স নামক যৌগ। মাত্রাতিরিক্ত তাপ এই যৌগটি নষ্ট করে দেয়। ফলে চুলের স্বাভাবিক জেল্লা তো নষ্ট হয়েই, সঙ্গে ফলিকলেও এর প্রভাব পড়ে।

কোন কোন লক্ষণ দেখলে বুঝবেন চুলের ক্ষতি হয়েছে?

১) কেটারিন ট্রিটমেন্ট কিংবা ব্লো ড্রাই করার পরে চুল অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে পড়তে পারে। চুলের স্বাভাবিক জেল্লা ধরে রাখে কিউটিকল। তা-ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

২) চুলের ডগা ভেঙে যাওয়া, চুল নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ার মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে অতিরিক্ত তাপের কারণে।

৩) সামান্য হাওয়া দিলেই চুল উস্কখুস্ক হয়ে পড়াও কিন্তু এই ক্ষতির লক্ষণ। কেঁকড়ানো চুল বশে রাখা সমস্যার হলেও সোজা চুলে এমন সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

৪) যথেষ্ট তেল মাখার পরেও যদি সমানের চুলে জট পড়তে থাকে, তা হলে বুঝতে হবে, তা অতিরিক্ত তাপ লাগার ফলে হচ্ছে।

৫) সাধারণ ভাবে ৫০ থেকে ১০০টি চুল প্রতি দিন মাথা থেকে ঝরে পড়তেই পারে। কিন্তু অনেক সময়ে পরিমাণটি বেড়ে ২০০ থেকে ৩০০-তে পৌঁছে যায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অতিরিক্ত তাপ লাগার ফলে এই পরিমাণ চুল ঝরে পড়া স্বাভাবিক।

বর্ষাকাল বলে নয়, সারা বছরই ঘন ঘন চাদর বদলানো জরুরি

শরীরচর্চা ছাড়াও সুস্থ থাকার আরও একটি ধাপ হল বিছানার চাদর পরিষ্কার রাখা। টানটান করে চাদর পাতা পরিপাটি বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই দু'চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে। তবে শুধু তো ব্যবহার করলে চলবে না, পরিষ্কারও করতে হবে। একটি চাদর সাধারণত সপ্তাহখানেকের বেশি ব্যবহার করা ঠিক নয়। এক সপ্তাহ অন্তর চাদর কাচলে ভাল। অপরিষ্কার চাদরে ঘুমোলে ত্বকের নানা সমস্যাও দেখা দেয়। একই চাদর দীর্ঘ দিন ধরে ব্যবহার করার ফলে ত্বকের কোন সমস্যাগুলি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে? ব্রণ বাইরে তেলমশলা দেওয়া খাবার খাওয়া, জল কম খাওয়া, শরীরচর্চা না করার মতো কিছু অভ্যাস হল ব্রণর অন্যতম কারণ। তবে এগুলি ছাড়াও নোংরা চাদরে ঘুমোনোর কারণেও কিন্তু ব্রণ হতে পারে। অযত্নে থাকা যে কোনও জিনিসেই ব্যাক্টেরিয়া বাসে বাঁধে। ত্বকের কোষে সেই ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণের ফলেই ব্রণ হয়। খুব ভাল হয়, যদি দু'দিন অন্তর বিছানার চাদর কেচে নেন।

ছত্রাকঘটিত সংক্রমণ পরিষ্কার না করে অনেক দিন ধরে একই চাদর ব্যবহার করে গেলে ত্বকে ছত্রাকঘটিত সংক্রমণের ঝুঁকি থেকে যায়। এমনিতেই বর্ষায় এই ধরনের রোগাবালাই হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে। তার উপর এমন অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস সেই ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে তোলে। তবে বর্ষাকাল বলে নয়, সারা বছরই ঘন ঘন চাদর বদলানো জরুরি। অ্যাথলিট ফুট ছত্রাকঘটিত সংক্রমণের আরও একটি দিক হল অ্যাথলিট ফুট। এতে শরীরের বিভিন্ন অংশে চাকা চাকা দাগ দেখা দেয়। অপরিচ্ছন্ন চাদর থেকে এই ধরনের সংক্রমণ ছড়ায়। ত্বকের এই সমস্যা এক বার দেখা দিলে সহজে সারতে চায় না। তাই ঝুঁকি না নিয়ে এই বর্ষায় পারলে দু-তিন দিন অন্তর চাদর পাল্টে দিন।

বেগুন খেলেই গলা সুড়সুড় করে

খিচুড়ির সঙ্গে বেগুন ভাজা, রুটি বা পরোটার সঙ্গে বেগুন ভর্তা। খেতে তো ভালই লাগে। যদিও পুষ্টিবিদেরা বলছেন, ফাইবার, পটাশিয়াম, ভিটামিন বি৬ এবং অন্যান্য নানা বায়োঅ্যাক্টিভ যৌগে ভরপুর এই সব্জি রক্ত সঞ্চালন ভাল রাখা থেকে ফ্রি র‍্যাডিকালের হাত থেকে ত্বককে রক্ষা করা সবই করতে পারে বেগুন। তা সত্ত্বেও কিন্তু অ্যালার্জির ভয়ে অনেকেই বেগুন খেতে পারেন না। সামান্য একটু বেগুন খেলেই গলা চুলকাতে শুরু করে। অনেকেরই শরীরের বিভিন্ন জায়গা ফুলে যায়। শ্বাসরোধ হয়ে আসার মতো সমস্যাও দেখা যায় অনেকের। বেগুন থেকে অ্যালার্জি হচ্ছে কি না, বুঝবেন কী করে? খাবার থেকে অ্যালার্জি হলে সাধারণত যা যা হতে পারে, বেগুন খেলেও তা-ই হয়। ত্বকে র‍্যাশ বেরোনো, গলার ভিতর এবং বাইরে অস্বস্তি হওয়া, চোখ লাল হয়ে যাওয়া, শরীরের বিভিন্ন অংশে ফুলে যাওয়ার মতো লক্ষণ দেখা যায়। কারও কারও অ্যালার্জির পরিমাণ এতটাই বেড়ে যায় যে, শ্বাসনালি ফুলে গিয়ে শ্বাসরোধ হয়ে যেতে পারে। চিকিতকেরা বলছেন, কিছু ক্ষেত্রে এই অ্যালার্জি কিন্তু প্রাণের ঝুঁকিও বাড়িয়ে তুলতে পারে। বেগুন খেলে কাদের অ্যালার্জি হতে পারে? বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁদের টোম্যাটো, আলু এবং বেল পেপারের মতো সব্জি খেলে অ্যালার্জি হয়, তাঁদের বেগুন খেলেও সেই একই রকম সমস্যা হতে পারে। এই ধরনের সব্জিতে "স্যালিসাইলেট" নামক এক ধরনের রাসায়নিক থাকে। যা শরীরে বিষের মতো কাজ করে। চিকিতা পরিভাষায় যাকে "স্যালিলাইলেট টক্সিসিটি" বলা হয়। বেগুন খেয়ে অ্যালার্জি হলে কী করবেন? চিকিতকের পরামর্শ অনুযায়ী "অ্যান্টিহিস্টামিন" জাতীয় ওষুধ খাওয়াই ভাল। তবে তার মাত্রা কেমন হবে, তা নিজে থেকে ঠিক করে নেওয়া উচিত হবে না।

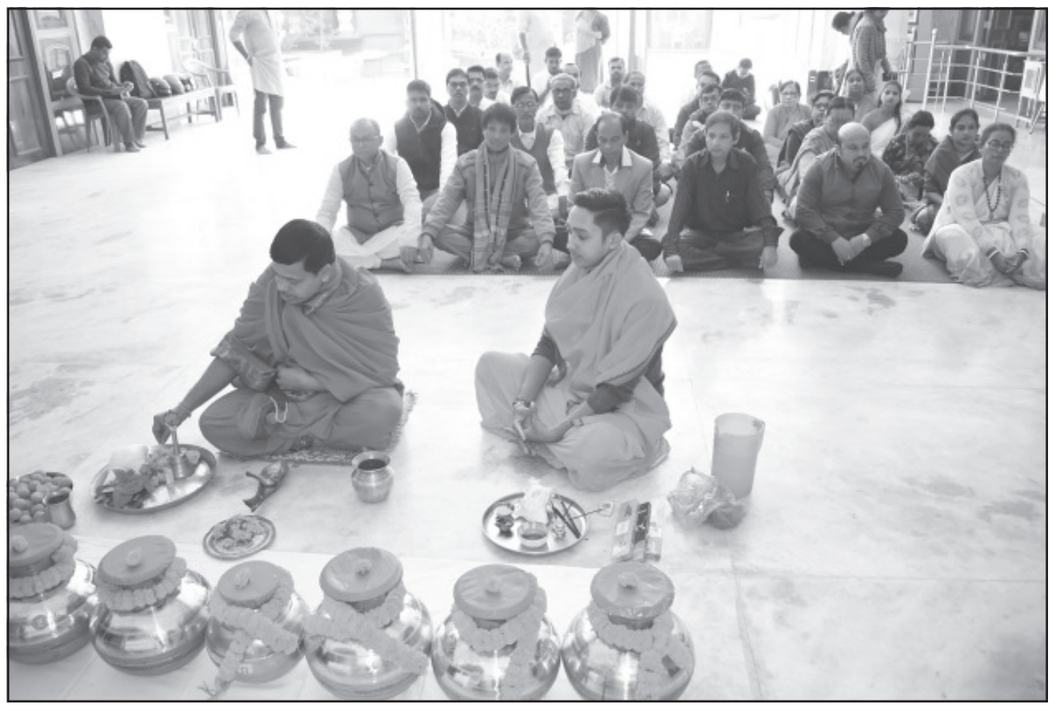

রামমন্দির উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে রাজ্যে রবিবার এক জগানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । ছবি- নিজস্ব।

মালদায় রেললাইনের ধার থেকে উদ্ধার যুবকের মুণ্ডহীন দেহ

মালদা, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : মালদায় রেললাইনের ধার থেকে উদ্ধার যুবকের মুণ্ডহীন দেহ। রবিবার সকালে দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত যুবকের নাম কাজিরুল ইসলাম (২৫)। তাঁর বাড়ি মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত কনকনিয়া রেলগেটের কাছে। এদিন সকালে রেললাইনে কাজিরুলের মুণ্ডহীন দেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের নজরে আসতেই খোঁজ দেওয়া হয় রেল পুলিশ ও হরিশচন্দ্র থানার পুলিশকে। খবর যায় মৃতের বাড়ির লোকের কাছেও। তাঁরা এই ঘটনার পিছনে যুবকের শ্বশুর বাড়ির লোকজনকেই দায়ী করেছে।

জানা গিয়েছে, কাজিরুলের সঙ্গে দুবছর আগে বিয়ে হয় জাসমিনারা খাতুনের। তবে স্বামীর অভিযোগ, স্ত্রীর অন্যত্র সম্পর্ক ছিল। এই নিয়েই বিবাদ চলছিল। তার স্ত্রী বাবার বাড়িতেই থাকতেন। ওই যুবক নিজের স্ত্রীর অশ্লীল ছবি ভাইরাল করে দেওয়ায় জেল খাটতে হয়েছিল তাঁকে। এরপর থেকে সম্পর্ক আরও তলানিতে ঠেকে। এরপর গতকাল এলাকার একটি জলসায় গিয়েছিল ওই যুবক। পরিবারের দাবি, ওই এলাকাতেই জাসমিনারার মামা বাড়ি। অভিযোগ, তাঁরাই প্রতিহিংসার বশে ওই যুবককে খুন করেছে। গোটা ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

নাগপুরে বিস্ফোরক তৈরির কারখানায় বিস্ফোরণ, মৃত্যু নয়জনের

নাগপুর, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : মহারাষ্ট্রের নাগপুর জেলার বাজারগাঁওয়ে অবস্থিত বিস্ফোরক তৈরির কারখানায় বিস্ফোরণ। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত নয়জনের।

জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে ওই বিস্ফোরক তৈরির কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণে নয়জন নিহত হয়েছেন। এই কারখানায় প্রচুর পরিমাণে গোলাবারুদ ও রাসায়নিক থাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। বিস্ফোরণে তিনজন আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

এই কারখানাটি সোলার এক্সপ্লোরেশন কোম্পানির মালিক শিল্পপতি সত্যনারায়ণ নুয়ালের। এই কোম্পানি দেশের অনেক কোম্পানিকে গোলাবারুদ সরবরাহ করে। কোম্পানিতে বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়।

বিস্ফোরণের সময় কারখানায় গোলাবারুদ তৈরি করা হচ্ছিল বলে জানা গেছে। ক্ষয়ক্ষতির সম্পূর্ণ তথ্য এখনও জানা যায়নি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বিস্ফোরণে কেসিবিএইচ-২-এর একটি ভবন ধ্বংস হয়ে গেছে। পুলিশ সুপার ড. সন্দীপ পাখালে জানান, উদ্ধার অভিযান শুরু করা হয়েছে। মৃতরা হলেন যুবরাজ কিষাণজি, ওমেশ্বর কিষানলাল, মিতা প্রমোদ উইকে, আরতি নীলকান্তি সাহারে, স্বেতালি দামোদর মারবাতে, পুষ্প রামজি, ভাগ্যশ্রী সুধাকর, রুমিতা বিলাস উইকে এবং মৌসাম রাজকুমার।

টুকড়ে টুকড়ে দলের নেতা রাহুল গান্ধী সবসময় দেশের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করে মানহানি করছে : গিরিরাজ সিং

বেগুসরাই, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : টুকড়ে টুকড়ে দলের নেতা রাহুল গান্ধী সবসময় দেশের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করে মানহানি করছে, বলে রবিবার বিহারের বেগুসরাইতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং।

সংসদে হামলা নিয়ে রাহুল গান্ধীর বক্তব্যের কড়া আক্রমণ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। রবিবার তিনি বলেন, রাহুল গান্ধী সংসদে হামলার মতো একটি সংবেদনশীল ইস্যুকে দুর্নীতি এবং মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে যুক্ত করছেন। রবিবার বিহারের বেগুসরাইতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গিরিরাজ সিং আরও জানান, রাহুল গান্ধী এমন একজন ব্যক্তি যিনি একবার আফজালকে তাঁর কথায় সমর্থন করতে জেএনইউতে যান আবার অন্যদিকে টুকড়ে টুকড়ে গ্যাংয়ের পাশে দাঁড়ান। সর্বদা দেশের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করে নরেন্দ্র মোদীকে বদনাম করার কাজে যুক্ত রয়েছেন রাহুল গান্ধী। তিনি আরও বলেন, কৃষকদের আন্দোলন যেমন ধীরে ধীরে প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি সংসদে হামলার ঘটনাও প্রকাশ পাবে ধীরে ধীরে। এরপরে রাহুল গান্ধীকে টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং এবং আফজালের সহযোগীর পাশে দাঁড়াতে দেখা যাবে।

কারণ তাঁকে কখনো দেশের স্বার্থে দাঁড়াতে দেখা যায়নি। মোদীকে অপমান করতে গিয়ে তাঁরা এখন দেশের মানহানি করছে।একইভাবে সংসদে হামলার ঘটনা সম্পর্কেও অনেক কিছুই জানা যাবে বলেও এদিন তোপ দাগেন গিরিরাজ।

বিশ্বের বৃহত্তম হীরা ব্যবসা কেন্দ্র ''সুরাট ডায়মন্ড বোর্স'' উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী

আহমেদাবাদ, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিশ্বের বৃহত্তম হীরা ব্যবসা কেন্দ্র ''সুরাট ডায়মন্ড বোর্স'' উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি রবিবার বিশ্বের বৃহত্তম হীরা ব্যবসার কেন্দ্র হিসাবে সুরাত ডায়মন্ড বোর্স উদ্বোধন করেছেন। উদ্বোধনের আগে প্রধানমন্ত্রী রবিবার সকালে সুরাত বিমানবন্দরে নতুন টার্মিনালেরও উদ্বোধন করেন। তিনি বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল পরিদর্শন করেন। বিমানবন্দরের এক আধিকারিক প্রধানমন্ত্রীকে নতুন টার্মিনালের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানান। প্রধানমন্ত্রী ৮ কিলোমিটার রোড শো করেন। বিমানবন্দর থেকে সুরাট ডায়মন্ড বোর্স পর্যন্ত ৮ কিলোমিটার পথের উভয় পাশে প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে বিপুল সংখ্যক মানুষ জড়ো হয়। প্রধানমন্ত্রী বন্ধ গাড়িতে মানুষের অভিবাদন গ্রহণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যান। সেখানে মহিলারা স্লোগান তুলে মোদীকে স্বাগত জানিয়ে গান গায়। মহিলারাও ঢোলের সঙ্গে গান উপস্থাপন করে। বিভিন্ন স্থানে ভারত মাতা কি জয় ও বন্দে মাতরম ধ্বনিতে শঙ্খ দেওয়া হয়। বিজেপি শহর সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে স্বাগত জানাতে ১২ জন বিধায়ককে ৬টি স্বাগত পয়েন্টের দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এক ঝলক দেখার জন্য রাস্তার দুপাশে মানুষের ভিড় উপচে পড়েছিল। প্রশাসনও নিরাপত্তার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে, শিশুসহ বিপুল সংখ্যক মানুষ বিজেপির ব্যাগ, ক্যাপ এবং বিজেপির পতাকা নিয়ে এসকে নগর মোড়ে স্বাগত পয়েন্টে উপস্থিত হয়েছিল। সেকারণে পুরো পথ সাজানো হয়েছিল। রাস্তার ধারে বাঁশের ব্যারিকেডও করা হয়েছিল।

লখনউতে রাস্তায় দুটি ট্রাকের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষে চালকের মৃত্যু

লখনউ , ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : লখনউতে দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে রবিবার সকালে একজন চালকের মৃত্যু হয়েছে। লখনউ-এর মোহনলালগঞ্জের বাণী রোডে দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সংঘর্ষে প্রথমে উভয় ট্রাকের চালক আহত হন। এর বেশ কিছুক্ষণ পর একজন চালকের মৃত্যু হয়। ঘটনার পর বনিমার্গে অবস্থিত স্থানীয়রা মোহনলালগঞ্জ থানায় খবর দেয়। দুর্ঘটনার কারণে রবিবার সকাল থেকেই প্রধান সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়। পুলিশ এসে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। আহত অন্য এক চালককে ট্রমা সেন্টারে পাঠানো হয়েছে।

জ্যাম পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আইটিবিপি এবং বিএসএফ কর্মীদের সাহায্য নেন পুলিশকর্মীরা। রবিবার ক্রেনের সাহায্যে ক্ষতিগ্রস্ত ট্রাকগুলো সরানো হয়। রাস্তার ওপর পড়ে থাকা ট্রাকগুলির ধ্বংসাবশেষ জেসিবি দিয়ে সরানো হয়। মোহনলালগঞ্জ থানার ইনচার্জ জানিয়েছেন, মৃত চালকের নাম অজিত।

যুবককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ বারুইপুরে, এলাকায় উত্তেজনা

বারুইপুর, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : এক যুবককে পিটিয়ে খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার অন্তর্গত বলবনা এলাকায়। নিহতের নাম সইদুল শেখ(৪০)। নিহতের পরিবারের অভিযোগ এলাকায় খেলার মাঠকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ ছিল। সেই বিবাদের জেরেই সইদুলকে শনিবার রাতে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে লাঠি, রড দিয়ে বেধড়ক পেটানো হয়। ঘটনায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। এরপর পরিবারের সদস্যরা রাতেই বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়। সেখানেই রবিবার ভোরে মৃত্যু হয় সইদুলের। ঘটনার খবর এলাকায় পৌঁছতেই সেখানে নেমে আসে শোকের ছায়া। ঘটনার খবর পেয়ে বারুইপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, এলাকার একটি মাঠ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই গণ্ডগোল ছিল। সেই মাঠে নিজের গাড়ি রেখেছিল সইদুল। সেই কারণে আইজুল, সাদ্দাম, খোকন, কালো, সাগিররা তাঁকে বেধড়ক মারধর করে। এমনকি পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে অভিযুক্তরা। পুলিশের আরও অনুমান সইদুলের প্রতিপত্তি বাড়ছিল বিগত কয়েক বছর ধরে। সেটাই সহ্য করতে পারছিল না অভিযুক্তরা। সেই কারণে পরিকল্পনা করে খুন করা হয়েছে তাঁকে। এলাকায় দক্ষ সংগঠন তৈরি করেছিল সইদুল। তাঁর নেতৃত্বেই গত পঞ্চায়েতে এই এলাকায় বিজেপি, সিপিএম দাঁত ফোটাতে পারেনি। সেই কারনেই পরিকল্পিত ভাবে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তৃণমূল নেতৃত্বের। এই ঘটনায় পুলিশ পাঁচজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিরোধীরা।

সুন্দরবনে বাঘে তুলে নিয়ে গেল মৎস্যজীবীকে

সুন্দরবন, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : ফের সুন্দরবনের জঙ্গলে মাছ, কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের হামলার কবলে পড়লেন এক মৎস্যজীবী। শনিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে সুন্দরবনের নেতিধোপানীর কাছে পীরখালির জঙ্গলে। নদীর চরে কাঁকড়া ধরার সময় মৃত্যুঞ্জয় সুতার(২৮) নামে ওই মৎস্যজীবীকে বাঘে তুলে নিয়ে যায়। ঝড়খালি আশ্রম পাড়ার বাসিন্দা মৃত্যুঞ্জয় শনিবার সকালে সঙ্গীদের সাথে বেরিয়েছিলেন মাছ, কাঁকড়া

মহারাষ্ট্রের পারভানিতে ট্রাক্টর ও গাড়ির সংঘর্ষে মৃত ৩, আহত ৫

মুম্বই, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : মহারাষ্ট্রের পারভানি জেলায় ট্রাক্টর ও ক্রুজার গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় ৫ জন গুরুতর আহত হয়েছেন।

পারভানি জেলার পাথারি তহসিলের ওয়াদি পাটি গ্রামের কাছে শনিবার গভীর রাতে একটি ক্রুজার গাড়ি এবং একটি ট্রাক্টরের মধ্যে সংঘর্ষে ৩ জনের মৃত্যু হয় এবং ৫ জন আহত হয়েছে। আহতদের সকলকে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে পারভানি জেলার পারতুর তহসিল থেকে ৯জন ব্যক্তি একটি ক্রুজার গাড়িতে করে একটি মন্দিরে দর্শন করে ফিরছিলেন। হঠাৎ ওয়াদি পাটি গ্রামের কাছে সামনে থেকে আখ বোঝাই একটি ট্রাক্টরের সঙ্গে তাদের গাড়ির সংঘর্ষ হয়। মৃতদের নাম, আন্নাসাহেব হরিভাউ সোলাঙ্কে, অমল মার্তন্ড সোলাঙ্কে এবং দিগম্বর ভিকাজি কদম। আহতরা হলেন, উমেশ সোলাঙ্কে, সন্তোষ সোলাঙ্কে, কুন্ডলিক সুতার, কিশোর সোলাঙ্কে এবং আরও একজন। চারজন আহতের পরিচয় জানা গিয়েছে, কিন্তু একজনের পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

পুরুলিয়ায় অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধুর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে উত্তেজনা

পুরুলিয়া, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : পুরুলিয়ার মানবাজারে অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধুর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। রবিবার সকালে থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান উত্তেজিত গ্রামবাসীরা।

মানবাজারের বড়তোড় গ্রামের বাসিন্দা পদ্মা গোপকে এদিন সকালে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়া।গ্রামবাসীরা তাঁকে মানবাজার হাসপাতালে নিয়ে এলেও শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসকেরা ওই গৃহবধূকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গৃহবধূর মৃত্যুর খবর গ্রামে ছড়িয়ে পড়তেই শোরগোল শুরু হয়ে যায়। মৃতের স্বামী সনৎ গোপকেও ব্যাপক মারধর করেন গ্রামবাসীরা। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মানবাজার থানার পুলিশ। সনৎ গোপকে উদ্ধার করে মানবাজার থানায় নিয়ে আসে। মৃতের পরিবার সূত্রে খবর, সনৎ গোপের সঙ্গে বছর ছয়েক আগে বিয়ে হয়েছিল পদ্মার। সনৎ গোপ কর্মসূত্র বাইরে থাকতেন। মাঝেমধ্যে বাড়ি ফিরতেন। সে কারণেই বাপের বাড়িতেও অনেক সময় থাকতেন পদ্মা। মৃতের মা প্রতিমা গোপ জানাচ্ছেন, গত রাতে তাঁদের বাড়িতে আসে তাঁর জামাই। মেয়ে ও তাঁর সন্তান নিয়ে নিয়ে নিজের বাড়িতে ফিরে যায়। এরপরই সকালে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় তার মেয়ের। পরিবারের অভিযোগ আরও একটি বিয়ে করেছে সনৎ। সে কারেই তাঁদের মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে। সনতের শাস্তির দাবিতে মানবাজার থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে মানবাজার থানার পুলিশ। মানবাজার থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের পর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ হাতোয়াড়া মেডিকেল কলেজে পাঠানো হবে। ঘটনায় উত্তেজনা রয়েছে এলাকায়।

'রঙের রাজনীতি' করছে বিজেপি, দিল্লি ওড়ার আগে বলে গেলেন মমতা

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : 'রঙের রাজনীতি' করছে বিজেপি। গেরুয়া রঙ করা নেই বলে স্বাস্থ্য দফতরের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। রবিবার দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে ফের এই ভাষাতেই কেন্দ্রকে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজ্যের বকেয়ার দাবিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক করতে দিল্লি যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ দিন বিমানবন্দরে ঢোকার পূর্বে আরও একবার মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করলেন একশো দিনের কাজের টাকা, বাংলার বাড়ি, এমনকী স্বাস্থ্য দফতরের টাকাও বন্ধ করে দিয়েছে কেন্দ্র। মমতার দাবি, 'রঙের রাজনীতি' করছে বিজেপি। গেরুয়া রঙ করা নেই বলে স্বাস্থ্য দফতরের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। মমতা বলেছেন, ''মেট্রো স্টেশনগুলিও গেরুয়া রঙ করে দিয়েছে। শিলিগুড়িতে গিয়ে দেখলাম সব বাড়িগুলিকে গেরুয়া রঙ করেছে। আর আমাদের বলছে সব স্বাস্থ্য কেন্দ্র গেরুয়া করতে হবে।''

মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন ছুঁড়েছেন কেন গেরুয়া রঙ করা হবে? তিনি জানিয়েছেন, এ রাজ্যের ব্র্যান্ড রঙ নীল-সাদা। এটা কোনও পার্টির রঙ নয়। মমতার কথায়, "আমরাই প্রথম রঙের ব্র্যান্ড শুরু করি। এটা কী কথা! প্রতিটি জায়গায় শুধু বিজেপি-র লোগো লাগাতে হবে? আর বিজেপি-র রঙ করতে হবে?" তিনি আরও বলেছেন, "ওরা কি ঠিক করে দেবে কে কী খাবে? কে কী পরবে? মানুষের মাথা খারাপ করে দেওয়ার চেষ্টা। এটা নিয়ে আমরা আওয়াজ তুলব।"

প্রসঙ্গত, বঙ্গের সব স্বাস্থ্য কেন্দ্রের রঙ নীল-সাদা। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের সাফ নির্দেশ, কেন্দ্রের আর্থিক বরাদ্দে যে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি তৈরি হবে তার রঙ হবে মেটালি হলুদ। সঙ্গে খয়েরি বর্ডার থাকতে হবে। ফলত, এই রঙ না থাকায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গের ৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ আটকে রেখেছে দিল্লি।

ধূপগুড়িতে বিজেপি কর্মীকে মারধোরের অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে

ধূপগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি ব্লকের অন্তর্গত মাগুরমারি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের, ঝাড় মাগুরমাড়ির পাইকার পাড়া এলাকায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হামলায় গুরুতর জখম বিজেপি কর্মী। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে। জানা গিয়েছে, এদিন বিজেপি কর্মী এফাজুদ্দিনের বাড়িতে কাজ হচ্ছিল। সেই কারণে শ্রমিক ডাকতে গিয়েছিলেন কিছুটা দূরে। অভিযোগ, তখনই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁর উপর হামলা চালায়।

মহম্মদ আজাদ, মহম্মদ রাজু নামে দু'জন তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। এরপর মাটিতে ফেলে চলে বেধড়ক মারধর, চলে লাথি,চড়,ঘুষি এতেই গুরুতর আহত হন বিজেপি কর্মী।

খবর পেয়ে এফাজুদ্দিনকে তার পরিবারের সদস্যরা আহত অবস্থায় উদ্ধার করে নিয়ে যায় ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা স্বাস্থ্য পরীক্ষার করে। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। কর্তব্যরত চিকিৎসকের প্রাথমিক অনুমান বুকের পাঁজর ভেঙে থাকতে পারে। ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ধূপগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ জানাবেন বলে পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছে।

তিহাসিক মুঘল রোড ও শ্রীনগর-সোনমার্গ গুমরি হাইওয়েতে তুষারপাতের কারণে যানচলাচলে নিষেধাজ্ঞা

শ্রীনগর, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : ঐতিহাসিক মুঘল রোড ও শ্রীনগর-সোনমার্গ গুমরি হাইওয়েতে আবার নতুন করে তুষারপাতের কারণে রবিবার যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে তুষারপাতের কারণে ঐতিহাসিক মুঘল রোড এবং শ্রীনগর-সোনমার্গ গুমরি হাইওয়েতে রবিবার যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক ট্র্যাফিক পুলিশ আধিকারিক একথা জানিয়েছেন। তুষারপাতের কারণে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে শ্রীনগর-সোনমার্গ গুমরি হাইওয়ে এবং মুঘল রোডকে যান চলাচলের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ আধিকারিক আরও জানান, মহাসড়কে তুষার জমে যাওয়ার কারণে লাদাখের সঙ্গে সংযোগকারী শ্রীনগর-সোনমার্গ-গুমরি সড়কে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, সড়ক দুটি যান চলাচলের উপযোগী করতে বরফ সরানোর কাজ চলছে। তবে শ্রীনগর-জম্মু জাতীয় সড়কে উভয় দিক থেকে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

শনিবার রাতে কাশ্মীর উপত্যকার উপরের অঞ্চলে নতুন তুষারপাত হয়েছে যার কারণে অনেক রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার সাধনা পাস, তাংধর, কেরান এবং মাচিলে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন (বিআরও)-এর সৈন্যরা বর্তমানে তুষার সরানোর অভিযানে নিযুক্ত রয়েছে।

ছত্তিশগড়ের সুকমায় নকশাল হামলায় মৃত সিআরপিএফ সাব-ইন্সপেক্টর, আহত কনস্টেবল

সুকমা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলায় রবিবার নকশাল হামলায় একজন কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের (সিআরপিএফ) সাব-ইন্সপেক্টরের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও একজন কনস্টেবল গুরুতর আহত হয়েছেন। এক পুলিশ আধিকারিক সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ঘটনাটি ঘটেছে সকাল ৭ টা নাগাদ। এদিন সকালে সিআরপিএফ ব্যাটালিয়ন ১৬৫-এর একটি দল জাগারগুন্ডা এখতিয়ারের অধীনে বেদ্রে পুলিশ ক্যাম্প থেকে নকশাল বিরোধী অভিযানের জন্য বেরিয়েছিল। সিআরপিএফ কর্মীদের দলটি উরসাঙ্গলের দিকে যাওয়ার সময় নকশালদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাঁধে। ঘন জঙ্গলের সুযোগ নিয়ে সিআরপিএফ কর্মীদের দলকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় নকশালরা। গুলি চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল নকশালরা। ইতিমধ্যে তাদের লক্ষ্য করে পাল্টা গুলি চালায় সিআরপিএফ। হামলায় সাব-ইন্সপেক্টর সুধাকর রেড্ডি নিহত হন এবং কনস্টেবল রামু গুলিবিদ্ধ হন।

রামুকে চিকিৎসার জন্য ছত্তিশগড় রাজ্যের রাজধানী রায়পুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, অনুসন্ধান অভিযানের সময় চারজনকে সন্দেহজনকভাবে চলাফেরা করতে দেখা যাওয়ায় তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। সিআরপিএফ এবং স্থানীয় পুলিশ বাহিনী এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাঁই গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন। সেইসঙ্গে তিনি রেড্ডির পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানিয়েছেন। রামুর যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্যও আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন সাঁই।

রবিবার জমিয়েত উলেমানর উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

হিমাচল প্রদেশের চারটি জেলায় পারদ মাইনাসে

শিমলা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : শুক্রবার রাতে হিমাচল প্রদেশের চারটি জেলা লাহৌল-স্পিতি, কিন্নর, কুল্লু এবং মান্ডিতে তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে পৌঁছে গিয়েছিল। সমতল ভূমিতেও শৈত্যপ্রবাহের প্রভাব পড়েছে। উপজাতীয় এলাকায় হ্রদ, জলপ্রপাত এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক জলের উৎসে বরফ জমে গিয়েছে। সমতলের উনা ও মান্ডিতে শিমলার চেয়েও শীতল আবহাওয়া ছিল।

আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে লাহৌল-স্পিতি, কিন্নর, কুল্লু এবং মান্ডি জেলায় পারদ মাইনাসে পৌঁছে গিয়েছিল। লাহৌল-স্পিতি জেলার চীন সীমান্ত সংলগ্ন সামধো ছিল শীতলতম স্থান। সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিন্নর জেলার কাল্পায় পারদ -১.২, কুল্লু জেলার ভুন্টারে -১ এবং মান্ডি জেলার সুন্দরনগরে -০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল। এছাড়াও, শিমলা ও ধর্মশালায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৫.৪, উনা ২.২, নাহান ৭.২, সোলান ১, পালমপুর ৩, মান্ডি ০.১, চাম্বা ২, ডালহৌসি ৫.৩, জুব্বারহাট্টি ৬.৮, কুফরি ৫.৯, নারকান্দায় তাপমাত্রা ৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল। রেকং পিও, সিওবাগে ১, ধৌলা কুয়ানে ৫.৩ এবং বার্থিনে ২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস লক্ষ্য করা গিয়েছে। এদিকে, শিমলা সহ রাজ্যের বেশিরভাগ শহরে শনিবারও আবহাওয়া পরিষ্কার রয়েছে। আবহাওয়া দফতর ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে বৃষ্টি এবং তুষারপাতের সম্ভাবনা নেই বলেই জানিয়েছে।

লক্ষে ন্ট্রে গীতাপাঠের প্রস্তুতি শুরু, গঙ্গাজল ও মাটি নিয়ে শোভাযাত্রা সন্ন্যাসী-সন্তদের

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): আগামী ২৪ ডিসেম্বর কলকাতায় 'লক্ষে ন্ট্রে গীতাপাঠের' প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে শনিবার থেকেই। হরিয়ানার কুরুক্ষেত্র থেকে আনা মাটি শনিবার গঙ্গার ঘাটে মেশানো হয়। এরপর গঙ্গাজল ও মাটি নিয়ে বাবুঘাট থেকে ব্রিগেড পর্যন্ত শোভাযাত্রা করেন সাধু-সন্ন্যাসীরা।

আগামী ২৪ ডিসেম্বর গীতাজয়ন্তীর দিন ব্রিগেডে লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের কর্মসূচি নিয়েছে বিভিন্ন সনাতনী সংগঠন। সেখানে উপস্থিত থাকার কথা ছিল রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর। তবে শেষ পর্যন্ত যা পরিকল্পনা, তাতে ওই কর্মসূচিতে হাজির থাকতে পারেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী! ওই দিন ব্রিগেডে উপস্থিত থাকার কথা দেশের দুই শঙ্করাচার্য়েরও। সংগঠনের দাবি, মোট ৩৬০০ হিন্দুত্ববাদী সংগঠন এই কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার বিষয়ে ইতিমধ্যেই লিখিত সম্মতি দিয়েছে। আরও কিছু সংগঠন খুব তাড়াতাড়ি যুক্ত হবে।

রাজস্থানের বারমের সীমান্তে ছয় প্যাকেট হেরোইন উদ্ধার

জয়সলমীর, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : রাজস্থানের বারমের সীমান্তে কোটি টাকা মূল্যের ছয় প্যাকেট হেরোইন উদ্ধার করেছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। শুক্রবার গভীর রাতে হিরোইন উদ্ধার হয়। বিএসএফ বারমের সংলগ্ন কেলানর আন্তর্জাতিক সীমান্তে শুক্রবার গভীর রাতে একটি বড় অভিযান চালায়। অভিযান চালিয়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনী কেলানর সীমান্তের কাছে অবৈধ ছয় প্যাকেট হেরোইন উদ্ধার করে।এই হেরোইনের প্যাকেটগুলি সীমান্তের ওপার থেকে পাকিস্তান হয়ে আসছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। দুদিন আগে পাকিস্তান থেকে পায়ের ছাপ লক্ষ্য করেছিল বিএসএফ। বিএসএফ আধিকারিকরা জানিয়েছে, তাঁরা এই পায়ের ছাপ দেখেই অভিযান চালায় তারই ভিত্তিতে ছয় প্যাকেট হেরোইন উদ্ধার হয়। এছাড়া

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কুয়েতের আমির শেখ নওয়াফের প্রয়াণে রাষ্ট্রীয় শোক পালন ভারতে

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রয়াত কুয়েতের আমি, নওয়াফ আল-আহমদ আল-জাবের আল-সাবাহ। সেই দেশের সরকারি সংবাদমাধ্যমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৮৬বছর। কুয়েতের আমিরের প্রয়াণে, রবিবার একদিনের জন্য রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে ভারত সরকার। সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এদিন জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার এবং সরকারি সমস্ত বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, "২০২৩-এর ১৬ ডিসেম্বর, কুয়েতের আমির মহামান্য শেখ নওয়াফ আল-আহমদ আল-জাবের আল-সাবাহ-র প্রয়াণ ঘটেছে। প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে, ১৭ ডিসেম্বর একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত সরকার। শোক দিবসে, ভারত জুড়ে সমস্ত ভবনগুলিতে, যেখানে যখানে জাতীয় পতাকা নিয়মিত ওড়ে, সেখানে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে এবং সেদিন কোনও সরকারি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান হবে না।"

এর আগে, কাতারের সরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে কাতারের এক মন্ত্রী, শেখ মহম্মদ আবদুল্লাহ আল সাবাহ বলেন, "কুয়েতের জনগণ, আরব এবং ইসলামিক দেশ এবং বিশ্বের অন্যান্য বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের জনগণকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, মহামান্য আমির শেখ নওয়াফ আল আহমদ আল জাবের আল সাবাহ-র প্রয়াণ ঘটেছে। তিনি আজ ঈশ্বরের কাছে চলে গিয়েছেন।"

প্রসঙ্গত, ১৯৩৭ সালে জন্মেছিলেন শেখ নওয়াফ আল-আহমাদ আল-জাবের আল-সাবাহ। শেখ নওয়াফ ছিলেন শেখ আহমদ আল-জাবের আল-সাবাহ-র পঞ্চম পুত্র। ১৯২১ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত শেখ আহমদই কুয়েতের আমির ছিলেন। মাত্র ২৫ বছর বয়সে কুয়েতের হাওয়ালি প্রদেশের শাসক হিসাবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন শেখ নওয়াফ। ১৯৭৮-এ তিনি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছিলেন। ২০০৬ সালে কুয়েতের তৎকালীন আমির তথা শেখ নওয়াফের সৎ ভাই শেখ সাবাহ আল-আহমদ আল-সাবাহ তাঁকে কুয়েতের 'ক্রাউন প্রিন্স' অর্থাৎ পরবর্তী শাসক হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। ২০২০-র সেপ্টেম্বরে, ৯১ বছর বয়সে মৃত্যু হয়েছিল শেখ সাবাহ-র। তারপরই, কুয়েতের আমির হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন শেখ নওয়াফ। শেখ নওয়াফ তাঁর পরবর্তী আমির হিসেবে তাঁর আরেক সৎ ভাই শেখ মিশাল আল-আহমদ আল-সাবাহ-কে মনোনীত করে গিয়েছেন। ৮৩ বছর বয়সী শেখ মিশাল বর্তমানে শেখ নওয়াফের ডেপুটি হিসেবে কাজ করছিলেন। চলতি বছরের নভেম্বরের শেষে স্বাস্থ্য গত সমস্যার কারণে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু, তাঁর ঠিক কী হয়েছিল, তা জানা যায়নি। সেই সময় থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ ছিল।

রেড রোডে ম্যারাথন উদ্বোধনে রাজ্যপাল-সুজিত বসু, জমায়েত স্বাস্থ্য সচেতন মানুষের

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : রবিবার শুরু হয়েছে ১১ তম টাটা ম্যারাথন। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সস্ত্রীক রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস, দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, দেবাশীস কুমার। এদিন ভোর রাত থেকে রেড রোডে জমায়েত করেছিলেন স্বাস্থ্য সচেতন মানুষের।

এদিন সাংবাদিকদের রাজ্যপাল বোস বলেন, "ভারত দৌড়চ্ছে, কলকাতা দৌড়চ্ছে, বাংলা দৌড়চ্ছে, পুরো পৃথিবী দৌড়চ্ছে। আমরা সকলে দৌড়চ্ছি একতা, শান্তি,সম্প্রিতীর জন্য।" রাজ্যপালের কথায়, রাজনীতি খেলাধুলার মধ্যে প্রবেশ করলে গন্ডগোল বাধে। তাই সকলের মধ্যে 'স্পোর্টসম্যান' স্পিরিট থাকা প্রয়োজনীয়।অপরদিকে, সুজিত বসু বলেন, "শরীর স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে কোনও কাজ ভাল হয় না। এখানে যাঁরা প্রতিযোগী তাঁরা সবাই প্রথম হবেন এমন কোনও ব্যাপার নেই। কিন্তু অংশ গ্রহণ করাই বড় ব্যাপার। একদিন দৌড়লে হবে না, রোজ দৌড়তে হবে।"

এদিকে, ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করেছেন প্রায় পাঁচ থেকে সাত হাজার মানুষ। সেই কারণে রবিবার সকাল থেকে বন্ধ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। সঙ্গে চলছে যান নিয়ন্ত্রণও। রাত ১২টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত বন্ধ রেড রোড। ভোর চারটে থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত বন্ধ মেয়ো রোড, মেয়ো রোড, নিউ রোড, কুইন্স ওয়ে, লাভার্স লেন, ডাফরিন রোড, এজেসি বোস রোড(এক্সাইড থেকে হেস্টিংস রোড) সহ আরও গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা।

রাষ্ট্রপতি ভবনে ওমানের সুলতানকে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা, হায়দরাবাদ হাউসে মিলিত মোদী ও তারিক

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারত সফরে আসা ওমানের সুলতান হাইথাম বিন তারিককে শনিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে। শনিবার সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে ওমানের সুলতানকে স্বাগত জানান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

পরে দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে মিলিত হন প্রধানমন্ত্রী মোদী ও ওমানের সুলতান তারিক। উভয়ের মধ্যে এদিন দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে কথা হয়েছে। এদিনই জাতীয় মর্ডার্ন আর্ট গ্যালারিও পরিদর্শন করেন ওমানের সুলতান। উল্লেখ্য, তিন দিনের সফরে ওমানের সুলতান গত সন্ধ্যায় নতুন দিল্লিতে এসেছেন। তাঁর সফর সঙ্গী হিসেবে রয়েছেন উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিক ও বরিষ্ঠ মন্ত্রীরা। দুই দেশের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্বের সম্পর্ক রয়েছে এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিগত কয়েক বছর ধরে বেড়ে চলছে।

করোনার নতুন উপরূপ জেএন.১-এ আক্রান্ত কেরলের বৃদ্ধা, উদ্বেগ বাড়াচ্ছে নয়া প্রজাতি

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): কোভিড-১৯-এর নতুন একটি উপরূপের খোঁজ মিলেছে চিনে। যার নাম জেএন.১। চিনে ইতিমধ্যে অন্তত সাত জন রোগীর শরীরে ভাইরাসের নতুন এই উপরূপ পাওয়া গিয়েছে। যা নিয়ে নতুন করে তৈরি হয়েছে আতঙ্ক। এবার ভারতেও এই উপরূপের সন্ধান মিলল। কেরলের এক বৃদ্ধার শরীরে করোনার এই নতুন প্রজাতির হদিশ মিলেছে।

৭৯ বছর বয়সী ওই বৃদ্ধার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে বলে জানা গিয়েছে। চিনে অবশ্য জেএন.১ এই প্রথম নয়। করোনার এই উপরূপটি প্রথম পাওয়া গিয়েছিল আমেরিকায়। গত সেপ্টেম্বরে তার খোঁজ মেলে। ডিসেম্বরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আমেরিকায় যে ক'জন কোভিড রোগী এই মুহূর্তে আছেন, তাঁদের ১৫-২৯ শতাংশের দেহে রয়েছে জেএন.১ উপরূপ। ভারতেও এবার এই প্রজাতির সন্ধান মিলল।

বিলাসপুরে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নাড্ডাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা

বিলাসপুর, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা শনিবার বিলাসপুরে পৌঁছলে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন জানানো হয়। নাড্ডার সঙ্গে শনিবার বিলাসপুরে উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর, বিধানসভার বিরোধীদলীয় নেতা জয়রাম ঠাকুর, বিজেপি রাজ্য সভাপতি ডঃ রাজীব বিন্দাল, বিধায়ক

হাওড়া ময়দানে একটি বাড়িতে আগুন, কালো ধোঁয়ায় ঢাকল আকাশ

হাওড়া ময়দান, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : হাওড়া ময়দানের পঞ্চান্নতলা এলাকায় একটি বাড়িতে আগুন। দাউদাউ করে জ্বলছে বাড়িটি।কালো ধোঁয়ায় ঢেকেছে গোটা এলাকা। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে।

ঘটনাস্থল সেখানেই একটি চায়ের দোকান লাগোয়া বাড়িতে আগুন লেগেছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাস্থলে দমকলের দুটি ইঞ্জিন এই মুহূর্তে কাজ করছে। এলাকায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তবে কী থেকে আগুন ছড়িয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়।

দমকল কর্মী সোমনাথ প্রামাণিক বলেছেন, "পাশে চায়ের দোকান রয়েছে। সেখান থেকেও লাগতে পারে। এখন পর্যন্ত কেউ আহত হয়নি। তবে কী থেকে লেগেছে তা তদন্ত সাপেক্ষ।" শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, দমকলের দু'টি ইঞ্জিন এখনও আগুন নেভানোর কাজ করছে। তবে আগুন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও। সম্পূরণ পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে বেগ পেতে হচ্ছে।

এলাকাবাসী জানিয়েছেন, বাড়িটি তালা বন্ধ ছিল। তাই বাড়ির ভিতরে কেউ না থাকায় তেমন কোনও বড় দুর্ঘটনা ঘটেনি।

হিমাচল প্রদেশে আগুনে পুড়ে ২ শিশুসহ মৃত ৩

শিমলা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : হিমাচল প্রদেশে শনিবার গভীর রাতে আগুনে পুড়ে দুজন শিশু সহ মোট তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। হিমাচল প্রদেশের উনা জেলায় আদিবাসী শ্রমিকদের ঝুপড়িতে আগুন লেগে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। আগুনে একজন মহিলা ও তাঁর দুজন শিশুর জীবন্ত অবস্থায় পুড়ে মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার রাতে কাইলুয়া গ্রামের হারোলি এলাকার একটি ঝুপড়িতে আগুন লাগে। রবিবার পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, মৃতার নাম সুমিত্রা দেবী (২৫)। আগুনে সুমিত্রার পুত্র অঙ্কিত(৯ মাস) এবং কন্যা নয়নার(৫বছর) মৃত্যু হয়েছে। আগুনে মহিলার স্বামী বিজয় শঙ্কর (২৫) গুরুতর আহত হয়েছেন। বিজয় শঙ্করকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত করে কিছু জানা যায়নি।

আজমিরে ডিভাইডারে ধাক্কায় গাড়িতে আগুন, দগ্ধ তিন বন্ধু

আজমির, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : রাজস্থানের আজমির শহরের লোহাগল রোডের পেট্রোল পাম্পের কাছে ডিভাইডারে ধাক্কা লেগে একটি দ্রুতগামী গাড়িতে আগুন ধরে যায়। দুর্ঘটনায় জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যান তিন বন্ধু। গুরুতর দগ্ধ হয়েছেন আরও দুজন। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে

খ্রিস্টানগঞ্জ থানার ইনচার্জ রবীন্দ্র সিং খেগি জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় চৌরাসিয়াবাসের বাসিন্দা সোহেল খান, বৈশালী নগরের বাসিন্দা জয় শঙ্খলা এবং কবির নগরের বাসিন্দা শক্তি সিং মারা গেছেন। কবির সিং এবং জয় শঙ্খলা গাড়িতেই জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যান, হাসপাতালে নেওয়ার পথে সোহেল খান মারা যান। লোহাখানের বাসিন্দা কৃষ্ণ মুরারি এবং গুর্জার ধরতির বাসিন্দা উমেশ কুমার গুরুতর দগ্ধ হয়েছেন। উমেশকে জয়পুরে রেফার করা হয়েছে।

ঘটনায় জানা গেছে, গাড়ির চালক ছিলেন জেএলএন হাসপাতালের ওয়ার্ড বয় প্রতাপনগরের বাসিন্দা কৃষ্ণ, সে তাঁর বন্ধু উমেশ এবং আরও তিনজনের সাথে পুষ্করে গিয়েছিলেন। ফেরার সময় আজমিরে এই দুর্ঘটনা ঘটে। গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। এরপর গাড়িটিতে আগুন ধরে যায়।

স্থানীয়রা গাড়ির কাঁচ ভেঙে তিনজনকে উদ্ধার করে। সেই সময় গাড়ির টায়ার ফেটে যায়। যার জন্য গাড়ি থেকে আরও দুইজনকে নামানো যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, গাড়িতে একটি গ্যাস কিট বসানো ছিল। তবে গ্যাসের কিট না শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়।

বাড়ল শীতের দাপট, বঙ্গে তাপমাত্রা নামল ১৪ ডিগ্রির নিচে

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণবঙ্গে আরও কমল সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। বাড়ল শীতের দাপট। রবিবার মরসুমের শীতলতম দিন কলকাতার। আলিপুরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের চেয়ে এক ডিগ্রি কম। জেলায় ঠান্ডা আরও বেশি। ৯-১০ ডিগ্রিতে রয়েছে পশ্চিমাঞ্চলের পারদ।

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, শীতের পথে আপাতত কোনও বাধা নেই, বজায় থাকবে ঠান্ডার দাপট। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে আগামী কয়েক দিন মোটের উপর শুকনোই থাকবে বাংলার আবহাওয়া। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ, কোথাওই বিশেষ বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। তবে পরিস্থিতিটা ধীরে ধীরে বদলাতে পারে আগামী সপ্তাহের পর থেকে।

মৌসম ভবন বলছে, ২২ ডিসেম্বর থেকে খানিকটা হলেও বদলাতে পারে পরিস্থিতি। বাড়বে পারা। সে ক্ষেত্রে বড়দিনের মধ্যে খানিকটা হলেও শহরের তাপমাত্রা উপরের দিকে থাকবে। তবে আগামী এক সপ্তাহ শহর কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪-১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে। অন্যদিকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রি থেকে ২৫ জিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে। এদিকে শীতের দাপট বেড়েছে উত্তরবঙ্গে। কোথাও বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই।

ইটাওয়াতে ট্রলির ধাক্কায় নিহত চারজন নিহত, আহত দুই

ইটাওয়া, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশের ইটাওয়াহ জেলার ইকদিল থানা এলাকায় জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ে দ্রুতগতির ২২ চাকার ট্রলি শনিবার গভীর রাতে এই দুর্ঘটনায় এক চা বিক্রেতাসহ চারজন নিহত হয়েছেন। বাকি দুইজনের অবস্থা গুরুতর। এ তথ্য জানিয়েছেন সিনিয়র পুলিশ সুপার সঞ্জয় কুমার ভার্মা। এসএসপি ভার্মা জানিয়েছেন, আহতদের জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বৈদ্যুতিক তার বোঝাই এই ট্রলিটি রাঁচি থেকে দিল্লি যাচ্ছিল। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকায় এর চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। নিহতদের মধ্যে রয়েছে দোকানের মালিক কুলদীপ শর্মা, সুরেশ, শ্রীকৃষ্ণ এবং রশিদ। আহতদের নাম রাহুল ও সত্যভান সিং।

সংসদে নিরাপত্তা বিচ্যুতির কারণ বললেন রাহুল গান্ধী, বেকারত্ব নিয়ে দুষলেন কেন্দ্রকে

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): সংসদে নিরাপত্তা বিচ্যুতির কারণ জানালেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। একইসঙ্গে আক্রমণ করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারকেও। শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'এমনটা কেন হল? দেশের প্রধান সমস্যা বেকারত্ব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নীতির কারণে দেশের যুবকরা কর্মসংস্থান পাচ্ছেন না এবং (এই ঘটনার) পিছনে কারণ হল বেকারত্ব ও মুদ্রাস্ফীতি।'

কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী জোর দিয়ে বলেছেন, 'লোকসভায় নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। এর পিছনে কারণ হল প্রধানমন্ত্রী মোদীর নীতির কারণে বেকারত্ব এবং মুদ্রাস্ফীতি।'

ভারতের টেস্ট মর্যাদাপ্রাপ্তির পর ২৫তম টেস্টে দলের প্রথম বিজয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিজয় হাজারে

শান্তি রায় চৌধুরী

কলকাতা, ১৭ডিসেম্বর (হি.স.) :ভারতের টেস্ট মর্যাদাপ্রাপ্তির বিশ বছর পর ২৫তম টেস্টে দলের প্রথম বিজয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিজয় হাজারে।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের অন্যতম সদস্য হিসেবে ১৪ টেস্টে অধিনায়কত্ব করেন। বোম্বের প্রেসিডেন্সির সাংলি এলাকায় ১৯১৫ সালের এই দিনে (১৮ ডিসেম্বর) বিখ্যাত এই ভারতীয় ক্রিকেটার জন্মগ্রহণ করেন।তিনি ডানহাতি ব্যাটসম্যানের দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি ডানহাতে মিডিয়াম পেস বোলিংও করতেন। বিজয় হাজারে ৩০ টেস্টে ৭ সেঞ্চুরি সহযোগে ২,১৯২ রান করেন। ১৯৪৭-৪৮ মরসুমে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১১৬ ও ১৪৫ রান করেছিলেন।সেই সঙ্গে টেস্টে ২০ উইকেট পেয়েছিলেন। এরমধ্যে ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানকে তিনবার আউট করেছিলেন।১৯৫১-৫২ মরসুমে মাদ্রাজে সফরকারী ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতীয় দল ইনিংস ও ৮ রানে বিশাল ব্যবধানে জয় পায় ,এটাই ছিল তার অধিনায়কত্বে একমাত্র জয়।এছাড়া প্রথম ভারতীয় হিসেবে পরপর তিন টেস্টে সেঞ্চুরি করেছিলেন তিনি।বিজয় মার্চেন্টের মতে, "অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করায় হাজারে ভারতের সেরা ব্যাটসম্যান হতে পারেননি"।২৮ মার্চ ১৯৫৩ ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট তার জীবনের শেষ ম্যাচ।এরপর ক্রিকেট থেকে অবসর নেন।অবসরের অল্প কিছুদিন পর ভারতের টেস্ট দল নির্বাচক হন।তার নামানুসারে "বিজয় হাজারে ট্রফি" নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ভারত সরকার তাকে পদ্মশ্রী পদকে ভূষিত করে।২০০৪ সালে দীর্ঘদিন ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত থাকার পর ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে তিনি মারা যান।

লা লিগা: টানা তিন ম্যাচে জয়হীন বার্সেলোনা, ড্র করল ভ্যালেন্সিয়ার সঙ্গে

বার্সেলোনা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.):ভালেন্সিয়ার মাঠে ভালেন্সিয়ার সঙ্গে শনিবার রাতে লা লিগার ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র করলো বার্সেলোনা। বিরতির পর জোয়াও ফেলিক্স বার্সেলোনাকে এগিয়ে দেন।কিন্তু গোলটা ধরে রাখতে পারে নি বার্সেলোনা। ম্যাচে সমতা ফেরান উগো গিয়ামন।লিগে গত রাউন্ডে জিরোনার কাছে ৪-২ গোলে হারের পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রয়্যাল এন্টওয়ার্পের বিপক্ষে ৩-২ ব্যবধানে হারে কাতালান দলটি। এর ফলে টানা তিন ম্যাচে পয়েন্ট হারাল তারা।১৭ ম্যাচে ১০ জয় ও ৫ ড্রয়ে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে বার্সেলোনা। ১৬ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে রিয়াল মাদ্রিদ আছে দুইয়ে, আর ৪১ পয়েন্ট নিয়ে জিরোনা রয়েছে শীর্ষে।বার্সেলোনার সমান ১৭ ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে দশে আছে ভালেন্সিয়া।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু এক ব্যবসায়ী

● আটের পাতার পর ও অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গেছে।

ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহটি পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পথ দুর্ঘটনায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই মনু বাজার সহ তার নিজ বাড়ি এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে পরিবারে সজল দাস নিজেই ছিল একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি। দুর্ঘটনায় তার মৃত্যুর ফলে পরিবারটি অসহায় হয়ে পড়েছে।

মৃতের পরিবারকে পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্য প্রদানের দাবি উঠেছে। এদিকে গাড়ি চালকের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

গাঁজা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পুলিশের

● আটের পাতার পর সাতটা পর্যন্ত চলে এই অভিযান, তিন ঘন্টা ব্যাপী অভিযানে এই দুই জায়গার নয়টি প্লট থেকে আঠারো হাজার গাঁজা গাছের চারা কাটা হয় এবং আগুন জ্বালিয়ে ধ্বংস করা হয়, এই দিনের অভিযানটি হয় বিলোনিয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ দাসের নেতৃত্বে, সাথে ছিলেন রাজনগর পিআরবাড়ি থানার ওসি রতন রবি দাস সহ পিআর বাড়ি থানার পুলিশ বাহিনী এবং রাঙ্গামুড়া ও শ্রীরামপুর ফাঁড়ি থানার পুলিশ, এছাড়াও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় ৪৩ নং বিএসএফ-এর এসআই শ্রাবণ কুমার জাট এবং অন্যান্য বিএসএফ এর জওয়ান ,১২৪ নং সিআরপিএফ বাহিনী, টিএসআর বাহিনী ও মহিলা প্লাটুন ও ফরেস্ট রেঞ্জার সুকান্ত সরকার, সুনীল ত্রিপুরা সহ বনদপ্তরের কর্মীগন ,বনদপ্তরের সংরক্ষিত ৪.৫ একর জমিতে এই গাঁজা গাছের বাগান করে কে বা কাহারা জানা যায় নি।

বহিঃরাজ্যে রেফারের

● প্রথম পাতার পর ৫ জন।কিন্তু এই বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ এন্ডোস্কোপি এবং মাইক্রোসার্জারির সরঞ্জাম নেই। সিটিভিএস (ওপেন হার্ট সার্জারি) এই বিভাগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হচ্ছেন ডা. কনক নারায়ণ ভট্টাচার্য।

গত ছয় মাসে প্রায় ৩০০০ রোগীর চিকিৎসা হয়েছে। সপ্তাহে গড়ে ১২০ জন।কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এই বিভাগটিতেও রয়েছে একাধিক ঘাটতি ও সমস্যা।প্লাস্টিক সার্জারি,এই বিভাগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হচ্ছেন ডা. নীলোৎপল দে। গত ছয় মাসে ২২০০ জন রোগীর চিকিৎসা হয়েছে।ছয় মাসে রেফার হয়েছেন মাত্র ১ জন রোগী।কিন্তু এই বিভাগে বার্ণ আইসিইউ নেই।

যা এই বিভাগের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।শুধু তাই নয়,বেশ কয়েকটি সুপার স্পেশালিটি বিভাগের অন্তঃবিভাগ নেই। প্রতিটি বিভাগেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সাথে সাথে আরও টেকনিশিয়ান, নার্স এবং ডাক্তার প্রয়োজন রয়েছে।রয়েছে আধুনিক সরঞ্জামের অভাব।এই ঘাটতি ও সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধান না হলে, রাজ্যবাসী সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হবেন। অবিলম্বে রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষভার মান উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ যন্ত্রপাতি নিয়ে আসা এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠেছে।

ছিনতাই কান্ডে পুলিশের জালে আরও এক

● প্রথম পাতার পর ওরফে ভুট্টুকে বিশ্রামগঞ্জ থেকে আমতলীর এসডিপিও আশীষ দাশগুপ্ত সহ শ্রীনগর থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিকেরা বিশালগড় থানার সহযোগিতায় গ্রেফতার করে। বর্তমানে অভিযুক্ত মৃণাল হোসেন ওরফে ভুট্টু পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। জানা গেছে মৃনাল হোসেনের বিরুদ্ধে আসামের গৌহাটিতে মাদক বিরোধী আইনে মামলা রয়েছে। শুধু তাই নয় বিশালগড় থানাতেও তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস থারায় মামলা রয়েছে। অভিযোগ বিশালগড় থানার অন্তর্গত রাস্তার মাথা রেল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় গত কয়েক মাস আগে কোটি টাকার মোবাইল ছিনতাই এর ঘটনাতেও তার যোগসূত্র রয়েছে। উক্ত ঘটনায় কোটি টাকার মোবাইল ছাড়িয়ে নিতে কুড়ি লক্ষ টাকার লেনদেন হয়, কিন্তু কুড়ি লক্ষ টাকা পেয়েও মোবাইল হস্তান্তর করা হয়নি। যদিও পুলিশ ও স্থানীয় নেতাদের ম্যানেজ করে সেই ঘটনা ধামাচাপা দেওয়া হয়। পুলিশের ধারণা অভিযুক্ত মৃণাল হোসেনকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে এই ধরনের ছিনতাই কাণ্ডের ঘটনার সাথে যুক্ত বড় বড় রাঘব বোয়ালদের জালে তোলা সম্ভব হবে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে সোমবার ধৃত মৃণাল হোসেনকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আগরতলার জেলা ও দায়রা জজের আদালতে প্রেরণ করা হবে।

ক্রীড়াঙ্গন

প্রীতি ক্রিকেটে জয়ে ফিরেছে জেআরসি

অভিষেক ম্যাচে দারুন খেলেছে স্বর্ণকমল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। প্রীতি ক্রিকেটে অভিষেক ঘটেছে স্বর্ণ কমল জুয়েলার্সের। প্রথম ম্যাচেই দারুন লড়েছে স্বর্ণ কমলের ছেলেরা। অপরদিকে জয়ে ফিরেছে জেআরসি। নিয়মিত প্রীতি ক্রিকেটে লেগে থাকা সাংবাদিক ক্রিকেটারদের দল জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব আজ, রবিবার ৬ উইকেটের ব্যবধানে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সকে হারিয়ে জয়ে ফিরেছে। পেশাগত প্রচন্ড কর্মব্যস্ততার মাঝে ছুটির দিনে সবুজে ঘেরা ভোলাগিরি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে জেআরসি ফের জয় লাভ করেছে। জয় পরাজয় নিছক কাগজে-কলমে, পরিসংখ্যানের হিসেব-নিকেশে। প্রকৃতপক্ষে বিনোদনমূলক একদিনের শরীরচর্চা এবং সম্প্রীতির বাতাবরণে মতবিনিময় এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয়। টসে জিতে জেআরসি প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানালে তাঁরা টি-টোয়েন্টি আদলে ৮৫ রানের টার্গেট ছুঁড়ে দেয়। জবাবে জেআরসি চার উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দুর্দান্ত বোলিং ও ব্যাটিংয়ের সৌজন্য স্বরূপ অনির্বাণ দেব ম্যান অব দ্যা ম্যাচ-এর পুরস্কার পান। এছাড়া, সেরা বোলার হিসেবে জাকির হোসেন ও সেরা ব্যাটসম্যান হিসেবে মনোজিৎ দাস পুরস্কৃত হয়েছেন। স্বর্ণকমলের পক্ষে ব্যাটিং-এ তপন দেববর্মা, অভিনাশ দেববর্মা এবং বোলিংয়ে বাবলু দেবনাথ পুরো দলকে নিয়ে লড়াকু মেজাজে খেললেও জেআরসি-র অনির্বাণ, জাকির, মনোজিতের পাশাপাশি মৃদুল চক্রবর্তী, মেঘধন দেব, অভিষেক দে, সুব্রত দেবনাথ, প্রসেনজিৎ সাহা, বিশ্বজিৎ দেবনাথ, মিল্টন ধর, দিব্যেন্দু দে, বিষ্ণুপদ বণিক, মিঠুন দাস-দের সম্মিলিত পারফরম্যান্সের কাছে টিম স্বর্ণকমলকে হার মানতে হয়েছে। খেলা শেষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স-এর কর্ণধার গোপাল চন্দ্র নাগ, ডিরেক্টর দিবাকর নাগ ও জয় নাগ, চীফ এক্সিকিউটিভ টুটন দাস এবং জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ প্রমুখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

জেআরসি-র সাধারণ সম্পাদক অভিষেক দে এগ ধরনের প্রীতি ম্যাচ আয়োজনে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স এর প্রোপ্রাইটর এবং স্বর্ণকমল পরিবারের প্রত্যেক সদস্যদের ধন্যবাদ জানান। বিশেষ অতিথি সর্বভারতীয় স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফেডারেশনের সহ সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী উপস্থিত থাকতে পারেন নি তবে, দুরাভাসে ম্যাচের উদ্যোক্তাদের ভূয়যী প্রশংসা করেন। উল্লেখ্য, দু-দলের ক্যাপ্টেন অভিষেক দে এবং সমীর আঢ্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং আগামী দিনেও এই ম্যাচ জারি থাকবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি ক্রিকেটে

অন্ধ্র ঝড়েও বিধ্বস্ত ত্রিপুরা

ত্রিপুরা-১০৬ত ২২ | **অন্ধ্রপ্রদেশ-১২০ত ১০/১**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। টানা চতুর্থ ম্যাচে পরাজিত ত্রিপুরা। জঘন্য ব্যাটিংয়ের খেসারত দিয়ে হারলো রাজ্যদল। অথচ ত্রিপুরাকে লড়াইয়ে ফিরিয়েছিলো প্রথম দিনই রিয়াদ হুসেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ২২ গজে ত্রিপুরার ব্যাটসম্যান-রা লুটিয়ে পড়তেই অন্ধ্রপ্রদেশের জয় সহজ হয়ে যায়। অনূর্ধ-১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি ক্রিকেটে। গুয়াহাটির যোগি রোডের আইকন ক্রিকেট মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা পরাজিত হয় ৯ উইকেটে। ১৪ রানে পিছিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ত্রিপুরা গুটিয়ে যায় মাত্র ২২ রানে। ৮ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলতে নেমে অন্ধ্রপ্রদেশ ১ উইকেট হারিয়ে জযের জন্য প্রযোজনীয় রান তুলে নেয়। প্রথম ইনিংসে ১৪ রানে পিছিয়ে থেকে রবিবার দ্বিতীয় দিনে ব্যাট হাতে মাঠে নেমেই ২২ গজে লুটিয়ে পড়ে ত্রিপুরার ব্যাটসম্যান-রা। ত্রিপুরার কোনও ব্যাটসম্যান উইকেট টিকে থাকার মানসিকতা দেখাতে পারেনি। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৬ রান করে শঙ্খনীল সেন গুপ্ত। অন্ধ্রপ্রদেশের পক্ষে এন রাজেশ ১১ রানে এবং আর্চিতাপুরম ওয়ালা কুল্লাপ্পা ৭ রানে ৫ টি করে উইকেট দখল করেন।

৯ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলতে নেমে অন্ধ্রপ্রদেশ ১.৩ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। জি দেবপ্রমোদ ৪ রানে অপরাজিত থেকে যায়। ত্রিপুরা আসরে ৪ ম্যাচ খেলে সবকটিতেই পরাজিত হয়। ২১-২৩ ডিসেম্বর আসরে ত্রিপুরার শেষ প্রতিপক্ষ শক্তিশালী মুম্বাই।

কোচ বিহারে ৫ ম্যাচে ১ পয়েন্ট

'লাস্টবয়' ত্রিপুরার মরশুম শেষ

ত্রিপুরা-১১৯ত ১৬৬ | **পাঞ্জাব-৩৪৭/৭**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। পরাজয় দিয়েই মরশুম শেষ করলো ত্রিপুরা। শেষ ম্যাচেও পরাজিত হলো ইনিংসে। ৪ দিনের ম্যাচ শেষ হলো তিনদিনেই। দ্বিতীয় দিনের শেষেই পরাজয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলো ত্রিপুরার। দেখার তৃতীয় দিনে সফররত পাঞ্জাবকে কতটা লড়াই ছুড়ে দিতে পারেন ত্রিপুরার ব্যাটসম্যান-রা। কার্যত লড়াইয়ের ছিটেফোঁটাও দেখা যায়নি। ত্রিপুরা পরাজিত হয় ইনিংস এবং ৬২ রানে। আসরে ৫ ম্যাচ খেলে ত্রিপুরার সর্বসাকুল্যে পয়েন্ট ১। শেষ কোনবছর এক জঘন্য ফলাফল ছিলো কোচ বিহার ট্রফি ক্রিকেটে তা জানা নেই। দ্বিতীয় দিনের ২ উইকেটে ৭৬ রান নিয়ে খেলতে নেমে রবিবার আরও ৯০ রান যোগ করার ফাঁকে শেষ ৮ টি উইকেট হারায় ত্রিপুরা। শনিবার অপরাজিত থাকা দ্বীপজয় দেব এদিন ব্যাক্তিগত আরও ১ রান যোগ করেই প্যাভেলিয়নে ফিরে যায়। এখানেই চাপে পড়ে যায় ত্রিপুরা। দ্বীপজয় ৬৪ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৪ রান করেন। এছাড়া সপ্তজিৎ দাস ৫১ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০, স্পর্শ দেববর্মা ৫২ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩, অর্কজিৎ রায় ৩০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ এবং দেবজিৎ সাহা ১৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। পাঞ্জাবের পক্ষে অনমোলজিৎকর ৬৫ রানে ৫ টি এবং শুভম রাণা ৫৫ রানে ৩ টি উইকেট দখল করেন। মরশুমে কার্যত হতাশ করেছেন ত্রিপুরার ব্যাটসম্যান-রা। একমাত্র সপ্তজিৎ দাস গোয়ার বিরুদ্ধে শতরান করে ত্রিপুরাকে ১ পয়েন্ট এনে দিতে মুখ্য ভুমিকা নিয়েছিলেন। নতুবা খালি হাতেই মরশুম শেষ করতে হতো দেবাংশু দত্তদের।

অনূর্ধ ২৩ জাতীয় মহিলা টি-টোয়েন্টি

পূজা দুর্দান্ত, জম্মু-কাশ্মীর জয় ত্রিপুরার

জম্মু-কাশ্মীর-৯৬/৫ | **ত্রিপুরা- ৯৮/৫**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। দুরন্ত পূজা দাস। ব্যাট হাতে। পূজা-র দুরন্ত ব্যাটিংয়ে দ্বিতীয় জয় পেলো ত্রিপুরা। পরাজিত করলো জম্মু-কাশ্মীরকে। অনূর্ধ-২৩ বালিকাদের টি-২০ ক্রিকেটে। বারাসত মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা জয় পায় ৫ উইকেটে। জম্মু -কাশ্মীরের গড়া ৯৬ রানের জবাবে ত্রিপুরা ৫ বল বাকি থাকতে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। ত্রিপুরার পূজা দাস ৪৩ রানে অপরাজিত থেকে যায়। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরার বোলারদের আটোসাটো বোলিংয়ে জম্মু-কাশ্মীর নির্ধারিত ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৯৬ রান করতে সক্ষম হয়।

দলকে কার্যত একাই টেনে নিয়ে যান চিত্রা সিং জাম্বাই ৫৬ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫১ রান করেন।

এছাড়া মাইনা বানাত্রে ২৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ রান করেন। ত্রিপুরার পক্ষে অম্বেষা দাস ১৭ রানে, প্রীয়াঙ্কা সাহা ১৮ রানে এবং সেবিকা দাস ২২ রানে ১ টি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে ত্রিপুরা ১৯.১ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। পূজা দাস অনবদ্য খেলে ৪৫ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৩ রানে অপরাজি থেকে যান। এছাড়া দলের পক্ষেঅন্তরা দাস ১৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২, দলনায়িকা পূজা পাল ১৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ (অপ:) এবং অনামিকা দাস ১৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করে। আসরে ৫ ম্যাচ খেলে ২ টি ম্যাচে জয় পেয়ে ত্রিপুরার পয়েন্ট ৮। ১৯ ডিসেম্বর ত্রিপুরার ষষ্ঠ প্রতিপক্ষ হায়দরাবাদ।

ধর্মনগরে দৃষ্টিহীন জাতীয় টি ২০

ক্রিকেট টুর্নামেন্টের জোর প্রস্তুতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা , ১৭ ডিসেম্বর।। ধর্মনগর কলেজ ক্রিকেট গ্রাউন্ডে আগামী ২৩ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে দৃষ্টিহীনদের জাতীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। নাগেশ ট্রফি ষষ্ঠ সংস্করণ হিসেবে এই টুর্নামেন্টের এফ পর্বের ছয়টি লীগ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ধর্মনগরে। এতে স্বাগতিক ত্রিপুরা সহ অংশ নেবে আসাম, মনিপুর ও ছত্রিশগড়। সীমিত ওভারের দৃষ্টিহীনদের এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এর আগেও রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে এবারের এই টুর্নামেন্টকে সফল করে তুলতে যাবতীয় সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী ২৩শে ডিসেম্বর সকাল ৯ টায় জাতীয় স্তরের এই টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ ও মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। এছাড়াও থাকবেন স্থানীয় বিধায়ক তথা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপারসন প্রত্যুষ রঞ্জন দে, জেলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস, উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন প্রমুখ। ধর্মনগরে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে অংশ নেবে স্বাগতিক ত্রিপুরা ও মনিপুর। একই দিন দ্বিতীয় ম্যাচে লড়বে আসাম ও ছত্রিশগড়। ঘোষিত সূচি অনুযায়ী ২৪ শে ডিসেম্বর সকালে আসাম বনাম মনিপুর এবং দুপুরে ত্রিপুরা বনাম ছত্রিশগড়। ২৫শে ডিসেম্বর প্রথম ম্যাচে লড়বে মনিপুর ও ছত্রিশগড় এবং দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা ও আসাম। ত্রিপুরা দলের অংশগ্রহণকারী ক্রিকেটারদের নাম ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে ক্রিকেট এসোসিয়েশন ফর দা ব্লাইন্ড ইন ত্রিপুরা। ঘোষিত রাজ্যের দৃষ্টিহীন ক্রিকেটাররা হলেন অধিনায়ক সুকান্ত সরকার, সহ অধিনায়ক অজয় দে, সৌরভ সূত্রধর, সাগর কুমার দাস, মহম্মদ আমজাদ হোসেন, রঞ্জন দে, বিশ্বজিৎ দেবনাথ, রাজেন্দ্র পুনরিয়া, প্রসেনজিৎ দেবনাথ, নিশিকান্ত মালাকার, কুশ শীল, সুশান্ত নমঃ, জনি ঋষিদাস ও অর্পণ কুমার দাস। রাজ্য দলের কোচ সঞ্জয় ধন ভৌমিক ও ম্যানেজার সজল দাস। এদিকে রাজ্যভিত্তিক দৃষ্টিহীন দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৪ জানুয়ারি। মহামতি লুইস এর ২১৫ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ত্রিপুরা লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে এবং অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটির ব্যবস্থাপনায় এই রাজ্যভিত্তিক দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে পাঁচ রাউন্ডের। প্রতিযোগিতায় যে সমস্ত দৃষ্টিহীন দাবারু অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদেরকে আগামী ২০ ডিসেম্বর থেকে ২৫ ডিসেম্বরের মধ্যে মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় এর বিপরীতে উজ্জয়ন্ত মার্কেটের উপর তলায় লায়ন্স ক্লাবের অফিস কক্ষে যোগাযোগ করতে হবে।

অরুণ স্মৃতি স্কুল টেনিসে

ক্রিস্টাল, ঋত্বিকা চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে চতুর্থবারের মতো অরুণকান্তি ভৌমিক মেমোরিয়াল স্কুল টেনিস টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। উদ্যোক্তা ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশন। বালিকা বিভাগে ঋত্বিকা দাস চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বালক বিভাগে চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেয়েছে ক্রিস্টাল সরকার। বালিকা বিভাগের ফাইনাল ম্যাচে ঋত্বিকা দাস ৬-৪, ৬-২ সেটে অভিপ্সা রায় কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেয়েছে। বিজিত অভিপ্সা পেয়েছে রানার্স ট্রফি। এর আগে প্রথম সেমিফাইনালে অভিপ্সা রায় ৮-০ সেটে দিয়া দেববর্মাকে হারিয়ে ফাইনালে প্রবেশ করেছে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ঋত্বিকা দাস ৮-৬ সেটে অভিষিক্তা চৌধুরী কে হারিয়ে ফাইনালের ছাড় পত্র পেয়েছে।। বালক বিভাগের ফাইনালে ক্রিস্টাল সরকার ৬-১ ও ৬-২ সেটে সৃজন পুরকায়স্থকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন শিরোপা পেয়েছে। বিজিত সৃজন পেয়েছে রানার্স আপ খেতাব। এর আগে প্রথম সেমিফাইনালে ক্রিস্টাল সরকার ৮-০ সেটে অরুন চক্রবর্তী কে হারিয়ে এবং দ্বিতীয় সেমিফাইনালে সৃজন পুরকায়স্থ ৮-৭ সেটে এবং টাই ব্রেকে ৭-২ এ আয়ুশ মিত্তাল কে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল। মালঞ্চ নিবাস স্টেট টেনিস কমপ্লেক্সে আজ, রবিবার দিনভর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। খেলা শেষে বিকেলে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সংস্থার সভাপতি বিধান রায়, সহ-সভাপতি তড়িৎ রায়, প্রণব চৌধুরী, সেক্রেটারি সুজিত রায়, জয়েন্ট সেক্রেটারি অরূপ রতন সাহা, চিনময় দেববর্মা, কার্যকরী সদস্য অমিয় কুমার দাস সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এবারের টুর্নামেন্টেও বালক ও বালিকা বিভাগের সিঙ্গেলসে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চীফ আম্পায়ার প্রণব চৌধুরী প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন। ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

জাতীয় স্কুল গেমসের হ্যান্ডবলে

ত্রিপুরা ছত্তিশগড় ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। আগামীকাল ত্রিপুরা দলের খেলা ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে। আজ, রবিবার ত্রিপুরা দল কর্নাটকের বিরুদ্ধে হেরেছে। তবে আগামীকাল প্রয়াস থাকবে ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর। খেলা হচ্ছে ন্যাশনাল ক্যাপিটাল টেরিটরি, দিল্লিতে ৬৭ তম জাতীয় স্কুল গেমসের অঙ্গ হিসেবে অনূর্ধ১৪ বালকদের হ্যান্ডবল ইভেন্টে।

ত্রিপুরা দল এতে ই-গ্রুপে কর্ণাটক, ছত্তিশগড় ও হিমাচল প্রদেশের সঙ্গে গ্রুপ লিগে খেলছে। আজ, রবিবার প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরা দল ২১-২৩ গোলে কর্ণাটকের কাছে পরাজিত হয়েছে। আগামীকাল ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে খেলার পর ১৯ ডিসেম্বর খেলবে হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে।

খেলো ইন্ডিয়া বালিকাদের ফুটবলে

পানিসাগর, ফুলো জানো, ছনতৈল জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। খেলো ইন্ডিয়া কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে অনূর্ধ ১৩ বালিকাদের ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। প্রথম দিনের প্রথম ম্যাচে পানিসাগর স্পোর্টস স্কুল ৮-১ গোলের ব্যবধানে ফুলো জানু দলকে পরাজিত করেছে। বিজয়ী দলের পক্ষে লাসমতি রিয়াং একাই চারটি গোল করে। এছাড়া, অরুণা রানী ত্রিপুরার হ্যাটট্রিক এবং উনিকি রিয়াং একটি গোল করে। বিজিত ফুলো জানু-র পক্ষে একমাত্র গোলটি করে পুনম ওরাং। বেলা ১১ঃ০০ টায় দ্বিতীয় ম্যাচে ফুলো জানু অ্যাটলেটিক ক্লাব তিন-দুই গোলের ব্যবধানে নবোদয় কে পরাজিত করেছে। বিজয়ী দলের পক্ষে সাঞ্জা মুঞ্জা একাই তিনটি গোল করে হ্যাটট্রিক এর স্বীকৃতি পায়। বিজিত নবোদয়ের অঞ্জুরাঙ্গ রিয়াং, আলিশা দেববর্মা দুটি গোল করে। বেলা দুইটাই দিনের অপর খেলায় ছনতৈল প্লে সেন্টার ২-০ গোলে অ্যাথলেটিক ক্লাব কে পরাজিত করেছে। বিজয়ী দলের বর্ষা দে ও মিলি বেগম একটি করে গোল করে।

বিলোনিয়ায় অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট

জয়ের হ্যাটট্রিক আমজাদ নগরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। জয়ের হ্যাটট্রিক আমজাদ নগর দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলের। টানা ৩ ম্যাচে জয় ছিনিয়ে আমজাদ নগর স্কুল দল এখন লীগ শীর্ষ নিশ্চিত করার অপেক্ষায়, ইতোমধ্যে আমজাদ নগর স্কুল দল সুপার ফোর নিশ্চিত করে নিয়েছে। তবে লীগ পর্যায়ের প্রতিটি ম্যাচেই ব্যাটে বলে প্রাধান্য বজায় রাখতে চাইছে। খেলা অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। উদ্যোক্তা বিলোনিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। পাঁচ দলীয় আসরের লীগ পর্যায়ের খেলায় চতুর্থ দিনে একমাত্র ম্যাচে আমজাদ নগর স্কুল দল ১০ উইকেটের বড় ব্যবধানে আর্য কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল কে পরাজিত করেছে।

চিত্তামারা স্কুল মাঠে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে আর্য কলোনি স্কুল দল প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে চূড়ান্ত ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে এবং মাত্র ১৭ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিলে জবাবে আমজাদ নগর স্কুল দল ১৩ বল খেলে বিনা উইকেটে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। উদ্বোধনী ম্যাচে বিদ্যাপীঠ স্কুল দলকে হারানোর পর দ্বিতীয় ম্যাচে বরপাথারি স্কুল দলকে হারিয়েছিল আমজাদ নগর। আজ রবিবার আর্য কলোনি স্কুল দলকে হারানোর পর আমজাদ নগরের পক্ষে জয়ের হ্যাটট্রিক হলো। আগামীকাল টুর্নামেন্টের পঞ্চম দিনের একমাত্র ম্যাচে বিদ্যাপীঠ স্কুল দল খেলবে বড়পাথাড়ি স্কুল দলের বিরুদ্ধে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

শ্যাম সুন্দরের গয়নায় চোখ ধাঁধানো প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। ১৮ থেকে ২৭ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স আয়োজন করছে ডিজাইনার হিরের গয়নার এক অনন্য প্রদর্শনী, ''গ্লিটেরিয়া''।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স - এর এই হিরের গয়নার চোখ ধাঁধানো প্রদর্শনীটি এবার দ্বিতীয় সংস্করণ। গত বছরই হিরের গয়নার বার্ষিক প্রদর্শনী হিসেবে ''গ্লিটেরিয়া'' উৎসবের সূচনা হয়।

এবছরও ক্রেতাদের জন্য প্রদর্শিত হতে চলেছে সাশ্রয়ী মূল্যের মধ্যে ডিজাইনার হিরের গয়নার এক্সক্লুসিভ কালেকশন। দাম রাখা হয়েছে ক্রেতাদের সাধ্যের মধ্যেই। এছাড়া গ্রাহকদের জন্য থাকছে আকর্ষণীয় ছাড় আর উপহার থাকবে হিরের গয়না তৈরির মজুরিতে ১০% ছাড়। প্রতিটি হিরের গয়না কেনাকাটার সঙ্গে থাকবে নিশ্চিত সোনার মুদ্রা। সোনার গয়না তৈরির মজুরিতে থাকছে ১০% ছাড়। সব মিলিয়ে, হিরের গয়নার দুত্যির মতো নানান অফারের চমকে পুরো আউটলেট ঝলমল করে উঠবে।

''জুয়েলারি এক্সচেঞ্জে ১০০% ডায়মন্ড ভ্যালু' ফেরতযোগ্য। এছাড়াও অন্যান্য সমস্ত পরিষেবা এবং সুবিধা থাকছে।

আগরতলা শো-রুমে এই উপলক্ষে এক বিশেষ প্রেস প্রিভিউয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। শুরুতেই হিরের গয়নার সঙ্গে যে আদি অনন্তকাল ধরে মিষ্টি মধুর রোমান্স আর ভালোবাসা জড়িত তা এক অডিও-ভিজ্যুয়ালের মাধ্যমে সকলের সামনে উপস্থাপন করা হয়। এছাড়া যে পাঁচটি কারণের জন্য যেমন, গুণমানের নিশ্চয়তা, ওয়ারেন্টি, রক্ষণাবেক্ষণ, সাধ্যের মধ্যে দাম আর লগ্নির কারণেই যে একমাত্র শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স থেকে প্রাকৃতিক হিরে কেনা যায় সেটিও সকলের সামনে তুলে ধরা হয়। এরপরই হয় ফ্যাশন শো। কলকাতা এবং আগরতলার মডেলরা ''গ্লিটিরিয়া''য় হিরের গয়নার যে সব অনবদ্য কালেকশন প্রদর্শিত হতে চলেছে সেই সব চোখ ধাঁধানো গয়না পড়ে ফ্যাশন শো করেন। গ্রাহকদের জন্যও বিশেষভাবে আরও একটি ফ্যাশন শো ছিল। যেখানে মডেলদের পরা হিরের গয়না খুব কাছ থেকে দেখে গ্রাহকরা কেনাকাটা করতে পারে। একইসঙ্গে চলছিল লাইভ মিউজিক। সেই সুর আর গান ওই পরিবেশে এক অন্য মাত্রা যোগ করেছিল।

এই দুটি অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল ''গ্লিটিরিয়া''য় প্রদর্শিত হিরের গয়না খুব কাছ থেকে দেখা আর অনুভব করা।'' ''গ্লিটিরিয়া হল এমন এক হিরের প্রদর্শনী যা আগে সেভাবে কখনও হয়নি। আর যেভাবে একসঙ্গে সব এক্সক্লুসিভ ডিজাইনার হিরের গয়না প্রদর্শিত হয়েছে তাতে এই উদ্দেশ্য ভীষণভাবে সফল হয়েছে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী দিনেও এইভাবে খুব কাছ থেকে গয়না দেখা আর অনুভব করার অভিজ্ঞতার ওপরই জোর দেব।'' জানালেন শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা। তিনি আরো বলেন, '' এই ধরনের প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য হল লোকে যাতে হিরের দিকে একবার নজর দেয়। কারণ হিরের নিজস্ব যে দ্যুতি রয়েছে তা তাঁদের চেহারাতেও প্রতিফলিত হয়ে ঝলমল করে উঠবে।''

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের অন্যতম ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, ''গ্লিটিরিয়া হল শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের আরেকটি সিগনেচার প্রেসেন্টেশন। এটা সংস্থার দ্বিতীয় সংস্করণ। এই সবকিছু করতে অনেক যত্ন আর পরিশ্রম রয়েছে। ''লুক অ্যান্ড ফিল'' শোকেসিং, হিরের গয়নার নকশা এবং কারুকাজ এবং অফার, সব কিছুই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এছাড়া যে পাঁচটি কারণের জন্য গ্রাহকরা প্রাকৃতিক হিরে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স থেকে কিনবেন তার ওপরেও ফোকাস করা হয়েছে।'' তিনি আরো বলেন, ''গ্লিটিরিয়া উৎসবে লুক অ্যান্ড ফিল শো টি সবচেয়ে বেশি সফল হয়েছে ও লোকের মনে ধরেছে।''

''গ্লিটিরিয়া'' ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যালটি ১৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে ত্রিপুরার (আগরতলা, খোয়াই , ধর্মনগর ও উদয়পুর) এবং কলকাতায় শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের সব শোরুমে (গড়িয়াহাট, বেহালা ও বারাসাত) ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। আসুন, আপনার জীবনে হিরের চমক যোগ করুন !

গাঁজা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পিআরবাড়ি থানার পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৭ ডিসেম্বর।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া মহকুমায় গাঁজা বিরোধী অভিযান অব্যাহত রয়েছে। অভিযান চালিয়ে একের পর এক সাফল্য পাচ্ছে পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা। আবারো গাঁজা বিরোধী অভিযানে নেমে সাফল্য পেল রাজনগর পিআরবাড়ি থানার পুলিশ।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই অভিযান চলে রবিবার ভোর সাড়ে চারটা নাগাদ রাজনগর ব্লকের মনাইপাথর ও ওংচেরা এলাকায়।সকাল সাড়ে সাতটা পর্যন্ত চলে এই অভিযান। তিন ঘন্টা ব্যাপী অভিযানে এই দুই জায়গার নয়টি প্লট থেকে আঠারো হাজার গাঁজা গাছের চারা কেটে, আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে ধ্বংস করা হয়।

এই দিনের অভিযানটি হয় বিলোনিয়া মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ দাসের নেতৃত্বে। এ ধরনের অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে পুলিশে জানিয়েছে।

উল্লেখ্য, রাজ্য সরকার রাজ্যকে নেশা মুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে। রাজ্যে গাঁজা চাষ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই নির্দেশ অমান্য করে সরকারি খাস জমি সহ সীমান্তবর্তী এলাকা ও পাহাড়ি এলাকায় বেআইনিভাবে গাঁজা চাষ চালিয়ে যাচ্ছে। উৎপাদিত গাজা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পাচার করা হচ্ছে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে গাঁজা বাগান ধ্বংস করে দিতে শুরু করেছেন।

যদিও এ ধরনের বেআইনি কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িতদের আটক করতে হিমশিম খাচ্ছে পুলিশ। কেননা যেসব জায়গায় গাঁজা চাষ করা হচ্ছে ওইসব জায়গা সরকারি খাস জায়গায় হিসেবে পরিচিত। ফলে গাঁজা চাষীদের চিহ্নিত করা প্রশাসনের পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

এই অভিযানে সঙ্গে ছিলেন রাজনগর পিআরবাড়ি থানার ওসি রতন রবি দাস সহ পিআর বাড়ি থানার পুলিশ বাহিনী, রাঙ্গামুড়া ও শ্রীরামপুর ফাঁড়ির পুলিশ। এছাড়া সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন , ৪৩ নং বিএসএফ-এর এসআই শ্রাবণ কুমার জাট এবং অন্যান্য বিএসএফ কর্মীরা, ১২৪ নং সিআরপিএফ বাহিনী, টিএসআর বাহিনী ও মহিলা প্লাটুন, ফরেস্ট রেঞ্জার সুকান্ত সরকার, সুনীল ত্রিপুরা সহ বনদপ্তরের কর্মীরা। আগামী দিনেও এধরনের অভিযান জারি থাকবে বলে জানানো হয়েছে পুলিশের তরফে।

ধর্মনগর প্রেসক্লাবে শারদ সম্মান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৭ ডিসেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা সদর ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত হয়েছে শারদ সম্মান অনুষ্ঠান।ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে ধর্মনগর প্রেসক্লাব নিবেদিত সপ্তমবারের মতো শারদ সম্মাননা ও শ্যামা পূজার পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিন অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করে তুলতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, পুরো পরিষদের চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ দে সরকার, উত্তর জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্যামল কান্তি নাথ, প্রেস ক্লাবের সকল সদস্য সদস্যারা এবং বিভিন্ন ক্লাব থেকে আসা কর্মকর্তারা।

জলসেচনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধক বিশ্ববন্ধু সেন বলেন, সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় শিং বলেছিলেন ভারতবর্ষের চল্লিশ শতাংশ মানব প্রতিভা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র মোবাইলের কারণে। মানুষ ঘুম থেকে উঠতে উঠতে সকাল ৯ টা বাজিয়ে দেয়, যা একেবারেই স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নয়। আজকের এই পুরস্কার নিতে আসা ক্লাবগুলোর মধ্যে কোন একটি ক্লাব বলতে পারবে কি যে আমাদের ক্লাবে একজন যুবক বা একজন যুবতী রয়েছে যার ক্রীড়া নৈপুণ্যে আমরা গর্ববোধ করতে পারি। মোবাইলকে সঙ্গ করে মানুষ নিজের প্রতিভাকে বিসর্জন দিয়ে অলস হয়ে যাচ্ছে।

পাশাপাশি যুবসমাজ পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে।

তাই মোবাইল ছেড়ে যতটুকু শুধুমাত্র দরকার ততটুকু কাজ করে মানুষকে ক্রীড়াসহ বিভিন্ন শিল্প নৈপুণ্য এ প্রতিভা প্রদর্শনের জন্য নিজেদেরকে তৈরি করতে উপদেশ দেন। পুরস্কার বিতরণীর পাশাপাশি স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে নৃত্য ও সংগীতের আয়োজন করা হয় যা উপস্থিত মানুষকে মন ভরিয়ে দেয়। দুর্গাপূজায় বিভিন্ন বিভাগে আলাদা আলাদা ক্লাব কে পুরস্কৃত করা হয় তবে সেরার সেরা পুরস্কারটি তুলে দেওয়া হয় পদ্মপুর ক্লাবের হাতে। পাশাপাশি শ্যামা পূজার শ্রেষ্ঠ পুরস্কারটি অ্যাথলেটিক ক্লাবের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বিভিন্ন বিভাগে যেসব ক্লাবকে পুরস্কৃত করা হয় সেগুলির মধ্যে ছিল নবরাগ সংঘ, এগিয়ে চলো ক্লাব, জেলরোড সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, আপনজন ক্লাব, জয় হিন্দ ক্লাব, মধ্য শহর দুর্গাপূজা সার্বজনীন কমিটি, নয়াপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, নেতাজি ক্লাব, আমরা সবাই ক্লাব, কামেশ্বরের দেশবন্ধু ক্লাব, মার্চেন্ট স্পোর্টিং ক্লাব, নবযুগ সংঘ, সেন্ট্রাল রোড কালিবাড়ি উন্নয়ন কমিটি, এরিয়ান্স ক্লাব এবং রেলওয়ে ইয়াংম্যান অ্যাথলেটি ক্লাব। প্রত্যেকেই পরের দুর্গাপূজা এবং কালী পূজার অপেক্ষায় এই বছরের অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য প্রেসক্লাবকে ধন্যবাদ জানিয়েছে।

রবিবার আরএস ভবনে টিজিটিএ আয়োজিত অনুষ্ঠানে মন্ত্রী রতন লাল নাথ ও বিজেপি সভাপতি রাজীব ভটাচার্য্য। ছবি- নিজস্ব।

ত্রিপুরা কৃষি স্নাতক সমিতির একাদশ দ্বি- বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। আজ ত্রিপুরা কৃষি স্নাতক সমিতির একাদশ দ্বি- বার্ষিক সম্মেলন রাজধানীর রবীন্দ্র শত বার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, দপ্তরের অধিকর্তা শরদিন্দু দাস, উদ্যান দপ্তরের অধিকর্তা ফনীভূষণ জমাতিয়া, সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুজিত দাস, সমিতির সভাপতি রাজীব ঘোষ সহ আরও অনেকে।

এদিনের অনুষ্ঠানে ৮ জন প্রগতিশীল কৃষককে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়।

এদিন কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, আমাদের দেশ একটি বিচিত্র দেশ। ভারতবর্ষে যা আছে তা বিশ্বের আর কোথাও নেই।

জমিয়তের কার্যকরী কমিটির সাংবাদিক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। আজ জমিয়তের কার্যকরী কমিটির এক বর্ধিত সভা রাজ্য জমিয়তের সভাপতি মুফতী তৈয়ীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় বিভিন্ন বিষয় সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়েছে।

সে বিষয়গুলো সম্পর্কে আজ গেদু মিয়া মসজিদে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তুলে ধরেন মুফতি মোহাম্মদ তৈয়ীবুর সভাপতি ত্রিপুরা রাজ্যের জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ।

উলেমায়ে হিন্দ বলেন, কার্যকরী কমিটির বৈঠকের পর বেশ কিছু দাবি তারা রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করতে চলেছে।

দুইদিন ব্যাপী স্পেইস অন হুইল অনুষ্ঠানের সমাপ্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৭ ডিসেম্বর।। ১৫ এবং ১৬ ডিসেম্বর দুই দিনব্যাপী স্পেইস অন হুইল অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হল ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে। সারা রাজ্য পরিক্রমা করে শুক্রবার এবং শনিবার ধর্মনগরে স্পেস অন হুইল বাসের প্রদর্শনীর মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটল।

পরিসমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, বিজ্ঞান ভারতীর ন্যাশনাল সেক্রেটারি প্রবীণ রামদাস, পুর পরিষদের চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ দে সরকার, ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত গোল্ডেন ভিলী হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের প্রিন্সিপাল তথা অনুষ্ঠানের ডিস্ট্রিক কোঅর্ডিনেটর মানষ দে। স্পেস অন হুইল এর বাসে ইসরোর আবিষ্কারগুলিকে, পি এস এল ভি, এএসএলভি, ডিএসএলভি, বিভিন্ন ধরনের লঞ্চ প্যাড এবং নেভিগেশন সিস্টেম দেখানো হয়। ছাত্র-ছাত্রী তথা যারা শিক্ষার সাথে জড়িত এবং জানার আগ্রহ রয়েছে তাদের কাছে এক আধুনিক বিজ্ঞানের এবং প্রযুক্তির আবিষ্কার সমূহ দর্শন এবং জানার দোয়ার খুলে দিল এই বাস। বর্তমানে ভারত মহাকাশবিদ্যয় কোথায় কি অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে তা অনেকেরই অজানা। এই অজানা তথ্যকে সঠিক রূপ দিয়ে মানুষের কাছে যেভাবে প্রদর্শিত করা হলো তা শুধুমাত্র উপলব্ধি করা একটা বিশাল ভাগ্যবানের ব্যাপার। রাজ্যের মানুষের কাছে ভারতের মহাকাশ গবেষণার সাফল্যগুলি যেভাবে তুলে ধরা হলো তা অভাবনীয় বলে বিশেষজ্ঞরা বর্ণনা করেছেন।

রাম মন্দির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, সারা দেশে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আমন্ত্রণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনের অপেক্ষায়। সারা দেশ জুড়ে রাম মন্দির উদ্বোধনের জন্য ব্যাপক প্রচার অভিযান শুরু হয়েছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দেশের প্রতিটি রাজ্যে কলস পাঠিয়ে রাম মন্দির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সমবেত হওয়ার জন্য সনাতন ধর্মাবলম্বীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আমাদের রাজ্য ত্রিপুরাতেও কলস পাঠিয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ।

আগামী ২২শে জানুয়ারি ২০২৪ অযোধ্যায় নবনির্মিত রাম মন্দিরের দ্বার উদঘাটন হবে। তাকে কেন্দ্র করে গোটা দেশ জুড়ে ব্যাপক আয়োজন ও নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে পদ্ম শিবির। তারই অঙ্গ হিসাবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ প্রসাদ ও প্রচার পুস্তিকা নিয়ে আগামী ১লা জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রতিটি মানুষের বাড়ি বাড়ি যাবে।অযোধ্যা থেকে পিতলের কলসে করে এসেছে মাটি। সেই কলস রাজ্যের প্রতিটি জেলাতে পাঠানো হবে। রবিবার আগরতলা উমা মহেশ্বরী কালী মন্দিরে বিশেষ পুজো করে প্রত্যেকটা জেলায় কলস পাঠালো বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। রাজ্যের প্রতিটি জেলায়, প্রত্যেক নাগরিকের বাড়িতে গিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আগামী বাইশে জানুয়ারি রাম মন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান জানাবে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে ত্রিপুরা থেকে বেশ কিছু সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মানুষ রাম মন্দির উদ্বোধনে অনুষ্ঠানের দিন অযোধ্যায় সম্ভবত হবেন। এজন্য ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে।

কুয়েতের আমিরের প্রয়াণে রাজ্যে রাষ্ট্রীয় শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। কুয়েতের আমির শেখ নাওয়াফ আল-আহমদ আল-জাবের আল-সাহাব'র প্রয়াণে সারা দেশের সাথে আজ রাজ্যেও রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হয়। গতকাল কুয়েতের আমির শেখ নাওয়াফ আল-আহমদ আল-জাবের আল-সাহাব প্রয়াত হন। ভারত সরকার গতকালই আজ সারা দেশে একদিন রাষ্ট্রীয় শোক পালনের কথা ঘোষণা করেন। সারা দেশের সাথে আজ রাজ্যেও রাষ্ট্রীয় শোক হিসেবে যে সমস্ত সরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত থাকে সেখানে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় ও সমস্ত সরকারি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছে।

গাঁজা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৭ ডিসেম্বর।। গত বৃহস্পতিবারের পর আবারো গাঁজা বিরোধী অভিযানে নেমে সাফল্য পেল বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর পিআরবাড়ি থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই অভিযান চলে রবিবার ভোর সাড়ে চারটা থেকে রাজনগর ব্লকের মনাইপাথর ও ওয়াঙ ছড়া এলাকায় সকাল সাড়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শেখর স্মৃতি নাট্যোৎসবকে ঘিরে সেজে উঠেছে সংস্কৃতি শহর খোয়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। সংস্কৃতির অন্যতম পিঠস্থান খোয়াই। বিগত কয়েক বছর সংস্কৃতির চর্চা হলেও তার তেমন প্রচার পরিলক্ষিত হয়নি। তবে এবছর বেশ জাকজমকপূর্ণ ভাবে নাটক শো করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কালচারাল ক্যাম্পেইন। বছর কয়েকের ব্যাবধানে খোয়াই কালচারাল ক্যাম্পেনের শেখর স্মৃতি নাট্য উৎসব আবার আয়োজিত হতে চলেছে।

২০১৯সালের পর চার বছরের মাথায় ৩৪তম শেখর স্মৃতি নাট্য উৎসবের আসর বসছে আগামী ২২শে ডিসেম্বর থেকে।চারদিনের নাট্য উৎসব চলবে ২৫শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত খোয়াইয়ের পুরোনো টাউন হলে।আয়োজক সংস্থা কালচারাল ক্যাম্পেন সহ রাজ্যের সাতটি নাট্য সংস্থা ও কলকাতার একটি নাট্য সংস্থা মিলিয়ে মোট আটটি নাট্য সংস্থার কুশীলব ও কলাকুশলী অভিনেতা অভিনেত্রীরা এবারের ৩৪তম শেখর স্মৃতি নাট্য উৎসবে আটটি নাট্য প্রযোজনা উপস্থাপন করবেন।রবিবার কালচারাল ক্যাম্পেনের নিজস্ব কার্য্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে আয়োজক সংস্থার কর্মকর্তারা শেখর স্মৃতি নাট্য উৎসবের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন।কালচারাল ক্যাম্পেনের সভাপতি সৈকত রায়, সম্পাদক দেবাশীষ সরকার ও সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য অরুণ পাল প্রমুখেরা জানান যে, নাট্য উৎসবের প্রথম দিন ২২শে ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মঞ্চসাথ হবে আয়োজক সংস্থা খোয়াই কালচারাল ক্যাম্পেনের প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা অবলম্বনে নাটক ' সাধারণ মেয়ে'। নাট্যরূপ সৌমিত্র বসু।

দ্বিতীয়ার্ধে উদয়পুরের অভিমুখ নাট্যসংস্থা মঞ্চস্থ করবে অভিজিত দাসের রচনায় ও নির্দেশনায় নাটক' অনাগত'।দ্বিতীয় সন্ধ্যায় প্রথমেই অভিনীত হবে আগরতলার সুরপঞ্চম নাট্যসংস্থার নাটক ' প্রিপেইড'।রচনা ও নির্দেশনা পার্থ মজুমদার।

দ্বিতীয়ার্ধে পরিবেশিত হবে খোয়াইয়ের উত্তরণ নাট্যাঙ্গনের নাটক ' গোধূলীবেলা'।নাট্যকার ও নির্দেশক গণেশ দেবরায়।

তৃতীয় সন্ধ্যায় মঞ্চে আসবে ধর্মনগরের বর্ণমালা নাট্যসংসংস্থা।ড় আশীষ গোস্বামীর রচনায় ও শুভাশিষ গাঙ্গুলীর নির্দেশনায় তারা মঞ্চস্থ করবে নাটক ' অসমাপন'।দ্বিতীয়ার্ধে পরিবেশিত হবে কলকাতার প্রজেক্ট অ্যাক্ট ল্যাব-- র প্রযোজনায় শেক্সপিয়ারের কাহিনী অবলম্বনে নাটক ' ম্যাকবেথ এক্স' নাট্যরূপ প্রশান্ত সূত্রধর।শেষ সন্ধ্যায় প্রথম প্রযোজনা আগরতলার ত্রিপুরা থিয়েটারের।তারা মঞ্চস্থ করবে বাংলাদেশের নাট্যকার সেলিনা হোসেনের লেখা নাটক ' মতিজানের মেয়েরা'। নির্দেশনা বিভু ভট্যাচার্য্য।দ্বিতীয়ার্ধে মঞ্চস্থ হবে কৈলাসহরের রেনেসাঁ নাট্যসংস্থার নাটক ' কুলভাঙা মনু'। রচনা ও নির্দেশনা অমরজিত সরকারের।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু এক ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। ধলাই জেলার মনুতে পথ দুর্ঘটনায় এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর নাম সজল দাস। বয়স অনুমানিক ৪২ বছর।

জানা গিয়েছে, সজল দাস ও তার বাবা বাজার থেকে বাইসাইকেলে করে কিছু জিনিসপত্র দিয়ে বাড়িতে ফিরছিলেন। মনু বিওসি সংলগ্ন এলাকায় এসে পৌঁছতেই পেছন দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগামী গাড়ি তাকে ধাক্কা দেয়। গাড়ির থাকায় ছিটকে পড়ে গুরুতর অভাবে আহত হন সজল দাস। এদিকে সজল দাসকে ধাক্কা দিয়ে গাড়িটি সেখান থেকে তৎক্ষণাৎ পালিয়ে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সজল দাসকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মনু থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ গাড়িটি আটক করেছে। গাড়ি চালকের দ্রুতগামীতা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।